বিশ্বসেরা চিরায়ত সাহিত্য

১৯৫৪ সালে সাহিত্যে

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

এক বুড়ো আর সমুদ্র

অনুবাদ • সৌরীন নাগ

এক প্রাচীন বৃদ্ধের কথা। এক আদিম, জীবন্ত, ভয়াবহ, সুন্দর সমুদ্রের কথা। সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে উঠে আসা এক অসাধারণ বিশাল মাছের কথা। সর্বোপরি, এক অনন্ত জীবন সংগ্রামের কথা।

এ যেন এক চলমান জীবনের বেঁচে থাকার প্রাত্যহিক লড়াই-এর প্রতীকী ছবি। এ জীবন হার মানতে জানে না, জয় বা পরাজয়ে সমান নির্বিকার, বাঁচার তাগিদে কেবল লড়াই চালিয়ে যায়।

www.pathagar.com

এক বুড়ো আর সমুদ্র

www.pathagar.com

The Old Man And The Sea

Ernest Hemingway

www.pathagar.com

১৯৫৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

এক বুড়ো আর সমুদ্র

অনুবাদ : সৌরীন নাগ

www.pathagar.com

এক বুড়ো আর সমুদ্র
মূল : আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
অনুবাদ : সৌরীন নাগ
The Old Man And The Sea by Ernest Hemingwa
Illustration : C. F. Tunnicliffe & Raymond Sheppard
First Published : 1952
অনুবাদস্বত্ব © বুক ক্লাব ২০০৯

বুক ক্লাব প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯, দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন ২০১২

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ, অলঙ্করণ : সি. এফ. টানিক্লিফে এবং রেমণ্ড শেপার্ড

প্রকাশক :
সাইফুর রহমান চৌধুরী
বুক ক্লাব
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট, দোতলা,
ঢাকা-১১০০ ।
E-mail: book.club@live.com

কম্পোজ:
সোহেল কম্পিউটার
৫০১/১ বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭ ।

মুদ্রক:
চৌকস প্রিন্টার্স
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল,
ঢাকা-১০০০ ।

পরিবেশক:
সন্দেশ
১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ,
ঢাকা-১০০০ ।

মূল্য: ১৫০.০০ টাকা

ISBN-978-984-7210-16-2

বাংলা ভাষার অনুবাদস্বত্ব বা সর্বস্বত্ব প্রকাশক বুক ক্লাব কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

www.pathagar.com

অনুবাদকের উৎসর্গ

পরমপূজ্য পিতৃদেবকে
যাঁর হাত ধরে
ইংরেজি ভাষার জগতে প্রবেশ

www.pathagar.com

অনুবাদকের আরো বই :

পিনোক্কিও / মূলঃ কার্লোস কলোদি
ক্ষুধা / মূলঃ ন্যুট হামসুন
ইস্তাম্বুল : স্মৃতির শহর / মূলঃ ওরহান পামুক

www.pathagar.com

কিছু কথা

তখন আমি তরুণ যুবক। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি বন্দুক নিয়ে শিকার করার আর ছিপ দিয়ে মাছ ধরার নেশা। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়তাম, হাতে থাকত হয় বন্দুক, না হয় হুইল ছিপ। সেই রকম সময়ে ১৯৬১ সালে অর্থাৎ হেমিংওয়ের মৃত্যুর বছরই দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী বইটি আমার হাতে আসে। পড়ে আমি অভিভূত হয়ে যাই। এমন স্বচ্ছ, সরল, সোজাসুজি লেখা, পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল, ওই বুড়ো নয়, যেন আমিই সেই অসাধারণ মার্লিন মাছের সঙ্গে জীবনমৃত্যুর লড়াই চালাচ্ছি।বইটির আরেকটি অসাধারণত্ব, যা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, তা হল এর চরিত্রচিত্রণ। সমুদ্র, আকাশ, বাতাস, মাছ, হাঙর, কচ্ছপ, পাখি, প্রত্যেকে যেন এক একটি প্রাণবন্ত চরিত্র, বুড়োর সঙ্গে একাত্ম হয়ে জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে সমগ্র উপন্যাসটিতে।

ভাষান্তর করতে গিয়ে হেমিংওয়ের সাবলীল রচনাশৈলীর কতটা বাংলা ভাষায় রাখতে পেরেছি, পাঠকের বিচার্য। বইটিতে অনেক স্প্যানিশ শব্দ ছড়িয়ে আছে, তাদের শুদ্ধ উচ্চারণ ও সঠিক অর্থ সম্বন্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন স্প্যানিশ ভাষা-বিশেষজ্ঞ ও লেখক-অনুবাদক তরুণ ঘটক। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনীর কর্ণধার দেবানন্দ দাম তার অমূল্য পরামর্শ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা দিয়ে এবং সর্বোপরি বইটি প্রকাশনার সমগ্র দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তার কাছে আমি চিরঋণী রইলাম।

সৌরীন নাগ
২০ জানুয়ারী, ২০০৪

www.pathagar.com

এক বুড়ো আর সমুদ্র

বুড়ো একা, বড় একা। ওর ডিঙি নৌকাটা নিয়ে একা একা মাছ ধরতে যায় উপসাগরে। গত চুরাশি দিন একটাও মাছ ধরতে পারেনি। প্রথম চল্লিশ দিন একটা ছেলে ছিল ওর সাথে। কিন্তু চল্লিশ দিন পরে ছেলেটার বাবা-মা ওকে বললে যে বুড়ো অপয়া, আর তাই বাবা-মা'র হুকুমে ও এখন অন্য নৌকায় যায় আর প্রথম সপ্তাহেই ওরা তিন-তিনটে বড় মাছ ধরেছে।কিন্তু রোজ বুড়ো খালি নৌকা নিয়ে ফিরছে দেখে ছেলেটার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। ও গিয়ে বুড়োকে সাহায্য করে নৌকার মাছ ধরার সরঞ্জামগুলো বয়ে নিয়ে আসতে। কখনও দড়া-দড়িগুলো, কখনও বা কোঁচ, হারপুন অথবা নৌকার মাস্তুলে লাগানো পালটা বয়ে নিয়ে আসে। ময়দার বস্তা কেটে অসংখ্য তালি মারা পাল, হাওয়ায় যখন ফুলে ওঠে, মনে হয় একটা হেরে যাওয়া লোকের পতাকা উড়ছে।

বুড়ো রোগা। ওর শীর্ণ ঘাড়ের পেছনে চামড়া কুঁচকে গেছে। গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদ্রের জলে প্রতিফলিত প্রখর রোদ ওর দুই গালের চামড়া পুড়িয়ে বাদামি ছোপ ফেলেছে। এক সময় ও অনেক ভারী মাছ ধরেছে, তার ছিপের সুতো টানতে টানতে ওর দুই হাত ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, আর এখন শুকনো কাটা দাগে ভর্তি। বুড়োর সারা শরীরে বার্ধক্যের ভার, কেবল ওর চোখ দুটো সমুদ্রের মতো নীল আর হাসিখুশি, যেন হারতে জানে না।

www.pathagar.com

নৌকাটা পাড় থেকে টেনে তুলে ওপরে উঠতে উঠতে ছেলেটা বলল,'সান্তিয়াগো জানো, এ-কদিন আমি বেশ কিছু টাকা জমিয়েছি, তাই আমি আবার তোমার সঙ্গে মাছ ধরতে যেতে পারি।' বুড়োই ছেলেটাকে মাছ ধরতে শিখিয়েছিল আর ও সত্যিই বুড়োকে ভালোবাসতো।

'না, আমার সঙ্গে যাবে না। যে নৌকায় আছ, ওটা পয়া, ওদের সঙ্গেই থাক।' বুড়ো বলল।

'কেন, তোমার মনে নেই, এর আগে একবার একনাগাড়ে সাতাশি দিন একটাও মাছ ধরা পড়েনি আর তারপরেই তিন সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন আমরা বড় বড় মাছ ধরেছিলাম?'

'সব মনে আছে', বুড়ো বলল, 'আমি জানি, আমার ওপর তোমার ভরসা আছে।'

'বাবাই তো আমাকে বলল তোমার নৌকায় না যেতে। আমি তো ছোট, অবাধ্য তো হতে পারি না।'

'জানি, এটাই তো স্বাভাবিক।'

'বাবার কোনো বিশ্বাসই নেই।'

'ঠিক, কিন্তু আমাদের তো বিশ্বাস আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ', ছেলেটা বলল, 'চল চত্বরে গিয়ে বসি, আমি তোমাকে বিয়ার খাওয়াব। তারপর নৌকার সরঞ্জামগুলো ঘরে নিয়ে যাব।'

'ভালোইতো', বুড়ো বলল, 'আমরা দুজনই তো মেছুড়ে, কী বল!'

ওরা চত্বরে গিয়ে বসার পর কিছু মেছুড়ে বুড়োর পেছনে লাগল আর ওকে নিয়ে রগড় করতে শুরু করল।বুড়ো কিন্তু রাগ করল না। অন্য বুড়ো মেছুড়েরা ওর দিকে তাকিয়ে মনে মনে কষ্ট পেতে লাগল, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করল না। ওরা সমুদ্রের স্রোত, কত গভীরে ওরা সুতো ফেলেছিল, কেমন ভালো আবহাওয়া চলছে আর কী কী দেখেছে, এইসব নিয়ে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল। যে সব মেছুড়েদের সেদিন কপাল ভালো ছিল, তারা নিজেদের ধরা বড় বড় মার্লিন মাছগুলোকে দুটো তক্তার ওপর আড়াআড়ি ফেলে মাছের আড়তে গিয়ে গিয়ে বরফের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল, যাতে হাভানার বাজারে তাড়াতাড়ি নিয়ে ফেলতে পারে। আর যারা হাঙর ধরেছিল, তারা ওগুলোকে হাঙরের আড়তে নিয়ে গেল, সেখানে ওগুলোকে দড়িতে ঝুলিয়ে পাখনা কেটে, লিভার বার করে নিয়ে

www.pathagar.com

চামড়া ছাড়িয়ে ফেলল আর মাংসটা লম্বা লম্বা ফালি করে কেটে নুন মাখানোর জন্য তৈরি করতে লাগল।

হাওয়া পুব দিক থেকে বইলে হাঙরের আড়ত থেকে গন্ধটা এদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আজ উত্তরে হাওয়ায় গন্ধটা তেমন টের পাওয়া যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর হাওয়াটা পড়ে গেলে চত্বরের ওপর হালকা রোদ্দুরে দিনটা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

বুড়ো বিয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে বিগত জীবনের দিনগুলোর কথা ভাবছিল। ছেলেটা বলল, 'সান্তিয়াগো, আমি কাল তোমার টোপের জন্য সার্ডিন মাছ নিয়ে আসব?'

'না, না, তুমি কাল বেসবল খেলতে যেও। আমি নৌকা বাইব, আর রোহেলিও জাল ফেলবে।'

'কিন্তু আমার যে যেতে ইচ্ছে করছে। তোমার সঙ্গে মাছ ধরতে যেতে না পারলেও তোমার কিছু কিছু কাজ তো আমি করে দিতে পারি।'

'কেন, তুমি যে আমাকে বিয়ার খাওয়ালে! তুমি তো রীতিমতো মরদ হয়ে উঠেছ।'

'আচ্ছা, তুমি যেদিন প্রথম আমাকে তোমার নৌকায় নিয়ে যাও, তখন আমার কত বয়স ছিল?'

'মাত্র পাঁচ বছর, আর সেদিনই তুমি প্রায় মরতে বসেছিলে কেননা, আমি মাছটাকে খেলিয়ে খেলিয়ে ক্লান্ত না করেই নৌকায় তুলে ফেলেছিলাম আর মাছটা নৌকাটাকে প্রায় ভেঙে ফেলেছিল, মনে আছে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে, মাছটা লেজ দিয়ে বাড়ি মেরে বসার তক্তাটা ভেঙে ফেলল আর তুমি নৌকার গলুইতে কুণ্ডলী পাকানো ভিজে সুতোর ওপর আমাকে ছুঁড়ে সরিয়ে দিয়ে মাছটাকে ক্রমাগত বৈঠা দিয়ে মারছিলে আর আমার সারা শরীরে রক্তের মিষ্টি গন্ধ।'

'তোমার কি সত্যিই এসব কথা মনে আছে, না আমিই তোমাকে পরে এসব গল্প করেছি?'

'তোমার সঙ্গে প্রথম দিন যাবার পর থেকে সব আমার মনে আছে।'

বুড়ো ওর দিকে রোদেপোড়া স্নেহ মাখা চোখে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যদি আমার ছেলে হতে, তাহলে হয়তো তোমাকে আমার নৌকায় নিয়ে

www.pathagar.com

যাবার জুয়া খেলতাম। কিন্তু তুমি তো তোমার বাবা-মায়ের ছেলে, আর তাছাড়া তুমি একটা পয়া নৌকায় আছ।'

'আমি কি তোমার জন্য সার্ডিন মাছ আনব? আমি জানি কোথায় আমি আরও চারটে ভালো টোপ পাব।'

www.pathagar.com

'না না, আমারগুলো তো আছে। ওগুলো আমি বাক্সে নুন দিয়ে রেখেছি।'

'আমি চারটে টাটকা টোপ এনে দেব।'

'একটা', বুড়ো বলল। বুড়ো আশা, আত্মবিশ্বাস কোনোটাই হারায়নি, আর এখন তো ফুরফুরে হাওয়ার মতো নিজেকে তাজা মনে হচ্ছে।

ছেলেটা বলল, 'দুটো'। বুড়ো বলল, 'যদি চুরি না কর, তাহলে দুটো।'

'আমি ওগুলো কিনেছি।'

বুড়ো ছেলেটাকে ধন্যবাদ দিল। ও এত সরল যে, ওর স্বাভাবিক নম্রতার কথা ভাবে না। তবে এটা জানে যে এতে ওর কোনো মর্যাদাহানি ঘটবে না।

'কাল যদি এই রকম স্রোত থাকে, তাহলে দিনটা ভালোই যাবে।' বুড়ো বলল।

ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'কাল তুমি কোন দিকে যাবে?'

'হাওয়া দিক বদলাবার আগেই সমুদ্রের অনেক ভেতরে চলে যাব। অন্ধকার থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়ব।'

'আমিও আমাদের নৌকাটাকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে বলব। তাহলে তুমি যদি সত্যিই একটা বিশাল মাছ ধরতে পার, তাহলে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে যেতে পারব।'

'তোমার নৌকার লোক বেশি দূরে যাওয়া পছন্দ করে না।'

'তা ঠিক। কিন্তু আমি কায়দা করে বলব যে, বহুদূরে ও দেখতে না পেলেও আমি একটা পাখিকে মাছ ধরতে দেখতে পাচ্ছি আর আমি ঠিক ডলফিনের পেছন পেছন ওকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব।'

'ওর চোখের দৃষ্টি কি খুব খারাপ?'

'ও তো প্রায় অন্ধ বললেই চলে।'

'অবাক কাণ্ড। ও তো কোনোদিন কাছিম ধরতে যায়নি, কারণ এই কাছিম মারার কাজেই মানুষের চোখ নষ্ট হয়।'

'কিন্তু তুমি তো অনেক বছর মসকুইটো উপকূলে কাছিম মারার কাজ করেছিলে, কই তোমার চোখ তো ভালোই আছে।'

'আরে, আমি একটা আজব বুড়ো।'

www.pathagar.com

'কিন্তু একটা সত্যিকারের বিশাল মাছ ধরার মতো গায়ের জোর কি তোমার আছে?'

'তাই তো মনে হয়। তাছাড়া নানা রকম কৌশলও আছে।'

'চল, সরঞ্জামগুলো ঘরে নিয়ে যাই। আর খেপলা জালটা নিয়ে আমাকে সার্ডিন মাছ ধরতেও যেতে হবে।' ছেলেটা বলল।

ওরা নৌকা থেকে সরঞ্জামগুলো নামিয়ে আনল। বুড়ো মাস্তুলটা কাঁধে নিল আর ছেলেটা নিল শক্ত করে পাকানো বাদামি সুতোর কুণ্ডলীভরা কাঠের বাক্সটা আর কোঁচ ও হারপুনটা। নৌকার পাছ-গলুইয়ে টোপের বাক্সটা আর মাছ ধরার পর নৌকার পাশে টেনে এনে মারার জন্য ডাণ্ডাটা রাখা থাকল। বুড়োর নৌকা থেকে ওগুলো কেউ চুরি করবে না। তবে রাতের শিশিরে ভিজে নৌকার পাল আর মাছ ধরার শক্ত সুতোর বাণ্ডিল নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাই ওগুলো নিয়ে যাওয়া, নইলে বুড়ো জানে যে, কোনো স্থানীয় লোক ওর নৌকা থেকে কিছু চুরি করবে না। তবে এটাও ঠিক যে, কোচ আর হারপনুটা নৌকায় রেখে যাওয়া মানে অনাবশ্যক লোভ জাগানো।

ওরা দুজনে রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়ে বুড়োর চালায় পৌছল আর খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। বুড়ো পাল গোটানো মাস্তুলটা দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে রাখল আর ছেলেটা তার পাশে কাঠের বাক্সটা আর অন্য জিনিসগুলো রাখল। মাস্তুলটা লম্বায় প্রায় চালা ঘরটার সমান। তালগাছের শক্ত তক্তা দিয়ে বানানো চালা ঘরটায় আছে একটা বিছানা, একটা চেয়ার আর টেবিল আর মেঝেতে কাঠ কয়লা জ্বেলে রান্নার একটু জায়গা। ঘরটার বাদামি দেওয়ালে একটা যিশুখ্রিস্টের আর একটা কুমারী মাতার রঙিন ছবি টাঙানো। ও দুটো ওর বউয়ের স্মৃতি। এক সময়ে দেওয়ালে ওর বউয়ের একটা ছোপ ধরা বিবর্ণ ফটোও টাঙানো থাকতো, কিন্তু ছবিটার দিকে তাকালে বুড়োর নিজেকে খুব একলা মনে হত, তাই ও ছবিটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে ঘরের কোণে একটা তাকের ওপর ওর পরিষ্কার জামার তলায় রেখে দিয়েছিল।

'রাতে কী খাবে?' ছেলেটা শুধোয়।

'হাড়িতে ভাত আছে আর মাছ। তুমি খাবে?'

'না, আমি বাড়িতে গিয়েই খাব। আগুন জ্বালিয়ে দেই।?'

www.pathagar.com

'না না, আমি পরে আগুন জ্বালাব। আর না হয়, ঠাণ্ডা ভাতই খেয়ে নেব।'

'তাহলে আমি খেপলা জালটা নিয়ে যাই?'

'নিশ্চয়ই'।

আসলে বুড়োর কোনো খেপলা জালই নেই আর ছেলেটার পরিষ্কার মনে আছে ওটা কতদিন আগে বেচে দেওয়া হয়েছে। ওরা কিন্তু প্রতিদিনই এই মিথ্যে গল্পের অবতারণা করে। ছেলেটা জানে, যে হাঁড়িতে কোনো ভাতও নেই, মাছও নেই।

বুড়ো বলল, 'পঁচাশি দিন, পঁচাশি খুব পয়া সংখ্যা। যদি একটা পাঁচশো কিলোর মাছ ধরে আনি, তোমার কেমন লাগবে?'

'আমি খেপলা জাল নিয়ে সার্ডিন মাছ ধরতে যাই। তুমি ততক্ষণ দরজার কাছে বসে থাক।'

'ঠিক আছে, আমি গতকালকের খবরের কাগজে বেসবল খেলার পাতাটা দেখি।'

ছেলেটা বুঝতে পারছে না, এই খবরের কাগজের ব্যাপারটা বানানো কিনা। তবে বুড়ো সত্যি সত্যিই বিছানার তলা থেকে একটা খবরের কাগজ বার করে আনল আর বলল, 'পেরিকো এটা আমায় ভাঁটিখানায় দিয়েছে।'

'সার্ডিন মাছ ধরে নিয়ে আমি আসছি। ওগুলো বরফে রেখে দেব আর কাল সকালে তোমার ভাগ তোমাকে দিয়ে দেব। আমি ফিরে আসলে আমাকে বেসবল খেলার খবর বলবে কিন্তু।'

'ইয়াঙ্কিরা হারতেই পারে না।'

'কিন্তু ক্লিভল্যাণ্ড ইন্ডিয়ানদেরই আমার ভয়।'

'ইয়াঙ্কিদের ওপর ভরসা রাখ বেটা। অতবড় খেলোয়াড় দি মাজ্জিও-র কথা ভাবতো?'

'আমার কিন্তু ডেট্রয়েট টাইগার আর ক্লিভল্যান্ড ইন্ডিয়ান, এই দুই দলকেই ভয়।'

'সাবধান, এর পরে তুমি হয়তো সিনসিনাটি রেড আর শিকাগো হোয়াইট সক্স দলকেও ভয় পাবে।'

'ঠিক আছে, তুমি পড়ে নাও, আমি ফিরে এলে আমাকে বোলো।'

www.pathagar.com

'আচ্ছা, শেষ দুই সংখ্যা পঁচাশি দিয়ে একটা লটারির টিকিট কিনলে কেমন হয়? কালকেই তে পঁচাশিতম দিন।'

'কিনলেই হয়! কিন্তু তোমার সেই সাতাশি দিনের রেকর্ড?'

'এক জিনিস কি দুবার হয়? কী মনে হয়, পঁচাশি ওয়ালা কোন টিকিট পাবে?'

'দেখি চেষ্টা করে।'

'একটা পুরো পাতা। আড়াই ডলার। কার কাছে ধার করা যায়, বলতো?'

www.pathagar.com

'সোজা। আমি যে কোনো সময় আড়াই ডলার ধার করতে পারি।'

'আমার মনে হয়, আমিও পারি। তবে আমি ধার করতে চাই না। কেননা, প্রথমে ধার, শেষে ভিক্ষা।'

'বুড়ো, ঠাণ্ডা লাগিয়ো না। মনে রেখ, এটা সেপ্টেম্বর মাস।'

'যে মাসে বড় মাছেরা ধরা পড়ে। আরে, মে মাসে তো যে কেউ মেছুড়ে হতে পারে।'

'যাই, সার্ডিন মাছ ধরে আনি গে।'

ছেলেটা যখন ফিরে এল তখন সূর্য ডুবে গেছে আর বুড়ো চেয়ারে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেটা বিছানা থেকে কম্বলটা তুলে এনে চেয়ারের পেছন দিয়ে বুড়োর কাঁধে জড়িয়ে দিল। বুড়োর দুই কাঁধ আর ঘাড় কিন্তু খুব শক্তিশালী আর ঘাড়ের পেছনের ভাঁজগুলো বুড়ো ঘুমিয়ে পড়লে আর মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়লে বোঝাই যায় না। ওর জামাটা ওর নৌকার পালের মতোই অজস্র তালি লাগানো আর রোদে জ্বলে জ্বলে নানা রঙের। বুড়ো মানুষটার মাথাটা কিন্তু সত্যি সত্যিই বুড়োটে আর চোখ বোজা থাকলে ওর মুখটায় প্রাণের ছোঁয়া থাকে না। সন্ধ্যার হাওয়ায় ওর হাতের তলায় হাঁটুর ওপর খবরের কাগজটা পড়ে আছে। ওর দুই পা খালি।

ছেলেটা বুড়োকে ওইভাবে রেখেই চলে গেল আর অনেকক্ষণ বাদে যখন ফিরে এল, বুড়ো তখনও ঘুমোচ্ছে। ছেলেটা বুড়োর হাঁটুর ওপর হাত রেখে বলল, 'বুড়ো ওঠ, তোমার জন্যে রাতের খাবার এনেছি।' বুড়ো চোখ খুলে তাকাল যেন অনেক দূর থেকে ফিরে এল। তারপর একটু হেসে বলল, 'আমার খিদে নেই।'

'এস না, খাও। না খেয়ে তুমি মাছ ধরতে পারবে না।'

বুড়ো চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, তারপর খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রাখল। কম্বলটা ভাঁজ করতে করতে বলল, না, খেয়ে কত মাছ ধরতে গেছি।'

ছেলেটা বলল, 'কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে রাখ। আমি যতদিন বেঁচে আছি, তুমি না খেয়ে মাছ ধরতে যেতে পারবে না।'

'তা' হলে তুমি দীর্ঘজীবী হও। আর নিজের খেয়াল রেখ।' বুড়ো বলল, 'আজ আমরা কী খাচ্ছি?'

'ভাত, বীনস, কলা ভাজা আর স্টু।'

www.pathagar.com

চত্বরের দোকান থেকে ছেলেটা একটা দু কৌটোর টিফিন বাক্সে করে খাবারটা এনেছে। কাগজে মোড়া দু সেট কাঁটা চামচ ছুরিও ওপর পকেট থেকে বের করেছে। বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কার কাছ থেকে আনলে?'

'দোকানের মালিক, মার্টিনের কাছ থেকে।'

'তা হলে তো ওকে ধন্যবাদ দিতে হয়।'

'আমি ওকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। তোমাকে আর ওকে ধন্যবাদ দিতে হবে না।'

'একটা বড় মাছের পেটি ওকে দেবো। ও আমাদের জন্য আগেও এ রকম করেছে না?'

'হ্যাঁ, কয়েকবার।'

'তাহলে তো ওকে মাছের পেটি ছাড়া আরও অনেক কিছু দিতে হয়। ও সত্যিই আমাদের জন্যে ভাবে।'

'ও দুটো বিয়ারও পাঠিয়েছে।'

'আমি ক্যান-এ বিয়ার খেতে ভালবাসি।'

'জানি, কিন্তু ও তো বোতলে বিয়ার পাঠিয়েছে। বোতল দুটো ফেরত দিতে হবে।'

'তুমি খুব ভালো ছেলে। এখন এস, আমরা খেতে বসি।'

ছেলেটা নরম করে বলল, 'আমি তো তখন থেকে তোমাকে বলছি। তা তুমি তৈরি না হলে তো টিফিন বাক্স খুলতে পারি না?'

'ঠিক আছে, এখন আমি তৈরি। শুধু হাত মুখ ধোবার জন্য একটু সময় চাই।'

ছেলেটা ভাবল, বুড়ো কোথায় মুখ হাত ধোয়? গাঁয়ের জলের কল তো দুরাস্তা দূরে। বুড়োর জন্য এখানেই জলের ব্যবস্থা করলে হয়, সঙ্গে সাবান আর একটা ভালো তোয়ালে। কেন আমি আগে এসব ভাবিনি? একটা শার্ট আর এই শীতকালের জন্য একটা গরম জ্যাকেট, আর একটা কম্বল আর এক জোড়া জুতোও বুড়োর দরকার।

বুড়ো বলল, 'তোমার স্টু-টা দারুণ হয়েছে।'

'এবার আমাকে বেসবল খেলার কথা বল।' ছেলেটা বলল।

বুড়ো খুশি মনে বলল, 'আমেরিকান লিগে ইয়াঙ্কিজ টিমটাই সেরা।'

www.pathagar.com

'ওরা তো আজ হেরে গেছে।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। দি মাজ্জিও কত বড় খেলোয়াড় বল?'

'টিমে তো আরো খেলোয়াড় আছে।'

'তা তো থাকবেই, কিন্তু দি মাজ্জিও-র খেলাই আলাদা। অন্য লিগ ম্যাচে ব্রুকলীন আর ফিলাডেলফিয়ার খেলায় আমি কিন্তু ব্রুকলীনকেই বেছে নেব। অবশ্য ডিক সিসলার আর ওর সেই বিখ্যাত হিটগুলোর কথাও ভাবি।'

'ওদের মতো খেলোয়াড় আর হয় না। ওর মতো লম্বা হিট করতে আমি আর কাউকেই দেখিনি।'

'তোমার মনে আছে, ও যখন এই চত্বরে এসে বসত? ওকে আমার সঙ্গে মাছ ধরতে নিয়ে যাবার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ওকে বলতে ভরসা পাইনি। তোমাকেও তো বলেছিলাম ওকে বলতে, কিন্তু তুমিও তো ওকে বলতে সাহস পাওনি।'

'জানি, ওটা আমাদের মস্ত বড় ভুল ছিল। বললে হয়তো ও আমাদের সঙ্গে যেত, আর তাহলে আমাদের জীবনে এটা একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকতো।'

'দি মাজ্জিওকে সঙ্গী করে মাছ ধরতে যেতে খুব ইচ্ছে করে।' বুড়ো বলল, 'জানো তো, লোকে বলে ওর বাবা নাকি আমাদের মতনই মেছুড়ে ছিল আর হয়তো ওরা আমাদের মতোই গরিব ছিল আর তাই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতো।'

www.pathagar.com

'সিসলারের বাবা কিন্তু মোটেই গরিব ছিল না, আর আমাদের বয়সেই ওর বাবা লিগে খেলত।'

'তোমার বয়সে আমি একটা পাল তোলা জাহাজের মাস্তুলের সামনে, আর আফ্রিকায় গিয়ে সন্ধেবেলা সমুদ্রের তীরে সিংহও দেখেছি।'

'জানি, তুমি তো বলেছ।'

'আমরা কি এখন আফ্রিকা, না বেসবল নিয়ে কথা বলব?'

'বেসবলের কথা বল', ছেলেটা বলল, 'আমাকে বিখ্যাত জন জে ম্যাকগ্র-র কথা বল।'

'এই চত্বরে তো ম্যাকগ্র-ও এসে বসত তখনকার দিনে। কিন্তু ও ছিল খুব কড়া মেজাজের, কর্কশভাষী আর মদ পেটে পড়লে তো কথাই নেই। ও বেসবলও খেলত আবার ঘোড়ার রেসও খেলত। পকেটে রেসের বই, তাতে সব ঘোড়ার নাম লেখা আর প্রায়ই টেলিফোনে ঘোড়ার নাম ধরে বাজী খেলত।'

'আমার বাবা কিন্তু বলেন ও যে ও নাকি সবচেয়ে ভালো টিম ম্যানেজার ছিল।' ছেলেটা বলল।

'আরে ও এখানে ঘনঘন আসতো বলেই সবাই ওকে চিনত। যদি দুরোচের প্রতি বছর এখানে আসত, তাহলে তোমার বাবা ওকেই শ্রেষ্ঠ ম্যানেজার বলত।'

'তাহলে তোমার মতে কে সবচেয়ে ভালো ম্যানেজার ছিল, লুকে, না, মাইক গনসালেস?'

'আমার মনে হয়, ওরা দুজনেই সমান সমান।'

'আর সবচেয়ে বড় মেছুড়ে হলে তুমি।'

'আরে না না, আমার চেয়েও অনেক ভালো মেছুড়ে আছে।'

ছেলেটা বলল, 'মেছুড়ে অনেক আছে, ভালোও আছে, নামকরাও আছে। কিন্তু তুমি তুমিই, তোমার মতো কেউ নেই।'

'ধন্যবাদ, তোমার কথা শুনে খুশি হলাম। আশা করব, এমন মাছ নিশ্চয়ই গাঁথব না যে তোমার ধারণা ভুল প্রমাণ করবে।'

'এমন কোনো মাছই নেই যে তোমার গায়ের জোরের সঙ্গে পারবে।'

'মনে হয় আমার গায়ের জোর আর আগের মতো নেই', বুড়ো বলল, 'কিন্তু অনেক কায়দা আমার জানা আছে আর তাছাড়া আমার মনের জোর আছে।'

www.pathagar.com

'ঠিক আছে, এখন তুমি শুতে যাও, যাতে কাল সকালবেলা শরীরটা ঝরঝরে থাকে। আমি তাহলে জিনিসগুলো চত্বরে নিয়ে যাচ্ছি।'

'শুভ রাত্রি। কাল সকালে আমি তোমাকে জাগিয়ে দেব।'

'তুমি তো আমার অ্যালার্ম ঘড়ি।'

'বয়েসটাই আমার অ্যালার্ম ঘড়ি,' বুড়ো বলল, 'আচ্ছা,বুড়ো মানুষদের খুব ভোরবেলায় ঘুম ভাঙে কেন বলতো? একটা লম্বা দিন পাবার জন্যে?'

'আমি জানি না,' ছেলেটা বলল, 'আমি কেবল জানি যে অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরা অনেক বেলা অবধি গভীর ঘুমোয়।'

'ঠিক বলেছ। তাহলে তোমায় সময় মতোই জাগিয়ে দেব, কেমন?'

'আমাদের নৌকার লোকটা আমার ঘুম ভাঙায়, এটা আমার মোটেই ভালো লাগে না। মনে হয় আমি যেন ওর চেয়ে নিকৃষ্ট।'

'আমি জানি।'

'ঠিক আছে বুড়ো, ভালো করে ঘুমোও।'

ছেলেটা চলে গেল। ওর টেবিলে কোনো আলো ছিল না। বিনা আলোতেই ওরা খাওয়া সেরেছিল, আর তাই বুড়ো অন্ধকারেই প্যান্ট ছেড়ে নিল প্যান্টটা গুটিয়ে খবরের কাগজটা ভেতরে গুঁজে বালিশের মতো করে নিল আর অন্য পুরোনো খবরের কাগজ বিছানো চারপাইটার ওপর কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ও ঘুমিয়ে পড়ল আর স্বপ্নের মধ্যে তলিয়ে গেল। ও চলে গেছে আফ্রিকায়, সেই অল্পবয়সের ছেলেটা, আর দীর্ঘ সোনালি তটভূমি, আর শ্বেতশুভ্র তটভূমি, এত সাদা যে তাকিয়ে থাকলে চোখ ব্যথা করে, আর সেই উঁচু অন্তরীপ, তার সুউচ্চ বাদামি পাহাড়। ও সেই তটভূমিতে প্রতি রাতে চলে যায় আর স্বপ্নের গভীরে শোনে শুধু ঢেউ ভাঙার গর্জন। ও দেখে সেই ঢেউ ভেঙে আদিবাসীরা তাদের নৌকা বেয়ে আসে। ও ঘুমের ভেতর আলকাতরা আর দড়ির ফেঁসোর গন্ধ পায় আর ভোরের হাওয়ায় বয়ে আসা আফ্রিকার ঘ্রাণ ওর তন্দ্রার গভীরে ওকে আকুল করে তোলে।

সাধারণত যখনই ও স্বপ্নে ভোরের হাওয়ার গন্ধ পায়, তখনই ওর ঘুম ভেঙে যায় আর তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিয়ে ও ছেলেটাকে জাগাতে

www.pathagar.com

যায়। কিন্তু আজ যখন ও শেষ রাতে ভোরের হাওয়ার গন্ধ পেল ও বুঝতে পারল স্বপ্নের মধ্যে হাওয়াটা আজ বেশি আগেই এসে গেছে, তাই ও স্বপ্নকে আঁকড়ে রইল আর সাগরের বুক ঠেরে জেগে ওঠা দ্বীপগুলোর উঁচু চুড়ো আর ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের বন্দরগুলো আর রাস্তাঘাট দেখতে থাকল।

এখন আর ও ঝড়ের স্বপ্ন দেখে না। ওর স্বপ্নে নারী নেই, উল্লেখযোগ্য বড় ঘটনা নেই, বিশাল মাছ নেই, মারামারি বা গায়ের জোরের লড়াই নেই, এমনকি ওর বউ-ও নেই। ও এখন নানা জায়গার স্বপ্ন দেখে, আর সমুদ্রতটে সিংহের স্বপ্ন দেখে। সিংহেরা সূর্যাস্তের রঙিন আলোয় বাচ্চা বেড়ালের মতো খেলা করে। ও তাদের ভালবাসে, যেমন ভালবাসে ছেলেটাকে। কিন্তু ও কখনও ছেলেটার স্বপ্ন দেখে না। ঘুম ভেঙে গেলে ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল, খোলা দরজা দিয়ে আকাশের চাঁদটাকে দেখল, তারপর গোটানো প্যান্টটা টেনে নিয়ে পরে ফেলল। তারপর চালার বাইরে এসে প্রাতঃকৃত্য সেরে ছেলেটাকে ডাকতে গেল। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওর কাঁপুনি লেগেছে, কিন্তু ও জানে যে, কাঁপতে কাঁপতেই ওর শরীর গরম হয়ে যাবে আর তাছাড়া আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তো ওকে নৌকা বাইতে হবে।

ছেলেটার বাড়ির ভেজানো দরজা খুলে বুড়ো খালি পায়ে নিঃশব্দে ঘরের ভেতরে ঢুকল। মরা চাঁদের বিবর্ণ জ্যোৎস্নায় ছেলেটা ঘুমোচ্ছে

www.pathagar.com

একটা খাটে, নিঃসাড়ে। বুড়ো হালকামুঠোয় ছেলেটার একটা পা ধরে নাড়া দিল। ছেলেটা ঘুম ভেঙে বুড়োর দিকে তাকাল।বুড়ো মাথা নাড়তেই ছেলেটা চেয়ারে রাখা প্যান্টটা নিয়ে বিছানায় বসে বসেই পরে ফেলল। তারপর বুড়োর পেছন পেছন ঘুম জড়ানো চোখে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বুড়ো ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'এত ভোরে তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত।

ছেলেটা বলল, 'ঠিক আছে, তুমি তোমার কর্তব্য করেছ।'

রাস্তা ধরে নিচের দিকে এসে ওরা বুড়োর চালাটায় ঢুকলো। সারা রাস্তায় তখন অন্ধকারেই নগ্নপদ মেছুড়েরা তাদের নৌকার পাল জড়ানো মাস্তুলগুলো বয়ে নিয়ে চলেছে।

বুড়োর চালায় ঢুকে ছেলেটা সুতোর বান্ডিলের বাক্সটা, হারপুন আর কোঁচটা নিল আর বুড়ো কাঁধে তুলে নিল পালজড়ানো মাস্তুলটা।

ছেলেটা। জিজ্ঞেস করল,. 'কফি খাবে?'

'আগে এই সরঞ্জামগুলো নৌকায় রেখে আসি, তারপর।'

ভোরবেলায় মেছুড়েদের জন্যে খোলা একটা দোকানে গিয়ে ওরা জমানো দুধের কৌটোয় ঢালা কফি খেল।

ছেলেটা শুধালো, 'রাতে কেমন ঘুমিয়েছ বুড়ো?' ওর নিজের চোখ তখনও ঘুম জড়ানো, যদিও ও আস্তে আস্তে পুরো জেগে উঠছে।

'খুব ভালো ঘুমিয়েছি মানোলিন,' বুড়ো বলল, 'আজ আমি আত্মবিশ্বাসী, মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে।'

'আমারও তাই বিশ্বাস', ছেলেটা বলল, 'যাই, তোমার আর আমার জন্যে সার্ডিন মাছ আর তোমার তাজা টোপগুলো নিয়ে আসি। আমার নৌকার লোকটা তো নিজের সরঞ্জাম নিজেই বয়ে নিয়ে আসে, ওর চায় না আর কেউ সেগুলোতে হাত দিক।'

'আমরা অন্যরকম,' বুড়ো বলল, 'তোমার পাঁচ বছর বয়েস থেকে আমি তোমাকে আমার জিনিসপত্র বইতে দিয়েছি।'

'আমি জানি', ছেলেটা বলল, 'আমি এক্ষুনি আসছি, ততক্ষণে আরও একটা কফি খাও। দোকানে আমাদের নামে খাতা আছে।'

ছেলেটা খালি পায়েই প্রবাল স্তূপের ওপর দিয়ে বরফ ঘরের দিকে হেঁটে গেল, ওখানে মাছের টোপগুলো রাখা আছে।

www.pathagar.com

বুড়ো ওর কফিটা খুব ধীরে খাচ্ছিল। ও জানে, যে এটাই ওর সারাদিনের খাওয়া আর তাই এটা ওর প্রয়োজন। অনেক দিন ধরেই খাওয়া ব্যাপারটা ওর কাছে বিরক্তিকর আর ও কখনও খাবার নিয়ে বেরোয় না। এক বোতল জল ওর নৌকার গলুইতে রাখা থাকে আর সেটাই ওর সারাদিনের প্রয়োজন মেটায়।

ছেলেটা সার্ডিন মাছ আর কাগজে মোড়া টোপ দুটো নিয়ে এল আর ওরা নুড়িপাথর ভর্তি বালির ওপর দিয়ে হেঁটে নৌকাটার কাছে গেল। তারপর নৌকাটা তুলে টানতে টানতে জলে ভাসিয়ে দিল।

'বুড়ো তোমার শুভ হোক।'

'তোমারও,' বুড়ো বলল। বৈঠার দড়িগুলো ও নৌকার দুপাশে গোঁজের সঙ্গে বেঁধে ফেলল, তারপর সামনে ঝুঁকে বৈঠায় চাড় দিয়ে অন্ধকারের মাঝেই নৌকা বেয়ে এগিয়ে গেল। আশেপাশে অন্য নৌকার বৈঠা ফেলার ঝপাঝপ শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু চাঁদ পাহাড়ের আড়ালে নেমে যাওয়ায় ওগুলোকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না।

কখনও হয়তো কোনো নৌকায় কেউ কথা বলছিল, কিন্তু বৈঠার শব্দ ছাড়া বেশির ভাগ নৌকাই চুপচাপ। খাঁড়ির মুখ থেকে বেরিয়ে সবাই যে যার নিজের পছন্দ মতো মাছ ধরার জায়গা বেছে নিতে বার সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ল। বুড়ো তো ঠিকই করেছে যে, আজ ও সমুদ্রের অনেক ভেতরে চলে যাবে, তাই ও ডাঙার গন্ধ পেছনে ফেলে বৈঠা বাইতে বাইতে ভোর ভোর সকালের সমুদ্রের টাটকা গন্ধের ভেতর ঢুকে গেল। যেখানে সমুদ্র হঠাৎ ঢালু হয়ে সাতশ' বাঁও গভীর, মেছুড়েরা যে জায়গাটাকে বিশাল কুয়ো বলে থাকে, আর যেখানে সমুদ্রের একেবারে তলায় খাড়া দেয়ালে ধাক্কা খাওয়া স্রোতের ঘূর্ণিতে নানা ধরনের মাছের জমায়েত, সেইখানে বাইতে বাইতে বুড়ো দেখে উপসাগরের আগাছার ফসফরাসের দীপ্তি। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে শলা চিংড়ি আর টোপের মাছের ভিড়, কখনও বা রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের গভীর গর্ত থেকে উঠে আসা স্কুইডের ঝাঁক আর এইসব মাছ খেতে আসা বড় মাছেদের ঘোরাফেরা।

অন্ধকারেই বুড়ো অনুভব করে ভোর হয়ে আসছে, আর বাইতে বাইতে শোনে উড়ুক্কু মাছের শক্ত ডানায় জলের ঝাপটার শব্দ আর

www.pathagar.com

জল ছেড়ে উঠে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া। উড়ুক্কু মাছকে ও সত্যিই ভালবাসে কারণ বিশাল সমুদ্রে ওরাই ওর প্রকৃত বন্ধু। পাখিদের জন্যে ওর কষ্ট হয়, বিশেষ করে ছোট, কোমল কালো শংখচিল জাতের পাখিদের জন্যে, যেগুলো সারাদিন খালি ওড়ে আর খাবার খোঁজে। ও ভাবে, 'আমাদের চেয়েও পাখিদের বড় কষ্টের জীবন, অবশ্যই ডাকাত পাখি আর ভারী শক্তপোক্ত পাখিগুলো বাদে। সমুদ্রের সোয়ালো পাখির মতো এত নরম কোমল পাখি কেন সৃষ্টি করা হয়েছে, যখন সমুদ্র এত নিষ্ঠুর হতে পারে? সমুদ্র দয়ালু, সমুদ্র খুব সুন্দর, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ সমুদ্র এমন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে, অথচ এই পাখিগুলো, উড়ছে, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ছোঁ মেরে শিকার করছে, এদের বিষণ্ন, সরু গলার ডাক, সমুদ্রের কর্কশতার তুলনায় এরা কত কোমল, কত অসহায়।'

স্প্যানিশ ভাষায় সমুদ্রকে লোকেরা ভালবেসে 'লা মার' বলে ডাকে। বুড়োও তাই ভাবে। ভালবাসলেও কখনও কখনও ওরা সমুদ্র সম্বন্ধে খারাপ খারাপ কথা বলে, যেন কোনো মেয়েকে বলছে। কিছু কিছু কম বয়সি মেছুড়ে, যারা শার্ক মাছের লিভার বিক্রি করে ভালো পয়সা কামিয়ে মোটর বোট কিনেছে আর মাছ ধরার সুতোয় ফাৎনা ব্যবহার করে, ওরা সমুদ্রকে পুরুষ মনে করে আর স্প্যানিশে 'এল মার' বলে সমুদ্রকে অভিহিত করে। ওরা সমুদ্রকে ওদের প্রতিযোগী, কখনও বা শত্রু মনে করে। কিন্তু বুড়ো সব সময় সমুদ্রকে নারীর মতোই ভাবে, যে নারী নিজেকে দুহাত ভরে উজাড় করে দিতে জানে, আর কখনও যদিও বা সেই নারী রূঢ় কর্কশ হয়ে ওঠে, তা নেহাৎ পারে না বলেই। ও ভাবে, নারীর ওপর যেমন চাঁদের প্রভাব পড়ে, সমুদ্রের বেলায়ও তাই।

ও বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে দাঁড় বাইছে, কারণ ও গতি বাড়ায়নি বলে জোর খাটাতে হচ্ছে না। সমুদ্রের ওপরটা প্রায় সমতল, কেবল মাঝে মাঝে স্রোতের ঘূর্ণি উঠছে। ও স্রোতের অনুকূলে দাঁড় বাইছে আর যখন অন্ধকার কেটে গিয়ে প্রথম আলোর রেখা ফুটে উঠেছে আকাশে, তখন ও বুঝতে পারল এইটুকু সময়ে ওর যতদূর আসার কথা, তার চেয়ে বেশিই বার সমুদ্রে এসে পড়েছে।

www.pathagar.com

ও ভাবছে, 'আমি গত এক সপ্তাহ ওই বিশাল কুয়োর গভীরে সুতো ফেলেছি, কিন্তু একটা মাছও পাইনি। আজ আমি আরও অনেক দূরে চলে যাব, যেখানে বনিতা আর অ্যালবাকোরে মাছের ঝাঁক আর হয়তো সেখানে ওদের মাঝে একটা বিশাল মাছও থাকতে পারে।

পুরোপুরি ফর্সা হওয়ার আগেই ও টোপ গেঁথে বড়শি সুতো ফেলল আর স্রোতের মুখে এগিয়ে চলল। একটা টোপ ঝুলছে চল্লিশ বাঁও জলে, দ্বিতীয়টা পঁচাত্তর বাঁও জলে আর তৃতীয় ও চতুর্থ টোপ দুটো একশ' আর একশ' পঁচিশ বাঁও গভীরে। প্রতিটি টোপ এমনভাবে গাঁথা যে বড়শির কোনো অংশই বাইরে বেরিয়ে নেই, তাজা সার্ডিন মাছ দিয়ে পুরোটা ঢাকা। সার্ডিন মাছের দু চোখের ভেতর দিয়ে বড়শি এমনভাবে গাঁথা,

www.pathagar.com

যেন লোহার বড়শিতে মালা ঝুলছে আর বিশাল প্রকাণ্ড মাছ এলে কেবল মিষ্টি মিষ্টি গন্ধওয়ালা সুস্বাদু খাবারই দেখতে পাবে, ভেতরে বড়শি আছে টেরও পাবে না।

ছেলেটা দুটো তাজা তুনা মাছ বা অ্যালবাকোরে মাছের টোপ দিয়েছিল, সে দুটো সবচেয়ে গভীরে ফেলা দুটো বড়শিতে ভারী সিসের মতো ঝুলছে। বাকি দুটোর একটাতে একটা নীল রঙের, আর একটাতে হলদে রঙের নকল মাছ ঝুলছে, ওগুলো আগেও ব্যবহার করা হয়েছে আর এখনও ভালো অবস্থাতেই আছে। এছাড়া তাজা সার্ডিন মাছ আটকে দেওয়াতে গন্ধও হয়েছে, লোভনীয়ও হয়েছে। পেন্সিল-এর মতো মোটা প্রতিটি সুতো একটা করে সবুজ রঙের ছিপে ফাঁস দিয়ে আটকানো যাতে টোপে একটু টান পড়লে বা ছোঁয়া লাগলেই ছিপের ডগাটা বেঁকে যাবে। প্রতিটি সুতোর সঙ্গে চল্লিশ গজ সুতোর বান্ডিল লাগোনো আছে, ওগুলো আবার অতিরিক্ত বান্ডিলের সঙ্গে গিঁট দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে, যাতে করে দরকার পড়লে তিনশো গজ সুতো ছেড়ে মাছকে খেলানো যেতে পারে।

বুড়ো তিনটে ছিপের দিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে নৌকা বাইতে থাকে, যাতে সুতো একদম খাড়া জলের নিচে সঠিক গভীরতায় ঝুলে থাকে। অন্ধকার পুরো কেটে গিয়ে আলো হয়ে গেছে, যে কোনো মুহূর্তে সূর্য উঠতে পারে।

সমুদ্র থেকে হালকা সূর্য উঠল আর বুড়ো দেখতে পেল দূরে আরও কয়েকটা নৌকা, দিগন্তের দিকে, ডাঙার কাছাকাছি, স্রোতের টানে টানে ছড়িয়ে পড়েছে। এবার সূর্য আরও উজ্জ্বল হলো আর জলের ওপরে রোদ ঝলকাতে লাগল। সেই ঝলক ওর চোখে পড়ায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল আর তাই বুড়ো চোখ ফিরিয়ে নৌকা বাইতে লাগল। জলের গভীরে অন্ধকারে সুতোগুলো ঝুলছে, বুড়ো ওগুলোকে এমনভাবে সোজা রাখছে, যাতে সমুদ্রের তলায় স্রোতের অন্ধকার গভীরে যেখানে বড় মাছেরা ঘুরে বেড়ায়, তাদের মুখের সামনে টোপগুলো ঝুলে থাকে। অন্য মেছুড়েরা স্রোতের টানে সুতোগুলো ভেসে যেতে দেয়, তার ফলে ওরা যখন ভাবে সুতোগুলো একশ' বাঁও জলের তলায় ঝুলছে তখন কিন্তু আসলে সুতোগুলো মাত্র ষাট বাঁও জলের তলায়।

www.pathagar.com

বুড়ো ভাবছে, আমি তো ওগুলো নিখুঁতভাবে ফেলে রাখি, কিন্তু এখন তো আমার কপাল ভালো যাচ্ছে না। তবে কে বলতে পারে হয়তো আজই আমার ভাগ্য খুলতে পারে। প্রতিদিনই তো নতুন একটা দিন। আমি আমার কাজ নিখুঁতভাবে করে যাব, কারণ ভাগ্য যদি আমার সহায় হয়, তখন যেন আমি প্রস্তুত থাকতে পারি।

সূর্য দু'ঘণ্টায় আরও ওপরে উঠেছে আর এখন পুব দিকে তাকালে চোখে রোদ লেগে কষ্ট হচ্ছে না। এখন আর মাত্র তিনটে নৌকা দেখা যাচ্ছে, আর ওগুলোকে ডাঙার দিকে অনেক নিচুতে বলে মনে হচ্ছে।

বুড়ো ভাবছে, সারাটা জীবন সকাল বেলার সূর্য আমার চোখকে কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু তবু আমার চোখ এখনও ভালো। বিকেলের সূর্যের দিকে আমি এখনও সোজাসুজি তাকাতে পারি, আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় না। বিকেলের রোদও খুব প্রখর, কিন্তু সকাল বেলার রোদে চোখ ব্যথা করে।

ঠিক সেই সময়েই ওর চোখে পড়ল একটা 'ম্যান অব ওয়ার' পাখি তার লম্বা কালো ডানায় ভর করে ঠিক সামনেই আকাশে পাক খাচ্ছে। পাখিটা ডানা গুটিয়ে তীরের মতো সোজা জলে ছোঁ মারল, সঙ্গে সঙ্গেই আবার ওপরে উঠে আকাশে পাক খেতে লাগল।

বুড়ো নিজের মনেই বিড়বিড় করল, 'পাখিটা নিশ্চয়ই কিছু দেখেছে।' ও ধীরে ধীরে নৌকাটা বাইতে বাইতে পাখির দিকেই এগোতে লাগল। সুতোগুলো সোজা রেখে ও ধীরে ধীরে বাইছে, যদিও পাখিটার দিকে চোখ

www.pathagar.com

রেখে আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি ও স্রোতের মধ্যে সুতোগুলোকে কাছাকাছি নিয়ে এল। ততক্ষণে পাখিটা আরও উঁচুতে উঠে গেছে আর ডানা না নাড়িয়ে আকাশে পাক খাচ্ছে। তারপরেই পাখিটা তীরের মতো ছোঁ মারল আর বুড়ো দেখল, উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক জলের ওপরে উঠেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। 'ডলফিন,' বুড়ো চেঁচিয়ে উঠল, 'বড় ডলফিন'।

ও বৈঠা তুলে ফেলল আর গলুই থেকে একটা তার লাগানো মাঝারি বড়শি বাঁধা ছোট সুতো নিয়ে তাতে একটা সার্ডিন মাছের টোপ গেঁথে নৌকার পাশ ঘেঁষে জলে ফেলল আর সুতোর আরেক প্রান্ত নৌকার পেছনের দিকে একটা আংটার সঙ্গে বেঁধে ফেলল। তারপর আর একটা সুতোর বড়শিতেও টোপ গেঁথে নৌকার পাটাতনের নিচে ছায়ায় রেখে দিল। লম্বা ডানাওয়ালা কালো পাখিটা এখন জলের কাছাকাছি উড়ছে আর ও পাখিটার দিকে নজর রেখে আবার নৌকা বাইতে শুরু করল।

বুড়ো দেখল, পাখিটা আবার ডানা মুড়ে জলে ছোঁ মারল, কিন্তু পরক্ষণেই জল থেকে উঠে পড়ে ডানা ঝাড়তে লাগল আর উড়ুক্কু মাছের ঝাঁকের পেছন পেছন উড়তে লাগল। ও মাছ ধরতেই পারছে না, কারণ জলের ওপরটা ফুলে ফুলে ওঠা দেখে বোঝা যাচ্ছে ঠিক তলায় ডলফিনগুলো রয়েছে আর উড়ুক্কু মাছের ঝাঁকটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ডলফিনের ঝাঁকটা বেশ বড় মনে হচ্ছে আর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এত দ্রুতগতিতে মাছের ঝাঁকটাকে তাড়া করেছে যে, উড়ুক্কু মাছগুলোর আর কোনো আশাই নেই। পাখিটারও কোনো আশা নেই, কারণ মাছগুলো ওর পক্ষে বড্ড বড় আর অসম্ভব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

বুড়ো দেখছে মাছের ঝাঁকটা ক্রমাগত জল ছেড়ে ওপরে উঠছে আর ছড়িয়ে পড়ছে আর পাখিটা ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে। ও ভাবছে, মাছের ঝাঁকটা আমার কাছ থেকে খুব দ্রুতবেগে সরে যাচ্ছে আর দূরে চলে যাচ্ছে। কি জানি, হয়তো ছিটকে আসা এক আধটা মাছ আমার নৌকায় উড়ে এসে পড়তেও পারে, হয়তো আমার বড় মাছটাও ওদের আশেপাশেই আছে। কোথাও তো নিশ্চয়ই আছে।

এতক্ষণে দিগন্তে ডাঙার উপর ঝুলে থাকা মেঘগুলো পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছে আর তটরেখাটা একটা লম্বা সবুজ রেখার মতো লাগছে, পেছনে ছাইছাই নীল রঙের পাহাড়গুলো।

www.pathagar.com

জলের রঙ মনে হচ্ছে গাঢ় নীল, এত গাঢ় যে, প্রায় বেগুনি-নীল-এর মতো। ও জলের ওপর ঝুঁকে ভেতরে তাকাল, দেখল, কালো জলের গভীরে সূর্যের আলোর অদ্ভুত আভা আর লালচে অণুকোষী (প্যাঙ্কটন)-র ঝাঁক। ও দেখল, ওর ফেলা সুতোগুলো সোজা জলের গভীরে দৃষ্টির আড়ালে নেমে গেছে আর প্রচুর পরিমাণে অণুকোষী দেখে বুঝল এখানে মাছ আছে। জলের ভেতর সূর্যের আলোর যে অদ্ভুত আভা আর ডাঙার ওপর ঝুলে থাকা মেঘের যে চেহারা, তার থেকে বোঝা যায়, আবহাওয়া ভালো, পরিষ্কার। কিন্তু এতক্ষণে পাখিটা প্রায় দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে আর জলের ওপরে কিছু বিক্ষিপ্ত রোদ-ঝলসানো হলদে সারগোসা শ্যাওলা আর নৌকার খুব কাছেই ভেসে থাকা একটা পর্তুগীজ ম্যান-অফ-ওয়ার-এর কালচে বেগুনি চটচটে আঠালো রামধনু রঙের থলিটা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। ওটা একবার ওল্টাচ্ছে, একবার সোজা হচ্ছে, তলায় প্রায় দুহাত লম্বা মারাত্মক ডাঁটিগুলো ঝুলছে।

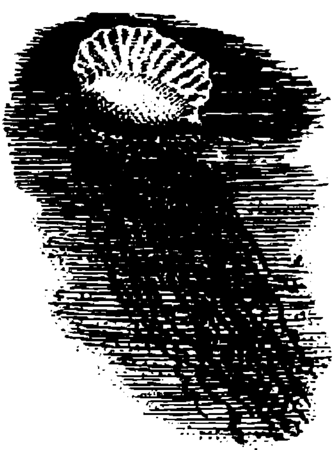

বুড়ো স্বগতোক্তি করল, 'হারামজাদি, নষ্ট মাগি।'

বৈঠার ওপর হালকা ভর রেখে বুড়ো জলের ভেতর তাকিয়ে দেখল, খুব ছোট্ট ছোট্ট একই রঙের মাছ ওই বিষাক্ত ডাঁটিগুলো, যেগুলো সুতোর মতো ঝুলছে, তার মধ্যে দিয়ে আর থলিটার তলায় তলায় সাঁতরে বেড়াচ্ছে। ওরা নিরাপদ, কারণ ওদের গায়ে বিষ লাগে না। কিন্তু ওই বিষের হাত থেকে মানুষের রেহাই নেই। বুড়ো নিজেই এই কথা জানে, কারণ মাছ ধরতে গিয়ে যখন সুতোয় ওই চটচটে পেছল বেগুনি নরম ডাঁটিগুলো জড়িয়ে যায়, তখন সুতো টানবার সময় হাতে, শরীরে ওই বিষাক্ত ডাঁটিগুলো লেগে যায় আর বিষাক্ত আইভি লতা বা বিষাক্ত ওক গাছের মতোই বিষের ক্রিয়ায় ফুলে ওঠে আর ঘা হয়ে যায়। আর এই নষ্ট মাগির বিষটা চাবুকের মতো আঘাত করে আর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

এই সাতরঙা থলিগুলো দেখতে অপূর্ব সুন্দর। কিন্তু সমুদ্রের সর্বকিছুর মধ্যে এই সৌন্দর্যই সবচেয়ে মেকি। আর তাই বুড়ো খুব খুশি হয় যখন দেখে যে, সামুদ্রিক কচ্ছপগুলো ওগুলো খাচ্ছে। কচ্ছপগুলো এই থলিগুলো দেখে, সোজাসুজি সামনে থেকে আক্রমণ করে, চোখ বন্ধ করে খোলার মধ্যে শরীর ঢুকিয়ে কেবল হাঁ করে ডাঁটিটাটি সুদ্ধ থলিগুলোকে গিলে নেয়। কচ্ছপের এই খাওয়া দেখতে বুড়োর খুব ভালো লাগে আর ঝড়ের পরে সমুদ্রের তীরভূমিতে পড়ে থাকা এই থলিগুলোর ওপর ওর শক্তগোড়ালি ফেলে ফেলে হাঁটতে আর থলিগুলো ফট করে ফেটে যাওয়ার শব্দ শুনতেও ওর খুব ভালো লাগে।

সবুজ রঙের কচ্ছপগুলোকে ও দারুণ ভালবাসে, আর বাজপাখির মতো ঠোঁটওয়ালা সুন্দর, দ্রুতগতি, দামি পাখিগুলোকে ও খুব ভালবাসে। আর যে বিশাল বিশাল মাথা মোটা, বোকা, হলদে রঙের শক্ত খোলওয়ালা কচ্ছপগুলো, যেগুলো চোখ বুজে পর্তুগীজ ম্যান-অফ-ওয়ারগুলোকে খায় আর অদ্ভুতভাবে যৌনক্রিয়া করে, সেগুলোকে ও অবজ্ঞার চোখে দেখে।

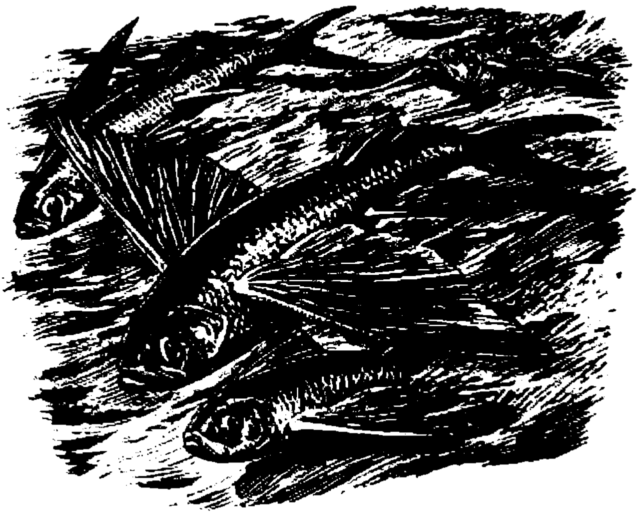

যদিও অনেক বছর ধরে ও কচ্ছপ ধরার নৌকায় কাজ করেছে, তবু এই কচ্ছপগুলো সম্পর্কে কোনো অলৌকিক মতবাদে ও বিশ্বাস করেনা।

www.pathagar.com

বরং ওদের জন্য ওর দুঃখই হয়, এমনকি ওর নৌকার মতো বড় আড়াইমণ ওজনের কচ্ছপগুলোর জন্যেও। বেশির ভাগ মানুষই এই কচ্ছপগুলোর ব্যাপারে হৃদয়হীন, কারণ এগুলো মেরে, কেটে, টুকরো টুকরো করার পরেও এদের হৃৎপিণ্ড কয়েকঘণ্টা ধরে ধুকধুক করতে থাকে। কিন্তু বুড়ো ভাবে, আমার হৃৎপিণ্ডও তো ওদের মতোই, এমনকি আমার হাত-পা-ও। মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বুড়ো ওদের সাদা সাদা ডিমগুলো খেয়ে শক্তি সঞ্চয় করে, যাতে সত্যিকারের বড় মাছ ধরার মতো গায়ে জোর হয়। যে চালাঘরটায় বেশির ভাগ মেছুড়ে তাদের মাছ ধরার সরঞ্জামগুলো রাখে, সেখানে একটা বড় ড্রাম হাঙরের লিভার-তেলে ভর্তি থাকে, তার থেকে ও রোজ এক কাপ করে নিয়ে খায়। ওগুলো সব মেঝুড়েদেরই জন্যই রাখা থাকে। বেশির ভাগ মেছুড়ে অবশ্য ওই তেলের স্বাদ পছন্দ করে না। কিন্তু বুড়ো জানে যে এই তেল সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জার হাত থেকে বাঁচায়, এছাড়া দৃষ্টিশক্তিও ভালো রাখে।

বুড়ো আবার আকাশের দিকে তাকায় আর দেখে যে পাখিটা আবার চক্রাকারে ঘুরছে।

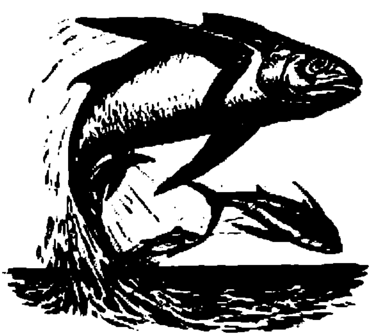

বুড়ো বলে ওঠে, 'পাখিটা মাছ দেখেছে।' কোনো উড়ুক্কু মাছ অবশ্য জল ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে না বা ছোট ছোট টোপের মাছও জলের ওপর ছড়িয়ে নেই। কিন্তু বুড়োর তীক্ষ্ণনজরে পড়ে, একটা ছোট তুনা মাছ জল ছেড়ে লাফিয়ে ওপরে ওঠে আবার মাথা নিচু করে জলের ওপর পড়ল। রোদে তুনা মাছটা রূপার মতো চকচক করছিল আর ওটা জলে পড়ার পর একটার পর একটা তুনা মাছ উঠছিল আর লাফ দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। ওরা ছোট টোপের মাছগুলো ধরার জন্য লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে জলে পড়ছিল আর জলে ঘূর্ণি তুলে ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

বুড়ো ভাবল, ওরা যদি বেশি জোরে না যায়, তাহলে আমি ওদের ঝাঁকের মধ্যে নৌকা নিয়ে যেতে পারব। বুড়ো দেখছিল, তুনা মাছের ঝাঁকটা জল একেবারে ঘুলিযে ফেলে ছোট মাছ শিকার করছে আর পাখিটাও জলের ওপরে উঠে আসা ছোট মাছের ঝাঁকের মধ্যে ছোঁ মেরে মেরে মাছ ধরছে।

বুড়ো বলে উঠল, 'পাখিটা আমাকে সাহায্য করছে।' ঠিক এই সময় বুড়োর পায়ের তলায় চেপে রাখা পাছ-গলুইএর সুতোটা টান টান হয়ে গেল আর ও তাড়াতাড়ি বৈঠা ওপরে তুলে রেখে সুতোটা হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে ছোট তুনা মাছের ওজনটা বুঝে নিয়ে সুতো টানতে লাগল। ও যত টানছে, বড়শিতে গেঁথে যাওয়া মাছের ছটফটানি তত বাড়ছে আর শেষে মাছটার নীল পিঠ আর সোনালি দুপাশ যখন জলের ভেতর দেখা গেল, তখন ও এক হ্যাচকা টানে মাছটাকে তুলে নৌকার ভেতর ফেলল। মাছটা রোদের মধ্যে পড়ে আছে, আর নৌকার তক্তার ওপর ওর লেজ দিয়ে ক্রমাগত ঝাপটা মারছে, ওর বড় বড় নির্বোধ দুটো চোখ, আর শক্তপোক্ত বুলেটের মতো চেহারার শরীরটা ছটফট করছে। বুড়ো দয়া করে ওর মাথায় বৈঠা দিয়ে মেরে ওর ঝাপটা মারা বন্ধ করল, ওর শরীরটা তখনও কাঁপছে। তারপর পাছ গলুইয়ের ছায়ায় ফেলে রাখল।

www.pathagar.com

বুড়ো বলল, 'অ্যালবাকোরে মাছ, পাঁচ কেজি মতো হবে আর বড় মাছের জন্যে ভালো টোপ হবে।'

একা থাকতে থাকতে কখন থেকে যে বুড়ো নিজের মনে জোরে জোরে কথা বলা শুরু করেছে, ও মনে করতে পারল না। আগেরকার দিনে বুড়ো একা একা নিজের মনে গান গাইত আর রাত্রে যখন একা নৌকা বাইত, তখনও নিজের মনে গান গাইত। বোধ হয় ছেলেটা ওর নৌকা থেকে চলে যাবার পর থেকেই ওর এই একা একা নিজের মনে কথা বলার অভ্যাসটা হয়েছে। ওর অবশ্য এ কথা মনে পড়ে না। যখন ও ছেলেটাকে নিয়ে মাছ ধরতে যেত, তখন ওরা কেবলমাত্র দরকার পড়লেই কথা বলত, নয়তো নয়। রাত্রিবেলা, কিংবা খারাপ আবহাওয়ায় ঝড় উঠলে ওরা কথা বলত। সমুদ্রে মাছ ধরার সময় অপ্রয়োজনে কথা না বলাই যুক্তিযুক্ত, একথা বুড়ো শ্রদ্ধাসহকারে মানত। কিন্তু এখনতো আর সঙ্গে কেউ থাকে না যে বিরক্ত হবে, তাই বুড়ো প্রায়ই নিজের ভাবনাগুলো জোরে জোরে আপন মনেই বলত।

ও বলে উঠল, 'যদি এখন কেউ আমাকে একা একা জোরে কথা বলতে শোনে, তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে পাগল ভাববে। কিন্তু আমি তো পাগল নই, তাই আমি গ্রাহ্য করি না। যাদের পয়সা আছে, তাদের নৌকায় তো রেডিও থাকে, তারা রেডিও-র কথা শোনে, বেসবল খেলার কথা শোনে।'

www.pathagar.com

ও ভাবল, না, এখন বেসবল-এর কথা ভাবা ঠিক নয়। এখন কেবল একটা কথাই ভাবতে হবে, যেটা আমার কাজ এই ছোট মাছের ঝাঁকের আশেপাশে হয়তো বড় মাছ আছে। আমি তো কেবল একটা দলছুট অ্যালবাকোরে মাছ ধরেছি। ওগুলো এখন দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। আজ জলের ওপরে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, সবই খুব দ্রুতবেগে উত্তর-পুবে সরে যাচ্ছে। এটা থেকে কি দিনের সময় বোঝা যাচ্ছে, নাকি, এটা আবহাওয়ার কোনো পূর্বাভাস, যা আমি জানি না?

এখন আর ও তটভূমির সবুজ রেখা দেখতে পাচ্ছে না। কেবল নীল পাহাড়ের চুড়োগুলোই সাদা দেখাচ্ছে, যেন বরফে মোড়া আর চুড়োগুলোর ওপরে সাদা মেঘের স্তূপকে মনে হচ্ছে যেন বরফের পাহাড়। সমুদ্র এখন কালো অন্ধকার, কেবল আলো পড়ে মাঝে মাঝে জলে সাতরঙের বিচ্ছুরণ খেলা করছে। সূর্য এখন আকাশে এত ওপরে যে, ওই অগণ্য প্যাঙ্কটনের ফুটকিও দেখা যাচ্ছে না। বুড়ো কেবল দেখছে সমুদ্রের নীল জলের গভীরে আলোর রঙিন বিচ্ছুরণ আর মাইল খানেক গভীর সমুদ্রে ওর সোজা নেমে যাওয়া সুতোগুলো।

তুনা মাছগুলো নিচে নেমে গেছে, আর দেখা যাচ্ছে না। এই জাতের সব রকম মাছকেই মেছুড়েরা তুনা মাছ বলে থাকে, অবশ্য যখন বাজারে বেচতে যায়, তখন মাছগুলোর আলাদা আলাদা সঠিক নামেই বলে। সূর্য এখন উত্তপ্ত, বুড়োর ঘাড়ের পেছনে গরম ছ্যাঁকা আর পিঠ বেয়ে দরদর করে ঘাম নামছে।

বুড়ো ভাবছে– আমি এখন হালছাড়া ভাবে ভেসে যেতে পারি, একটু ঘুমিয়েও নিতে পারি, অবশ্য পায়ের বুড়ো আঙুলে একটা সুতোর ফাঁস লাগিয়ে, যাতে টান পড়লেই ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু আজ তো পঁচাশিতম দিন, আজ সতর্কভাবে মাছ ধরা উচিত।

ঠিক সেই মুহূর্তেই, সুতোগুলোর ওপর নজর রাখতে রাখতে বুড়ো দেখল একটা সবুজ ছিপ এর ডগা তীব্রভাবে বেঁকে ঝুঁকে পড়ল।

বুড়ো বলে উঠল, "হ্যাঁ, এইবার–" আর সঙ্গে সঙ্গে নৌকা না দুলিয়ে বৈঠা দুটো নৌকার ওপর তুলে ফেলল। তারপর ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে সুতোটা আলতোভাবে চেপে ধরল। কোনো টান অথবা ভার বুড়ো টের পেল না, তবু সুতোটা আলগা করে ধরেই

www.pathagar.com

রইল। কিছুক্ষণ পরে একটা হাল্কা টান, না জোরালো, না ওজনদার, কিন্তু বুড়ো বুঝে গেল,ওটা কী। একশ বাঁও জলের তলায়, তুনা মাছের টোপ গাঁথা হাতে পিটিয়ে তৈরি করা বড়শির ডগায় যে সার্ডিন মাছগুলো বিঁধিয়ে রাখা আছে, সেগুলো খেতে শুরু করেছে একটা মার্লিন মাছ।

বুড়ো এখন ছিপ থেকে সুতো ছাড়িয়ে বাঁ হাতে আলতো, নরম করে ধরে আছে। এখন ও মাছটাকে কোনো টান বুঝতে না দিয়ে আঙুলের মধ্যে দিয়ে সুতো ছেড়ে যেতে পারে। ও ভাবছে, এত দূর-বার সমুদ্রে এই মাসে, মাছটা নিশ্চয়ই বিশাল। খাও, মাছ ভালো করে খাও, দেখ, সমুদ্রের ছশ ফিট গভীরে, অন্ধকারে ঠাণ্ডায় তোমার জন্য কি রকম তাজা খাবার রেখেছি। অন্ধকার গভীরে আর একবার পাক দিয়ে এসে খাও।

ও আবার একটা হালকা টান টের পেল, তারপর একটা জোরালো টান, কারণ বড়শি থেকে সার্ডিন মাছের মাথাটা ভেঙে নেওয়া শক্ত। তারপর আবার সব চুপ, সুতো ঢিলা।

বুড়ো জোরে জোরে বলে উঠল, 'আয়, আর একটা পাক খেয়ে আয়, গন্ধ শোঁক, কি, বেশ ভালো গন্ধ না। ওগুলো ভালো করে খেয়ে নাও বাছা, তারপর তো তুনা মাছটাও আছে, শক্ত, ঠাণ্ডা, সুন্দর তুনা মাছটা! লজ্জা পেও না বাছা, খাও, খেয়ে নাও।"

ও বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ফাঁকে সুতোটা ধরে প্রতীক্ষায় আছে আর সাথে সাথে অন্য সুতোগুলোর ওপরও নজর রাখছে, কারণ মাছটা তো সাঁতারে ওপরের দিকে বা নিচের দিকেও যেতে পারে। খানিকক্ষণের মধ্যেই আবার সেই হাল্কা, আলতো টান।

'ও এবার খাবেই", বুড়ো জোরে জোরে বলে উঠল, "ভগবান, ওকে টোপটা গিলতে দাও।"

মাছটা কিন্তু টোপটা গিলল না। আঙুলে কিছু টের না পেয়ে বুড়ো বুঝতে পারল, মাছটা চলে গেছে।

বুড়ো বলে উঠল, "ও যেতেই পারে না, ভগবান জানেন, ও যেতেই পারে না। ও এক পাক ঘুরে আবার আসছে। বোধহয় আগে কখনও বড়শির চোট খেয়েছে আর সে কথা ওর মনে আছে।"

তারপরেই আবার সুতোয় হালকা টান, বুড়োর মেজাজ খুশ। "ও একটা পাক খেয়ে ঘুরে এল, এবার ও নির্ঘাত টোপটা নেবে।"

www.pathagar.com

খুশি মেজাজে বুড়ো হালকা হালকা টান টের পাচ্ছে, তারপরই হঠাৎ প্রচণ্ড শক্ত একটা টান,অবিশ্বাস্য রকম ভারী। বুড়ো টের পেল প্রচণ্ড ওজনদার একটা মাছ আর আঙুলের ফাঁক দিয়ে সুতো নেমে যাচ্ছে, নেমেই যাচ্ছে, নিচে, নিচে, আরও নিচে। পাশে সরিয়ে রাখা অতিরিক্ত সুতোর বান্ডিলের প্রথমটা নেমে যাচ্ছে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে আলতো নেমে যাওয়া সুতো ধরে বুড়ো বুঝতে পারছে, মাছটার বিশাল ওজন, যদিও ওর বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর চাপ এত হালকা যে মাছটা কোনো টানই বুঝতে পারবে না।

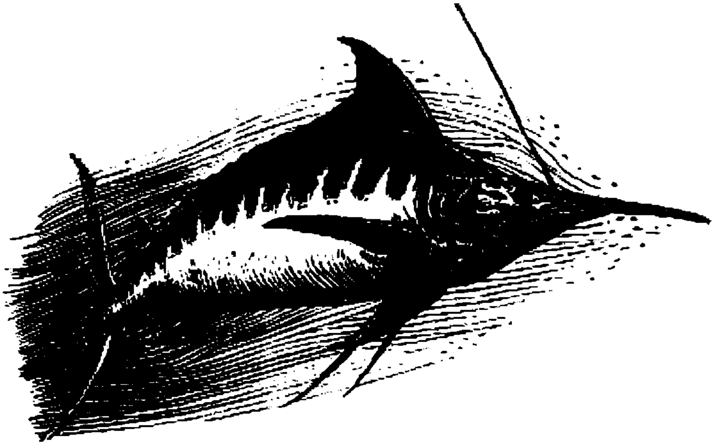

বুড়ো বলে উঠল, 'কী বিশাল মাছ, ওর মুখের একপাশে টোপটা আছে আর ও এখন ওটা নিয়ে ছুটে চলেছে।' ও মনে মনে ভাবল, এবার ও ঘুরবে আর টোপটা গিলে নেবে। একথাটা কিন্তু বুড়ো জোরে জোরে বলল না, কারণ ও জানে যে, কোনো ভালো কথা বললে, ফলে না। ও বুঝতে পারছে, মাছটা বিশাল আর ভাবছে তুনা মাছের টোপটাকে আড়াআড়ি মুখের ভেতর নিয়ে মাছটা দূরে চলে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তেই মাছটা থেমে পড়ল, কিন্তু ওজনদার টানটা তখনও বোঝা যাচ্ছে। তারপরেই টানটা আবার জোরদার হলো আর বুড়ো আরও সুতো ছাড়তে লাগল। এক মুহূর্তের জন্য বুড়ো সুতোর ওপর ওর আঙুলের চাপ শক্ত করল, তৎক্ষণাৎ মাছের টান আরও জোর হলো আর সুতো সোজা নিচে নামতে লাগল।

www.pathagar.com

ও বলে উঠল, ‘ও টোপটা নিয়েছে, এবার ওকে ওটা ভালো করে খেতে দেব।’

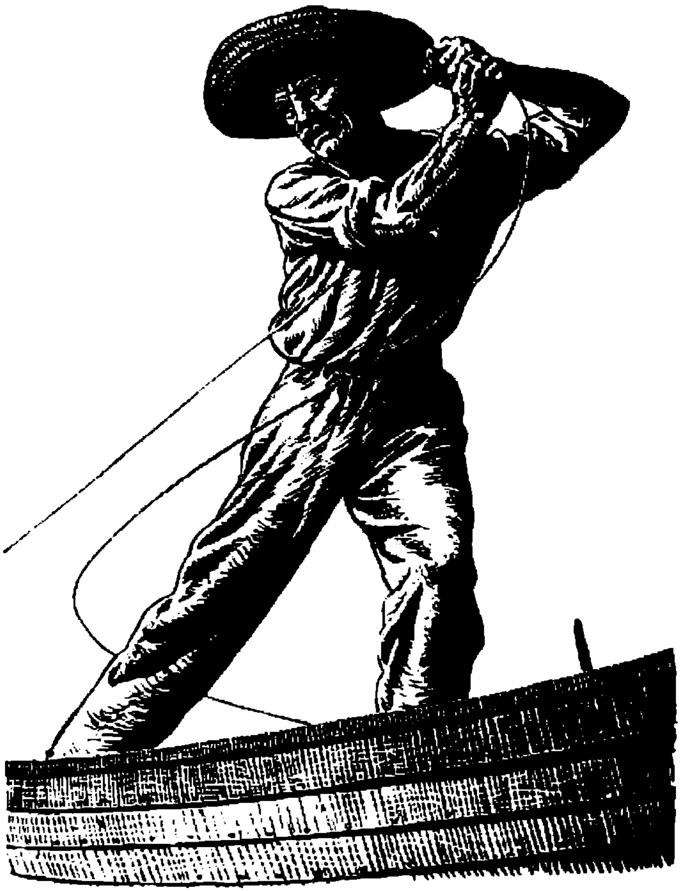

ডান হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে সুতোটা ছাড়তে ছাড়তে ও নিচু হয়ে বাঁ হাত দিয়ে দুটো অতিরিক্ত সুতোর বান্ডিলের সঙ্গে গিঁট বেঁধে ফেলল। এখন ও প্রস্তুত, কারণ যে বান্ডিলের সুতো মাছটা টানছে, তার সঙ্গে আরও তিনটে আড়াইশো ফুটের সুতোর বান্ডিল ওর তৈরি হয়ে রইল।

www.pathagar.com

'আর একটু খাও বাবা, ভালো করে খাও,' ও বলল।

ও ভাবছে, আর একটু ভালো করে খেলেই বড়শি সোজা তোমার হৃৎপিণ্ডে ঢুকে গিয়ে তোমার মৃত্যু ঘটাবে। আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এস, আমি হারপুনটা তোমার শরীরে বিধিয়ে দিই। ঠিক আছে, এখন কি তুমি প্রস্তুত। কাবার টেবিলে তো অনেকক্ষণ বসে আছ?

'এইবার'- বুড়ো চেঁচিয়ে উঠল আর দুহাতে সজোরে হ্যাঁচকা টান মারল। একগজ সুতো কোনো রকমে টেনে এনে শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে একবার বাঁহাত একবার ডান হাত দিয়ে বারবার হ্যাঁচকা টান মারতে লাগল।

কিছুই হলো না। মাছটা ধীরে ধীরে সুতো টেনে চলতেই লাগল, বুড়ো ওকে এক ইঞ্চিও তুলতে পারল না। ভারী ভারী মাছ ধরার জন্য তৈরি ওর সুতো খুব শক্ত আর ও পিঠের ওপর দিয়ে সুতোটা ঘুরিয়ে টানটা রাখল। সুতো তখন এত টান টান যে, সুতোর গা থেকে জলের ফোটা টপটপ করে ঝরছে। তারপর জলের মধ্যে সুতোর টানে শিসের মতো শব্দ শুরু হল। আর ও বসবার তক্তাতে শরীর ঠেকিয়ে ঝুঁকে পড়ে সুতোর টান সামাল দিতে থাকল। উত্তর-পশ্চিম দিকে তখন নৌকা ধীরে ধীরে মাছের টানে চলতে শুরু করেছে।

মাছটা একভাবে টেনে চলেছে আর ওরা শান্ত জলের ওপর দিয়ে ধীর গতিতে চলছে। অন্য টোপগুলো তখনও জলের তলায় ঝুলছে, কিন্তু কিছু করার নেই।

বুড়ো জোরে জোরে বলে উঠল, 'আহা, যদি ছেলেটা এখন আমার সঙ্গে থাকত। আমি মাছটাকে টানব, তা নয়, মাছটাই আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। সুতোটা অবশ্য আমি না ছেড়ে বেঁধে রাখতে পারি।কিন্তু তাহলে মাছটা টানের চোটে সুতো ছিঁড়ে ফেলতেও পারে। মাছটাকে যতটা পারি, ধরে রাখার চেষ্টা করি আর দরকারে আরও সুতো ছাড়তে পারি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে ও ক্রমাগত সামনের দিকে চলেছে, নিচে নামছে না।

'জানি না, ও যদি নিচে নামতে চায়, তাহলে আমি কী করব। যদি একদম নিচে গিয়ে ও মরে, তাহলে কী করব তাও জানি না। কিন্তু কিছু একটা তো করতেই হবে। আমি অনেক কিছুই করতে পারি।

www.pathagar.com

ও পিঠের ওপর দিয়ে সুতো ঘুরিয়ে এনে ধরে থাকল আর জলের মধ্যে সুতোর বাঁকটা নজরে রাখল। নৌকা উত্তর-পশ্চিম মুখে একভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

বুড়ো ভাবছে, 'ও তো চিরকাল এ রকম টেনে চলতে পারবে না, ওকে মরতেই হবে।'

কিন্তু চার ঘণ্টা কেটে গেল, মাছটা একভাবে সমুদ্রের আরও ভেতরে সাঁতারে চলেছে, নৌকাটাকে টানতে টানেত, আর বুড়ো একইভাবে পিঠের ওপর দিয়ে সুতোটা নিয়ে শক্তভাবে ঠেকনো দিয়ে আছে।

'ঠিক ভর দুপুরে ওকে আমি গেঁথেছি'- বুড়ো বলল, 'আর এখনও পর্যন্ত ওকে আমি দেখতে পাইনি।' মাছটা গাঁথবার ঠিক আগেই ও ওর খড়ের টুপিটা মাথার ওপর চেপে বসিয়ে দিয়েছিল, এখন সেই টুপির ঘষায় ওর কপালটা কেটে যাচ্ছে। ওর জলতেষ্টাও পেয়েছে। ও খুব সাবধানে, সুতোয় যাতে হ্যাঁচকা টান না পড়ে, সেইভাবে হাঁটু মুড়ে বসে গলুইয়ের দিকে যতদূর সম্ভব ঝুঁকে একহাত দিয়ে জলের বোতলটা টেনে আনল আর বোতল খুলে একটু জল খেল। তারপর গলুইয়ে রাখা পালগোটানো মাস্তুলটার ওপর বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। ও এখন আর কিছু ভাববে না, কারণ ওকে এখন সইতে হবে।

তারপর ও পেছনে তাকিয়ে দেখল ডাঙা আর দেখা যাচ্ছে না। ও ভাবল, 'কিছু যায় আসে না। হাভানার আলোর আভা দেখে আমি যে কোনো সময় ফিরে আসতে পারি। সূর্য ডুবতে এখনও দু ঘণ্টা দেরি

www.pathagar.com

আর হয়তো তার আগেই ও জলের ওপর ভেসে উঠবে। তখন যদি ও না ওঠে, তাহলে চাঁদ ওঠার পর হয়তো ভেসে উঠবে। তাও যদি না হয়, তাহলে কাল সূর্য ওঠার সময় ও নিশ্চয়ই ওপরে উঠবে। আমার গায়ে এখনও শক্তি আছে আর আমার মাংসপেশীতে খিলও ধরেনি। ওরই মুখে বড়শি গেঁথে আছে। কিন্তু কী মাছ রে বাবা, এই রকম টান! নিশ্চয়ই বড়শির লোহার তারের ওপর ও হা মুখ চেপে রেখেছে।

যদি একবার ওকে দেখতে পেতাম! কার সঙ্গে আমাকে লড়তে হচ্ছে, সেটা জানবার জন্যেও যদি একবার ওকে দেখতে পেতাম!

সারাটা রাত মাছটা একভাবে গতি পরিবর্তন না করে একই দিকে টেনে চলল। আকাশের তারা দেখে বুড়োর তাই মনে হল। সূর্য ডোবার পর ঠাণ্ডা পড়ল আর ওর পিঠের, হাতের, বুড়োটে পায়ের ঘাম ঠাণ্ডায় শুকিয়ে গেল। দিনের বেলা ও টোপের বাকস ঢাকা দেওয়া চটের বস্তাটা রোদে শুকিয়ে নিয়েছিল। সূর্য ডুবে গেলে ও বস্তাটা গলার সঙ্গে বেঁধে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দিল আর খুব সাবধানে সুতোটাকে বস্তার ওপর দিয়ে নিয়ে এসে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল। বস্তাটা থাকায় সুতোর টানটা আর ওর চামড়ায় লাগবে না, আর তাই ও সামনে ঝুঁকে গলুইয়ে হেলান দিয়ে মোটামুটি একটু আরামদায়ক অবস্থায় এল। আসলে ওর অস্বস্তিটা একটু কম হল, কিন্তু ও ভাবল, এটাতেই আমার আরাম।

'আমি এখন মাছটাকে কিছুই করতে পারব না আর ও আমাকে কিছুই করতে পারবে না,' বুড়ো ভাবল, 'অন্তত যতক্ষণ ও এইভাবে টেনে যাবে।'

একবার ও উঠে দাঁড়িয়ে নৌকার ধারে এসে পেচ্ছাপ করল আর আকাশের তারার দিকে চেয়ে দিক নির্ণয় করার চেষ্টা করল। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে সোজা জলের ভেতর নেমে যাওয়া সুতোটা এখন ফসফরাসের মতন জ্বলছে। ওরা এখন খুব ধীরে চলছে আর হাভানার আলোর আভা অতটা জোরালো নয়, তাইতে ওর মনে হল স্রোতটা ওদের পূর্ব দিকে নিয়ে যাচ্ছে। 'যদি হাভানার আলোর আভা আর দেখতে না পাওয়া যায়, তাহলে বুঝতে হবে আমরা আরও পুবে সরে যাচ্ছি,' ও ভাবল, 'কারণ মাছটা যেভাবে যেদিকে যাচ্ছে, তেমনই যদি

www.pathagar.com

চলতে থাকে, তাহলে আরো অনেক ঘণ্টা হাভানার আলোর আভা দেখা যাবে।' ও ভাবছে, 'আজকের বেসবল গ্র্যান্ড লিগে কে কেমন খেলল কে জানে। একটা রেডিও থাকলে ভালো হতো।' তারপরেই ভাবল, 'আমায় যা করতে হচ্ছে বা হবে, সেটাই এখন ভাবা উচিত, বোকার মতো কিছু করা উচিত নয়।'

তারপরেই ও জোরে জোরে বলে উঠল, 'আহা যদি ছেলেটা আমার সঙ্গে থাকত। তাহলে ও এসব দেখতেও পেত। আর আমাকে সাহায্য করতেও পারত।' ও ভাবল, 'বুড়ো বয়সে কারোরই একা থাকা উচিত নয়। কিন্তু উপায় নেই।' তারপরেই ভাবল, 'যে তুনা মাছটা ধরে রেখেছি, সেটা পচে যাবার আগেই আমার খাওয়া দরকার, কারণ আমার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। ইচ্ছা না থাকলেও কাল সকালেই ওটা আমায় মনে করে খেতে হবে।' ও নিজেকে বলল, 'মনে রেখ।'

রাত্রে কোনো এক সময়ে দুটো সামুদ্রিক কচ্ছপ নৌকার পাশে এসে জলে ওলট-পালট খেতে লাগল আর শব্দ করতে লাগল। পুরুষ কচ্ছপটার ভারী শব্দ আর মাদি কচ্ছপটার শ্বাস ফেলার মতো শব্দের তফাৎ ও ঠিক ধরতে পারল।

ও বলল, 'এগুলো বেশ মজার। এরা খেলা করে, একে অপরকে ভালোওবাসে। উড়ুক্কু মাছেদের মতো এরাও আমাদের বন্ধু।'

তারপরেই ওর বড়শিতে গেঁথে যাওয়া বিশাল মাছটার প্রতি করুণা হল। ও ভাবল, মাছটা অপূর্ব, অদ্ভুত, কত বয়স কে জানে। এর আগে কখনও এ রকম শক্তিশালী মাছ আমি ধরিনি আর মাছটার চাল-চলনও কেমন অদ্ভুত। লাফিয়ে জলের ওপর উঠে পড়বার মতো বোকা বোধহয় ও নয়। কিন্তু একবার যদি ও সত্যিই লাফায় অথবা হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে টান শুরু করে, তাহলে আমি গেলাম। তবে মনে হয় ও আগেও অনেকবার বড়শি গিলেছে আর তাই ও জানে যে, এইভাবেই লড়াইটা চালাতে হবে। ও তো জানে না যে, মাত্র একটাই লোক, তাও একটা বুড়ো লোক ওর সঙ্গে লড়ছে। যাই হোক, মাছটা কি প্রকাণ্ড, আর বাজারে ওর মাংস কি দামেই যে বিকোবে। ও ঠিক পুরুষ মাছ, কারণ ওর টোপ গেলা আর এই সুতো টেনে নিয়ে চলা, সব পুরুষ মাছের মতোই। ওর লড়াইয়ে কোনো ভয়ডরের ব্যাপারে নেই। বুঝতে পারছি

www.pathagar.com

না, ওর মাথায় কি কোনো মতলব খেলছে, নাকি আমার মতোই ও-ও মরিয়া?'

ওর মনে পড়ে যায়, একবার যখন ও এক জোড়া মার্লিনের একটাকে বড়শিতে গেঁথেছিল। পুরুষ মাছ সব সময় মাদি মাছকে আগে টোপ খেতে দেয় আর তাই মাদি মাছটা বড়শি সুদ্ধ টোপ গিলে যন্ত্রণায় ভয়ে দিশেহারা হয়ে প্রচণ্ড টানাটানি করে লড়াই করতে শুরু করেছিল আর খানিকক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়েছিল। আর সারাক্ষণ পুরুষ মাছটা মাদিটার সঙ্গে প্রায় সেটে থেকে সুতোটার চারপাশে ঘুরছিল, এমন কি জলের ওপর ভেসে উঠেও। পুরুষ মাছটার লেজটা একটা কাস্তের মতো দেখতে আর কাস্তের মতোই ধারালো। বুড়ো তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল যে, ওই ধারালো লেজের ঝাপটায় সুতোটা না কচ করে কেটে যায়। যখন বুড়ো মাছটাকে বর্শা দিয়ে গাঁথল আর ওর শিরীষ কাগজের মতো খসখসে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে ডাণ্ডা দিয়ে মাথায় মেরে মেরে প্রায় আয়নার পেছন দিকের রঙের মতো করে তুলল আর শেষ পর্যন্ত ছেলেটার সাহায্যে মাছটাকে নৌকার ওপর তুলে ফেলল, তখনও পুরুষ মাছটা নৌকার পাশে পাশেই ঘুরছে। তারপর যখন সুতোটুতো গুটিয়ে বুড়ো হারপুনটা নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন পুরুষ মাছটা নৌকার পাশেই একটা বিরাট লাফ দিয়ে উঁচুতে উঠে মাদি মাছটা কোথায় রয়েছে দেখে ছিল, আর তারপরই ওর বুকের দুপাশের ফিকে নীল পাখনা দুটো ছড়িয়ে, ওর দেহের সব ফিকে নীল রেখাগুলো দৃশ্যমান করে জলের অনেক গভীরে ডুব দিল। বুড়ো ভাবে, কী অপূর্ব সুন্দর মাছটা, আর ও কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেকেছিল। আমি আর কখনও ওদের ভালবাসার এই রকম হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখিনি। ছেলেটাও খুব কষ্ট পেয়েছিল। আমরা মাছটার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

www.pathagar.com

করলাম আর খুব তাড়াতাড়িই মাদি মাছটাকে সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলাম।

'ছেলেটা যদি আমার সঙ্গে থাকতো',- বুড়ো স্বগতোক্তি করে উঠল। তারপর গলুইয়ের গোলাকার তক্তার ওপর ঠিক মতো ঠেসান দিয়ে বসে, কাঁধের ওপর দিয়ে টেনে ধরে রাখা সুতোয় ঐ বিশাল মাছের শক্তিশালী টানে নৌকার অবিরাম গতি টের পেতে পেতে বুড়ো ভাবল,মাছটা যে কোনদিকে যাচ্ছে কে জানে!

'মাছটার ইচ্ছার বিরদ্ধে ওকে ঠকিয়ে লোভ দেখিয়ে, টোপ গিলতে বাধ্য করেছি,' বুড়ো ভাবে। 'মাছটার ইচ্ছা ছিল অন্ধকার গভীর জলের আরো গভীরে যেখানে কোনো ফাঁদ নেই, জাল নেই, বড়শি নেই, কোনো প্রতারণা নেই, সেখানে অবাধ স্বাধীন বিচরণ করার, আর আমার ইচ্ছা ছিল সেইখানে গিয়ে ওকে খুঁজে বার করার, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আয়ত্তের বাইরে গিয়ে ওকে ধরার। আর এখন সেই দুপুর বেলা থেকে আমরা দুজন একে অপরের সঙ্গে আটকে গেছি, আর আমাদের দুজনকেই সাহায্য করার কেউ নেই।

বোধহয় আমার মেছুড়ে হওয়াটা উচিত হয়নি। কিন্তু এ জন্যই তো আমি জন্মেছি, আর এই আমাকে করতে হবে। ভোরের আলো ফোটার পরেই তুনা মাছটা খেয়ে নেবার কথা মনে রাখতে হবে।

ভোর হবার কিছু আগেই বুড়োর নৌকার পেছনদিকের একটা টোপ কোনোমাছ খেল। ও ছিপটা মট করে ভাঙার শব্দ টের পেল আর সুতোটা নৌকার ধারের তক্তার ওপর দিয়ে হুড়হুড় করে বেরিয়ে যেতে লাগল। অন্ধকারেই ও খাপ থেকে ছুরিটা বের করে পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ল আর বাঁ কাঁধের ওপর বিশাল মাছটার সুতোর সমস্ত টান সামলে তক্তার ওপর দিয়ে দ্বিতীয় সুতেটা কেটে দিল। তারপরে ও ওর হাতের কাছে অন্য ফেলে রাখা সুতোটাও কেটে দিল আর সেগুলোর জন্যে রাখা অতিরিক্ত সুতোর বান্ডিলগুলো অন্ধকারেই গিট দিয়ে তৈরি করে রাখল। ও একহাত দিয়েই খুব কৌশলে কাজটা করছিল আর পা দিয়ে সুতো চেপে ধরে শক্ত করে গিটগুলো দিচ্ছিল। এখন ওর মোট ছটা অতিরিক্ত সুতোর বান্ডিল প্রস্তুত রইল। যে দুটো টোপ-ওয়ালা বড়শি ও কেটে ফেলে দিল, সেগুলোর দুটো দুটো চারটে, আর মাছটা যে টোপটা গিলে

www.pathagar.com

টেনে নিয়ে চলেছে, তার দুটো, মোট ছটা সুতোর বান্ডিল একসঙ্গে গিট দিয়ে রাখা হল।

'আলো ফুটলে, আশিগজ তলায় যে টোপটা ঝুলিয়ে রাখা আছে, সেটার কাছে গিয়ে সেটাও কেটে ফেলতে হবে আর সেটার দরুন রাখা দুটো অতিরিক্তসুতোর বান্ডিলও আগের সুতোর সঙ্গে জুড়তে হবে,' ও ভাবল। 'তার মানে আমার মোট চারশ গজ ভালো 'কাতালান' সুতো আর তার সাথে বড়শি, সিসে ইত্যাদি নষ্ট হবে। তবে এ সব তো আবার কেনা যাবে। কিন্তু অন্য কোনো মাছ যদি আমার অন্য বড়শির টোপ খেত আর তার টানাটানিতে যদি আমার এই বড় মাছটার সুতো কেটে যেত, তাহলে এই বড় মাছটাকে কি আর পাওয়া যেত; যে মাছটা এই মাত্র অন্য টোপটা গিলেছিল, সেটা কী মাছ আমি জানি না। সেটা একটা মার্লিন হতে পারে অথবা ব্রডবিল কিংবা হাঙরও হতে পারে। অবশ্য ওটার কোনো টান বুঝবার আগেই তো আমি তাড়াতাড়ি সুতো কেটে দিলাম।'

ও আবার বলে উঠল, 'যদি ছেলেটা আমার সঙ্গে থাকতো।'

কিন্তু আবার ও ভাবে, 'তোমার সঙ্গে তো ছেলেটা নেই, এখন তোমার তুমিই আছ। কাজেই অন্ধকার থাকুক বা নাই থাকুক, তাড়াতাড়ি পেছন দিকে গিয়ে শেষ ফেলে রাখা সুতোটা কেটে ফেল আর অতিরিক্ত সুতোর বান্ডিলগুলো জুড়ে নাও।'

ও তাই করল। অন্ধকারের মধ্যে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল আর ঠিক সেই সময় মাছটা একটা এমন হ্যাঁচকা টান মারল, যে ও হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে নৌকার ভেতর পড়ল আর কাঠে লেগে ওর চোখের নিচে কেটে গিয়ে গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। তবে রক্তটা চিবুক অবধি নামার আগেই শুকিয়ে জমে গেল আর ও কোনো রকমে গলুইর দিকে সরে এসে তক্তায় ঠেসান দিয়ে বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। ও এরপর কাঁধের ওপরের বস্তাটা আস্তে আস্তে এমনভাবে সরালো যাতে টানটান সুতোটা ওর কাঁধের অন্য জায়গার ওপর সরে যায় আর কাঁধের ওপর সুতোটা রেখেই ও খুব সাবধানে হাত দিয়ে মাছের টানটা আর জলের ওপর নৌকার গতিবেগটা বুঝবার চেষ্টা করল।

বুড়ো ভাবে, 'মাছটা ও রকম হঠাৎ একটা ঝাপটা মারল কেন? ওর পাহাড়ের মতো উঁচু পিঠটার ওপর নিশ্চয়ই বড়শির সঙ্গে লাগানো

www.pathagar.com

তারটার ঘষা খেয়েছে। তা হলেও আমার পিঠের যে যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা, ওর পিঠের অবস্থা নিশ্চয়ই এত খারাপ নয়। কিন্তু ও যত বিশালই হোক, এই নৌকাটাকে তো চিরকাল টেনে নিয়ে চলতে পারে না। আমার তরফে তো এখন সব পরিষ্কার করে রেখেছি, যাতে কোনো বাধার সৃষ্টি হতে না পারে আর এখন তো আমার হাতে প্রচুর অতিরিক্ত সুতো রয়েছে, একটা মানুষ এর চেয়ে বেশি আর কি চাইতে পারে?

ও নরম স্বরে বলে উঠল, 'মাছ, আমি না মরা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আছি।' 'ও-ও আমার সঙ্গেই থাকবে মনে হয়', বুড়ো ভাবল। আর আকাশে আলো ফোটার অপেক্ষা করতে লাগল। এই সময়টাতে বেশ ঠাণ্ডা আর শরীর গরম রাখার জন্য ও কাঠের সঙ্গে গা ঠেসে রাখল। 'ও যতক্ষণ পারবে, আমিও ততক্ষণ পারব', বুড়ো ভাবে। আলো ফুটলে দেখা গেল, সুতোটা লম্বালম্বি সোজা জলের ভেতর নেমে গেছে। নৌকা একভাবে চলেছে আর যখন সূর্যের একটুখানি জলের ওপরে উঠল, তখন ওটা বুড়োর ডান কাঁধের ওপর।

'তার মানে মাছটা উত্তর দিকে যাচ্ছে' বুড়ো বলে উঠল। 'সমুদ্রের স্রোতের অনুকূলে গেলে আমরা তো পুব দিকে যেতাম,' বুড়ো ভাবে, 'আমি চাই মাছটা স্রোতের দিকে ঘুরে স্রোতের টানে চলুক, তাহলে অন্ত ত বুঝতে পারব যে, ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

যখন সূর্য আরো উপরে উঠল, বুড়ো বুঝতে পারল, যে মাছটা মোটেই ক্লান্ত হয়নি। একটা কেবল ভালো লক্ষণ দেখা গেল, কারণ সুতোর বাঁক দেখে বোঝা যাচ্ছে, মাছটা জলের তলায় ওপরের দিকে উঠে এসেছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, মাছটা আবার লাফ দেবে। তবে বলা যায় না, দিতেও পারে।

'ভগবান, ও যেন লাফ দেয়', বুড়ো বলে উঠল। 'ওকে কজা করার জন্যে আমার যথেষ্ট সুতো আছে!'

বুড়ো ভাবে, 'যদি আমি সুতোটা বেশি টেনে ধরি, তাহলে ওর মুখে বেশি যন্ত্রণা হবে, আর তা হলে হয়তো ও লাফ দিতেও পারে। এখন তো দিনের বেলা ও একটা লাফ দিক না, তাহলে ওর পিঠের মেরুদণ্ডের দুপাশের থলিগুলো হাওয়ায় ভরে যাবে আর তখন ও সুমদ্রের গভীর তলদেশে গিয়ে মরতে পারবে না।' ও টানটা বাড়ানোর চেষ্টা করল,

www.pathagar.com

কিন্তু মাছটা টোপ গেলার পর থেকেই সুতোটা এত টানটান হয়ে আছে যে, আর বেশি টানতে গেলেই সুতো ছিঁড়ে যাবে। ও পেছনে ঝুঁকে টানটা বাড়ানোর চেষ্টা করতেই সুতোর খরখরে চাপটা টের পেল আর বুঝল, আর বেশি টান দেওয়া সম্ভবই নয়। ও ভাবে, আমি একদম হ্যাচকা টান দেব না। কারণ প্রতিটি হ্যাচকা টানে ওর মুখে যেখানে বড়শিটা গিঁথে আছে, সে জায়গাটা আরও বেশি কেটে ফাঁক হয়ে যাবে, আর তাহলেই ও যখন লাফ দেবে, তখন মুখ থেকে বড়শিটা খুলেও ফেলতে পারে। যাই হোক, এখন সূর্য উঠেছে, আর আমাকেও সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে না। তাই আমার ভালো লাগছে।'

সুতোটাতে হলদে হলদে জলজ শ্যাওলা জড়িয়ে রয়েছে আর বুড়ো জানে, এতে সুতোর টানটা আর একটু বাড়বে। তাই ও খুশি। এই হলদে রঙ-এর আগাছাগুলোই রাত্রে এত জ্বলজ্বল করছিল।

'মাছ, আমি তোমাকে ভালবাসি আর খুব শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আজ দিন শেষ হবার আগেই আমার হাতে তোমার মৃত্যু', বুড়ো বলল। তারপরেই ভাবল, আশা করতে ক্ষতি কি?

উত্তর দিক থেকে একটা ছোট্ট পাখি নৌকার দিকে উড়ে এল। এটা একটা ওয়ার্বলার পাখি আর জলের ওপর খুব নিচে দিয়ে উড়ে আসছে। বুড়ো দেখল, পাখিটা খুব ক্লান্ত।

পাখিটা নৌকার পাছ-গলুইয়ে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। তারপর বুড়োর মাথার চারপাশে একচক্কর উড়ে শেষ পর্যন্ত বুড়োর কাঁধের ওপর দিয়ে টান টান সুতোর ওপরে বেশ আরাম করে বসল। বুড়ো পাখিটাকে শুধোয়, কত বয়েসরে তোর? এটাই কি তোর প্রথম যাত্রা?'

ও যখন কথা বলছিল, পাখিটা ওর দিকে তাকিয়েছিল। পাখিটা এতই ক্লান্ত ছিল যে, সুতোটা ভালো করে না দেখেই ওর সরু সরু পা দিয়ে কোনো রকমে সুতোটা শক্ত করে ধরে নড়বড় করছিল।

বুড়ো ওকে বলে, 'সুতোটা বেশ শক্ত আর টানটান আছে। একটা রাত্তির বাতাস বয়নি, তাতে তো এত পরিশ্রান্ত হওয়ার কথা নয়। পাখিদের সব কী হচ্ছে?

'বাজপাখিগুলো ওদের কাছে এতদূর সমুদ্রেও উড়ে আসে', বুড়ো ভাবে, কিন্তু পাখিটাকে এসব কথা বলে না, কেননা, পাখিটা তো ওর

www.pathagar.com

কথা বুঝতে পারছে না আর তাছাড়া ও নিজে নিজেই খুব শিগগিরই বাজপাখি যে কী জিনিস, তা জেনে যাবে।

ও বলে ওঠে, 'ছোট্ট পাখি, ভালো করে বিশ্রাম নিয়ে নে। তারপর ঝুঁকি নিয়ে উড়ে যা, অন্য মানুষ, পাখি বা মাছেরাও তো তাই করে।'

রাত্তিরে বুড়োর পিঠের মাংশপেশী শক্ত জমাট হয়ে গেছে আর বেশ ভালোই ব্যথা করছে, তাই বুড়ো কথা বলে নিজেকে অন্যমনস্ক করতে চাইছিল।

www.pathagar.com

'পাখি, তুই আমার বাসায় আমার কাছেই থাক,' বুড়ো বলল, 'খুব খারাপ লাগছে আমি পালটা খাটাতে পারছি না আর তোকেও, যে হাল্কা হাওয়া উঠেছে, তার কোনো সুবিধা দিতে পারছি না। কিন্তু তুই তো আমার বন্ধু।'

ঠিক সেই সময় মাছটা এমন একটা ঝটকা মারল, যে টানের চোটে বুড়ো গলুইয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল আর নৌকা থেকে প্রায় জলেই পড়ে যাচ্ছিল। কোনো রকমে টাল সামলে আর খানিকটা সুতো ছেড়ে বুড়ো এ যাত্রা রক্ষা পেল।

সুতোটায় ঝটকা লাগতেই পাখিটা উড়ে গেছিল, সেটা বুড়ো খেয়ালই করেনি। ওর সাবধানে ডান হাত দিয়ে সুতোটা ঠিক আছে কিনা দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করল, ও হাত থেকে রক্ত ঝরছে।

'নিশ্চয়ই মাছটার আঘাত লেগেছে;- বুড়ো বলে উঠল আর সুতোটা টানবার চেষ্টা করল, যাতে মাছটাকে ঘোরানো যায়। কিন্তু সুতো যখন টান টান হয়ে ছিঁড়বার উপক্রম করছে, তখন ও আবার একটু ঢিল দিল আর সুতোটার স্বাভাবিক টান টানভাব বজায় রেখে স্থির হয়ে বসল।

'মাছ, তোমার এখন খুব কষ্ট বোধ হচ্ছে, আর ভগবান জানেন, আমার অবস্থাও তোমার মতো।'- ও বলে উঠল। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে ছোট পাখিটাকে খুঁজল, কারণ ওর পাখিটাকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে ভালোই লাগছিল। কিন্তু পাখিটা উড়ে গেছে।

ও ভাবল, 'তুই আমার কাছে বেশিক্ষণ থাকলি না। কিন্তু ডাঙায় না পৌছানো পর্যন্ত তোকে খুব কষ্ট করতে হবে।' তারপরেই ভাবল, 'মাছটার ঐ হঠাৎ ঝটকায় আমার হাত কেটে গেল? আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। কিংবা হয়তো আমি ঐ ছোট পাখিটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম আর ওর কথাই ভাবছিলাম, আর তাই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। এখন আমার আসল কাজের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আর তার জন্যে আমার তুনা মাছটা খাওয়া অবশ্যই দরকার। যাতে আমার শক্তি সঞ্চার হয়।'

ও বলে উঠল, 'যদি ছেলেটা এখন আমার কাছে থাকত। আর সঙ্গে যদি একটু লবণ থাকত।'

www.pathagar.com

খুব সাবধানে সুতোর ওজনকে বাঁ কাঁধের ওপর সরিয়ে আর হাঁটু মুড়ে বসে ও সমুদ্রের জলে ডান হাতটাকে মিনিটখানেক ডুবিয়ে রাখল, আর হাতটাকে ধুয়ে নিল। ও দেখল,নৌকা চলছে, আর সাথে সাথে জলের স্রোতের টানে উল্টোদিকে ওর হাতের রক্ত ধীরে ধীরে বেয়ে চলেছে। ও বলল, 'মনে হচ্ছে, মাছটার চলার বেগ কমে এসেছে।'

বুড়োর ইচ্ছা ছিল কাটা হাতটাকে নোনা জলের ভেতর আরও কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখে কিন্তু ভয় হলো, যদি মাছটা হঠাৎ আর একটা ঝটকা টান মারে তাই ও এবার দাঁড়িয়ে উঠল, আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে হাতটাকে রোদের দিকে ধরে রইল। সুতোর টানে ওর হাতের তালুর মাংস লম্বালম্বিভাবে কেটে গেছে। তাতে কিছু ক্ষতি ছিল না, যদি না হাতের কাজ করার জায়গাটা কেটে যেত। এই মাছটাকে কব্জা করতে হলে ওর ডান হাতটাকে ব্যবহার করতেই হবে আর তাই ব্যাপারটা শেষ হবার আগেই ওর হাতটা কেটে যাওয়াতে ও মোটেই খুশি নয়।

হাতটা রোদে শুকিয়ে যাবার পর বুড়ো বলল, 'এখন ওই ছোট তুনা মাছটাকে অবশ্যই খেতে হবে। হুকটা দিয়ে ওটাকে এখানে টেনে নিয়ে এসে আরামসে খাওয়া যাবে।'

ও হাঁটু মুড়ে বসে, পাছু গলুইয়ের তক্তার নিচ থেকে তুনা মাছটাকে টেনে বার করে সুতোর বান্ডিলগুলোর পাশ দিয়ে সাবধানে নিজের দিকে টেনে আনলো। তারপর আবার সুতোর টান বাঁ কাঁধের ওপর রেখে বাঁ হাত দিয়ে পুরো টানটা সামলে রেখে, ও ডান হাতের হুক থেকে তুনা মাছটাকে ছাড়িয়ে নিল, তারপরেই হুকটাকে জায়গামতো রেখে দিল। এবার একটা হাঁটু দিয়ে মাছটাকে চেপে ধরে মাছটার মাথার পেছন দিক থেকে লেজ পর্যন্ত আর মেরুদণ্ড থেকে পেটের ধার পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে ফালা করে কাটল। ছটা গাঢ় লাল মাংসের ফালি কাটার পর ওগুলোকে গলুইয়ের তক্তার ওপর বিছিয়ে রাখল, তারপর ছুরিটাকে প্যান্টে মুছে নিয়ে বাকি মাছটার লেজ ধরে নৌকার বাইরে জলে ফেলে দিল।

'পুরো মাছটা খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়' ও বলল আর ছুরি দিয়ে একটা ফালি আধখানা করে কাটল। এদিকে সুতোটার একই রকম শক্ত টান ধরে রাখতে আর সামাল দিতে দিতে ওর বাঁ হাতটার মাংসপেশী

www.pathagar.com

শক্ত হয়ে গেছে। ঐ মোটা সুতোটা বাঁ হাত অস্বাভাবিক শক্ত করে ধরে আছে দেখে ও ভীষণ বিরক্ত হল।

'কি ধরনের হাত এটা?'– ও বলে উঠল, 'ইচ্ছে হলে শক্ত হও, ক্র্যাম্প ধরুক, থাবার মতো হয়ে যাও, তাতে তোমার মোটেই ভালো হবে না।'

টানটান তীর্যকভাবে জলের ভেতর ঢুকে যাওয়া সুতোটার দিকে তাকিয়ে ও ভাবল, ঠিক আছে, এবার খাওয়া যাক। তাহলে হাতটা জোর পাবে। হাতটার আর কি দোষ, কত ঘণ্টা ধরে মাছটার টান সহ্য করতে হচ্ছে, ভাব তো? কিন্তু চিরটাকাল তো মাছটার সাথে এইভাবে থাকা যাবে না; যাক, এখন খাওয়া যাক।

মাছটার একটা টুকরো নিয়ে মুখের মধ্যে ফেলে ও ধীরে ধীরে চিবোতে লাগল। স্বাদটা খারাপ নয়।

ও ভাবে, 'ভালো করে চিবোও যাতে পুরো রসটা পাও। একটু লেবুর রস অথবা একটু নুন দিয়ে খেলে অবশ্য খারাপ লাগত না?'

'হাত, এখন তোমার কেমন বোধ হচ্ছে?' বুড়ো শক্ত জমে যাওয়া ক্র্যাম্প ধরা হাতটাকে জিজ্ঞেস করল। মরার পর একটা দেহ যেমন রাইগর মর্টিসে শক্ত হয়ে যায়, হাতটা তেমনই শক্ত হয়ে গেছে। 'আমি তোমার জন্য আরো খানিকটা খাব।' বুড়ো বলল।

দু'টুকরো করে কাটা ফালিটার বাকি অর্ধেক ও এবার খেল। ও খুব সাবধানে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে, চামড়াটুকু মুখ থেকে ফেলে দিল।

'হাত, এখন কেমন লাগছে? নাকি, এত তাড়াতাড়ি কিছু বোঝা যাবে না?'

আরেকটা আস্ত মাংসের ফালি নিয়ে ও চিবোতে লাগল। ও ভাবল, 'তুনা মাছটা বেশ শক্তপোক্ত স্বাস্থ্যবান ছিল। ভাগ্য ভালো, যে আমি এই মাছটাকেই ধরেছি, ডলফিন ধরিনি। ডলফিনের মাংস বড্ড মিষ্টি। এই মাংসটা মোটেই মিষ্টি মিষ্টি নয় আর মাছটার সমস্ত শক্তি এই

www.pathagar.com

মাংসের টুকরোগুলোর মধ্যে এখনও রয়েছে।' ও ভাবে, 'বাস্তববাদী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। একটু নুন পেলে ভালোই হোত। আর এই রোদে মাছটার বাকি অংশটা পচে যাবে, না শুকিয়ে যাবে, জানি না। তার চেয়ে পুরোটা খেয়ে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ, যদিও আমার এখন খিদেই নেই। বড় মাছটা তো একভাবে চুপচাপ টেনে নিয়ে চলেছে। তাহলে এখন বাকি মাছটুকু খেয়ে নিই আর নিজেকে তৈরি রাখি।' ও বলল, 'হাত, একটু ধৈর্য ধর। তোমার জন্যেই এটা করতে হচ্ছে'। তারপর ভাবল, 'ঐ বিশাল মাছটাকেও যদি কিছু খাওয়াতে পারতাম। ও তো আমার ভাই-এর মতো। কিন্তু ওকে মারতে হলে আমাকে গায়ে জোর করতেই হবে।' খুব সচেতনভাবে আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে ও সব কটা মাংসের ফালি খেয়ে ফেলল।

প্যান্টে হাতটা মুছে নিয়ে ও সোজা হল।

'হাত, এখন তুমি সুতোটা ছেড়ে দিতে পার। যতক্ষণ না তুমি এই সভ্যতা বন্ধ করছ, আমি কেবল ডান হাত দিয়েই মাছটাকে সামলাব।' বুড়ো বলে উঠল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ধরা ওই মোটা শক্ত সুতোটা বা পা দিয়ে চেপে ধরে পিঠের ওপর মাছের টানটা রেখে বসে পড়ল।

ও বলল, "ঈশ্বর, বাঁ হাতের এই ক্র্যাম্পটা সারাতে সাহায্য কর, কারণ মাছটা যে কখন কী করে বসে, জানি না।"

'কিন্তু মাছটা তো বেশ ঠাণ্ডা মাথায় একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী সাঁতরে চলেছে,' ও ভাবে, 'কিন্তু ওর পরিকল্পনাটা কী? আর আমার পরিল্পনাই বা কি? ওর বিশালত্বের জন্যেই ওর পরিকল্পনার চাইতে আমারটা আরও ভালো করতে হবে। যদি ও লাফ দেয়, তাহলে ওকে মারতে আমার সুবিধা হয়। কিন্তু ও যদি বরাবর এইরকম জলের তলায় থেকে যায় তাহলে আমাকেও বরাবরের জন্যে ওর সঙ্গেই থেকে যেতে হবে।'

ও প্যান্টে ঘষে ঘষে শক্ত জমাট বাঁধা বাঁ হাতটার আঙুলগুলো নরম করে খুলবার চেষ্টা করল। কিন্তু আঙুলগুলো খুলছেই না। 'হয়তো রোদের গরমে আঙুলগুলো খুলে যাবে। হয়তো যে তেজালো মাছটা আমি খেলাম, সেটা হজম হয়ে গেলে, আঙুলগুলো খুলে যাবে। যে মূল্যেই হোক না কেন, হাতটাকে আমাকে খুলতেই হবে। কিন্তু এক্ষুনি গায়ের জোরে এটাকে খুলতে চাই না। ও নিজের থেকেই খুলে যাক, আর নিজে নিজেই নরম

www.pathagar.com

হয়ে যাক। কেননা, রাত্রে যখন আমি সব সুতোর বান্ডিলগুলোকে খোলা, গিট দেওয়া এই সব করছিলাম, তখন এই বাঁ হাতটা দিয়ে ঠিকমতো কাজ করতে পারছিলাম না বলে, ওটাকে আমি খুব গালাগাল দিয়েছি।' ও সমুদ্রের চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারল, এখন ও কত একা। কিন্তু সমুদ্রের অন্ধকার গভীরে রোদের আলোর সাতরঙা বিচ্ছুরণ, শান্ত সমুদ্রের জলের অসমান ঢেউ এর দোলা আর সুতোটা সামনের দিকে সোজা জলে নেমে গেছে, এগুলো ও দেখতে পাচ্ছিল। আকাশে মেঘগুলোর জড় হওয়া দেখে ও বুঝতে পারল, এখন বাণিজ্য বায়ু বইবার সময় হচ্ছে আর সোজা সামনে তাকিয়ে দেখল এক ঝাঁক বুনো হাস আকাশের পটভূমিতে নিজেদের ছবি এঁকে জলের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে, কখনও ঝাপসা, আবার দৃশ্যমান, আর ও বুঝলো যে সমুদ্রে কোনো মানুষ কখনও একা হতে পারে না।

ও ভাবে, ছোট নৌকায় চেপে গভীর সমুদ্রে গেলে যখন ডাঙা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যায়, তখন কত লোক ভয় পায় আর ও জানে যে, যে মাসে আবহাওয়া হঠাৎ প্রতিকূল হয়ে ওঠে তখন ভয় পাওয়াটা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এখন তো সেই মাস নয় যখন প্রবল ঝড় ওঠে আর এই সব মাসে যখন ঝড় ওঠে না, তখনকার আবাহওয়া বছরের সেরা।

'যদি তুমি সমুদ্রে থাকো, তাহলে কয়েকদিন আগে থেকেই আকাশে ঝড়ের সঙ্কেত তুমি বুঝতে পারবে। অবশ্য ডাঙায় থাকলে এইসব ঝড়ের সঙ্কেত তুমি দেখতেই পাবে না। কারণ কী দেখে এসব বোঝা যাবে, তাই তুমি জানো না। তাছাড়া ডাঙায় মেঘের চেহারা অন্যরকম, তাই প্রভেদ ঘটায়। এখন কিন্তু কোনো ঝড় আসবে না।' ও ভাবে।

ও আকাশে তাকিয়ে দেখল সাদা পুঞ্জমেঘ আইসক্রীমের গাদার মতো দেখাচ্ছে আর সেপ্টেম্বর মাসের খোলা আকাশে আরও ওপরে হাল্কা সাদা পালকের মতো কুঞ্চিত মেঘ দেখা যাচ্ছে।

ও বলল, "আমার জন্যে তোমার চেয়ে ভালো আবহাওয়া পেয়েছি, মাছ।" ওর বাঁ হাত এখনও জমাট বেঁধে আছে, কিন্তু ও ধীরে ধীরে হাতটা নরম করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ও ভাবে, 'আমি শরীরে কোথাও টান ধরা একদম পছন্দ করি না। এটা শরীরের বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়। খাবারে বিষক্রিয়ার দরুন

www.pathagar.com

পেট খারাপ হলে অথবা বমি হলে অপরের সামনে সেটা লজ্জাদায়ক। কিন্তু মানুষের শরীরে কোথাও যখন মাংসপেশীতে টান ধরে, সেটা নিজের কাছেই অপমানজনক, বিশেষ করে যদি সে একা থাকে।

'যদি ছেলেটা এখন আমার সঙ্গে থাকত, তাহলে ও আমার বাঁ হাতটাকে ডলে দিলে মাংসপেশীগুলো আলগা করে দিতে পারত'– ও ভাবে। অবশ্য টানটা নিজে থেকেই ঢিলা হয়ে যাবে।

তারপর ডান হাত দিয়ে ও সুতোর টানটা অনুভব করে বুঝতে পারল, একটু অন্যরকম লাগছে। তারপরেই দেখল যেখানে সুতোটা জলে ঢুকেছে, সেখানেও একটু পরিবর্তন এসেছে। তারপর সুতোটা টেনে ধরে ও যখন বাঁ হাতটা নিজের উরুর ওপর দ্রুত খুব জোরে জোরে মেরে হাতটাকে ঢিলা করার চেষ্টা করছিল, তখন দেখল, সুতোটা ধীরে ধীরে জলের ওপর দিকে উঠছে।

ও বলল, 'ও এবার উঠছে। হাত, শিগগিরই ঠিক হয়ে যাও।' সুতো একভাবে ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠতেই লাগল আর নৌকার সামনের দিকে সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে উঠল আর মাছটা জলের ওপর উঠে এল। মাছটা জলের ওপর ক্রমাগত উঠছেই, যেন শেষই হয় না, ওর শরীরের দুপাশ থেকে জল ঝরে পড়ছে। রোদে চকচক করছে ওর শরীর, ওর মাথাটা আর পিঠটা ঘন নীলাভ লাল আর ওর দু'পাশের দাগগুলো সূর্যের আলোয় চওড়া আর হাল্কা লালচে নীল দেখাচ্ছে। ওর মুখের ছুরিটা একটা বেসবলের ব্যাটের মতো লম্বা আর সরু তলোয়ারের ডগার মতো বাঁকানো। পুরো শরীরটা জলের সম্পূর্ণ ওপরে উঠিয়ে ও ফের মসৃণভাবে ওস্তাদ ডুবুরের মতো জলে ঝাঁপ খেয়ে গভীরে চলে গেল আর যাবার সময় ওর বিশাল কাস্তের মতো লেজটা বুড়ো দেখতে পেল। সুতোটা তখন হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

"আমার নৌকাটার চাইতে ও আরো দু'ফুট বেশি লম্বা'- বুড়ো বলল। সুতোটা অবিরাম দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বোঝা গেল মাছটা ভয় পায়নি। বুড়ো দু'হাত দিয়ে সুতোটা ধরে টান ধরে রাখতে চাইল ঠিক ছিঁড়ে যাওয়ার আগের পর্যায়ে। ও বুঝতে পারছে যে, যদি সুতোর ওপর ঠিকমতো চাপ রেখে মাছটার গতি শ্লথ না করা যায়, তাহলে মাছটা পুরো সুতো টেনে নিয়ে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারে।

www.pathagar.com

'ও একটা অসাধারণ মাছ, আর আমাকে ওর বিশ্বাস উৎপাদন করতেই হবে।' ও ভাবে, 'ও যে কী ক্ষমতার অধিকারী, আর একবার সুতো নিয়ে সত্যিকার দৌড় দিলে ও যে কী করতে পারে, সেটা ওকে জানতে দিলে চলবে না। আমি যদি ওর জায়গায় হতাম, তাহলে আমি এতক্ষণে পুরো শক্তি প্রয়োগ করে দৌড় লাগাতাম, যতক্ষণ না সুতো কেটে বেরিয়ে যেতে পারি। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমরা যারা ওদেরকে মারি, সেই আমাদের মতো বুদ্ধি ওদের নেই। ওরা আমাদের চেয়ে যদিও মহানও বটে, সমর্থও।

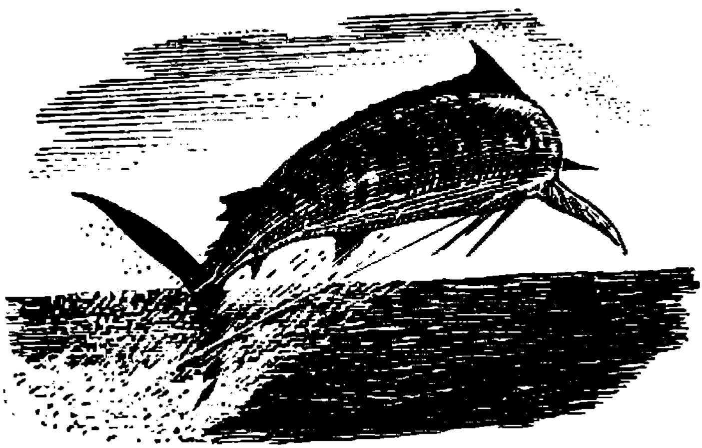

বুড়ো অনেক বিশাল মাছ দেখেছে। ও এমন অনেক মাছ দেখেছে, যাদের ওজন পাঁচশ কিলোগ্রামের চাইতেও বেশি আর ও নিজের জীবনে দুটো এই ওজনের বিশাল মাছ ধরেছে, কিন্তু কোনো সময়েই ও এ রকম একেবারে একা ছিল না। এখন একেবারে একা, নিঃসঙ্গ, ডাঙা থেকে বহু দূরে গভীর সমুদ্রে ও এমন একটা মাছকে বড়শিতে গেঁথে আটকে গেছে, যে রকম বিশাল মাছ ও আজ পর্যন্ত দেখেনি বা কখনো কোথাও শোনেওনি। অথচ এই রকম সময় ওর বাঁ হাতটা এখনও জমাট শক্ত হয়ে আছে, যে মনে হচ্ছে যেন ঈগল পাখির বাঁকা নখের দৃঢ়মুষ্টি।

'অবশ্য বাঁ হাতটা আলগা হবেই। আমার ডান হাতকে সাহায্য করার জন্যে ওকে খুলে যেতেই হবে। আমার তো এই তিনজনই আছে, তিন ভাই। মাছটা, আর এই দুটো হাত। তাই ওকে খুলতেই হবে। ওর পক্ষে

www.pathagar.com

এই শক্ত হয়ে থাকাটা অত্যন্ত অযোগ্য ব্যাপার। এদিকে মাছটা আবার চলার গতি কমিয়েছে আর আগের মতো ধীর গতিতে যাচ্ছে', ও ভাবে।

'ও কেন লাফাল, তাই ভাবছি। মনে হচ্ছে যেন ও যে কত প্রকাণ্ড সেটা দেখাবার জন্যই ও লাফ দিয়েছিল। অবশ্য এখন তো আমি জেনে গেলাম,' বুড়ো ভাবে 'আমি কী ধরনের মানুষ, সেটা যদি ওকে দেখাতে পারতাম। অবশ্য তাহলে ও আমার টানধরা হাতটা দেখে ফেলত। আমি যা, তার চাইতেও বেশি আমার ক্ষমতা, এটাই ও ভাবুক। আমিও তাহলে সেই রকম হবার চেষ্টা করব। আমার ইচ্ছাশক্তি আর বুদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো ওর যা কিছু ক্ষমতা, সেই সব নিয়ে আমি যদি মাছটা হতাম!'

কাঠের তক্তায় ঠেসান দিয়ে ও একটু আরাম করে বসল আর সুতোর ঐ প্রচণ্ড টান সামাল দেবার যত কষ্ট সব চুপচাপ সইতে লাগল। মাছটা সমানে সাঁতরে চলেছে আর কালোজলের ওপর দিয়ে নৌকাটা ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে চলেছে। পুব দিক থেকে হাওয়া বইতে শুরু করল আর সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউল উঠল। ঠিক দুপুর বেলায় ওর বাঁ হাতটা আলগা হয়ে খুলে গেল।

ও ওর বাঁ কাঁধের বস্তার ওপরে টানটান সুতোটাকে একটু সরিয়ে নিল আর বলে উঠল, 'মাছ, তোমার জন্য একটা খারাপ খবর।' এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও ও এখন একটু আরামে বসেছে যদিও ওর কষ্টের কথা ও মোটেই স্বীকার করবে না।

'আমি ধার্মিক নই, কিন্তু এই মাছটাকে যাতে ধরতে পারি, তার জন্য আমি দশবার 'আমাদের পিতা' আর দশবার 'হেইল মেরী' এই স্তোত্রগুলো প্রার্থনা করব আর যদি মাছটাকে শেষ পর্যন্ত ধরি, তাহলে শপথ করছি, আমি 'ভার্জিন দে কোবরে'তে তীর্থ যাত্রা করব। এটাই আমার শপথ।' ও যন্ত্রের মতো প্রার্থনার স্তোত্রগুলো আউড়ে যেতে লাগল। কখনও কখনও ওর এত ক্লান্ত লাগছিল, যে স্তোত্রগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মনে এসে যায়। আর প্রার্থনা করতে করতে ও ভাবছিল, 'আমাদের পিতা'-র চাইতে 'হেইল মেরী' আবৃত্তি করা সোজা।

'হে মাতা মেরী, করুণার প্রতিমূর্তি, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন। সকল নারী জাতির মধ্যে তুমিই আশীর্বাদধন্যা আর তোমার গর্ভের ফল,

www.pathagar.com

যিশুও আশীর্বাদধন্য। যে পবিত্র মেরী, ঈশ্বরের মাতা, আমাদের পাপীদের জন্য তুমি এখন, আর আমাদের মরণকালে প্রার্থনা কর। আমেন।' তারপর ও যোগ করল, 'আশীর্বাদধন্যা কুমারী মাতা, এই মাছটার মৃত্যুর জন্যও তুমি প্রার্থনা কর, যদিও এই মাছটাও অসাধারণ, অপূর্ব।'

প্রার্থনা শেষ হবার পর ওর একটু ভালো লাগল, যদিও ওর শারীরিক কষ্ট আগের চাইতে আরো বেশি হয়ে উঠেছে। ও গলুইয়ের তক্তায় হেলান দিয়ে বসে, যান্ত্রিকভাবে নিজের বাঁ হাতের আঙুলগুলোকে নাড়াতে লাগল।

যদিও অল্পস্বল্প হাওয়া বইছে, কিন্তু রোদের এখন বেশ তেজ। 'পাছ গলুইয়ে ফেলে রাখা সুতোটাতে নতুন করে টোপ লাগানো দরকার,' ও বলল, 'যদি মাছটা আরও একটা রাত এভাবে চলতে থাকে, তাহলে আমার কিছু খাবারের সংস্থান করা দরকার। বোতলে জলও তো কমে এসেছে। মনে হচ্ছে এখানে ডলফিন ছাড়া আর কোনোও মাছ পাওয়া যাবে না। তবে টাটকা টাটকা খেয়ে নিলে, ডলফিনও মন্দ না। আজ রাতে যদি একটা উড়ুক্কু মাছ নৌকায় এসে পড়ত। কিন্তু এই মাছেদের আকর্ষণ করার জন্য আমার কাছে তো কোনো আলোরও ব্যবস্থা নেই। উড়ুক্কু মাছ কাঁচা খেতেও অপূর্ব আর ওটাকে কাটাকুটিও করতে হয় না। এখন আমার শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে হবে। ভগবান, আমি কি জানতাম যে এই মাছটা এত প্রকাণ্ড হবে। কিন্তু ওর সমস্ত মহানতা, সমস্ত গৌরব সত্ত্বেও ওকে আমার হাতে মরতেই হবে।'

আবার ভালো, 'অবশ্য এটা অন্যায় হবে। কিন্তু ওকে দেখাতেই হবে, একটা মানুষ কী করতে পারে, আর কত সহ্য করতে পারে।'

'ছেলেটাকে তো বলেইছিলাম, আমি একটা অদ্ভুত মানুষ আর এখন আমাকে সেটা প্রমাণ করতে হবে।' আরও কত হাজার বার যে ও এটা প্রমাণ করেছে, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। এখন আবার ওকে প্রমাণ করতে হবে। প্রতিটি বারই নতুন বার আর এটা করার সময় ও কখনও অতীতের কথা ভাবে না।

'আমার ইচ্ছা, ও ঘুমোক, আমিও ঘুমোব আর সিংহের স্বপ্ন দেখব,' ও ভাবল, 'আচ্ছা, এত কিছু থাকতে শুধু সিংহ কেন?' ও নিজেকে বলল,

www.pathagar.com

'বুড়ো, অত চিন্তা করো না। চুপচাপ তক্তায় ঠেসান দিয়ে বিশ্রাম নাও আর কোনো চিন্তা করো না। মাছটা পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তুমি কিন্তু যত কম পার, খাট।'

বিকেল হয়ে আসছে আর নৌকাটা ধীর কিন্তু অবিরাম গতিতে চলেছে। এখন আবার পূবালি হাওয়ায় সুতোর টানটা একটু বেড়েছে। ওর পিঠের ওপর সুতোর টানটা ধরে রাখার কষ্টটা ও বেশ শান্তভাবেই সহ্য করছে আর ফুলে ওঠা সমুদ্রের ওপর দিয়ে নৌকা মসৃণভাবে এগিয়ে চলেছে।

বিকেলের দিকে একবার সুতোটা উপরে উঠতে শুরু করল। কিন্তু মাছটা কেবল খানিকটা ওপরে উঠে এসে চলতে থাকল। সূর্যের রোদটা

এখন বুড়োর বাঁ হাতে, কাঁধে আর পিঠের ওপর। তাই ও বুঝতে পারল, মাছটা উত্তর দিক থেকে খানিকটা পুবের দিকে ঘুরে গিয়েছে।

www.pathagar.com

মাছটাকে একবার ও দেখেছে তাই এখন মানসচক্ষে দেখছে মাছটা ওর বুকের দু'পাশের হালকা লালচে নীল পাখনা দুটো দু'পাশে পাখির ডানার মতো ছড়িয়ে আর ওর বিশাল লেজটা উঁচু করে জল কেটে কেটে অন্ধকারে জলের গভীরে সাঁতরে চলেছে। আর ভাবছে, 'এত জলের গভীরে ও কতখানি দেখতে পাচ্ছে। ওর চোখ দুটো তো মস্ত বড় বড় আর একটা ঘোড়া তুলনায় অনেক ছোট চোখ দিয়ে অন্ধকারে দেখতে পায়। এক সময় আমিও অন্ধকারে ভালোই দেখতে পেতাম। অবশ্য একেবারে নিকষ অন্ধকারে নয়। কিন্তু প্রায় একটা বিড়ালের মতোই দেখতে পেতাম।'

সূর্যের রোদে আর ক্রমাগত নড়াচড়ায় ওর বাঁ হাতের আঙুলগুলো এখন পুরো খুলে গিয়ে কাজ করার মতো হয়েছে আর তাই ও সুতোর টানটা বেশি বেশি বা হাতের ওপর দিয়ে পিঠের মাংসপেশীগুলো নাচিয়ে নাচিয়ে ব্যথাটা একটু কমানোর চেষ্টা করল। আর জোরে জোরে বলে উঠল, "মাছ, তুমি যদি এখনও ক্লান্ত না হয়ে থাক, তাহলে বলতেই হবে তুমি একটা আজব মাছ।" ওর নিজেকে এখন খুব ক্লান্তলাগছে আর ও জানে যে শিগগিরই রাত্রি নেমে আসবে আর তাই ও অন্য কথা ভাববার চেষ্টা করল। ও বড় খেলাগুলোর কথা, যেগুলোকে ও গ্র্যান্ড লিগের খেলা বলে, সেগুলোর কথা ভাবতে লাগল, কারণ ও জানে যে, নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিদের ডেট্রয়েট টাইগারদের সাথে খেলা আছে।

'আজ নিয়ে দুদিন হল আমি খেলার ফলাফল জানতে পারছি না,' ও ভাবে– 'কিন্তু যে মহান খেলোয়াড় দি মাজ্জিও ওর গোড়ালিতে হাড় বেড়ে যাওয়ায় যন্ত্রণা সত্ত্বেও সব কাজ নিখুঁত ভাবে করে, তার ওপর আমার ভরসা রাখা উচিত। এবং তার যোগ্য হওয়া উচিত। আচ্ছা, এই গোড়ালির হাড় বেড়ে যাওয়া, ব্যাপারটা কী?- ও নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে, 'কই আমাদের তো ওটা নেই। লড়ুয়ে মোরগেরা পায়ের পেছন দিকে যেমন যন্ত্রণাদায়ক নাল থাকে, মানুষের গোড়ালিতে ওটা থাকলে কিন্তু তেমনই যন্ত্রণা হয়? লড়ুয়ে মোরগেরা যেমন একটা বা দুটো চোখই নষ্ট হয়ে গেলে অথবা ঐ লোহার নাল পরানোর ফলে যন্ত্রণা সত্ত্বেও লড়াই চালিয়ে যায়, আমার মনে হয়, আমি ওরকম যন্ত্রণা সহ্য করতে পারব না। বড় বড় পাখি বা জন্তু জানোয়ারের তুলনায় মানুষ এমন কিছু নয়। তবু আমি যদি ঐ অন্ধকার সমুদ্রের তলায় সাঁতরে চলা প্রাণীটি হতাম।'

www.pathagar.com

'অবশ্য হাঙর যদি না এসে পড়ে।' ও জোরে জোরে বলে উঠল- 'যদি হাঙরেরা এসে যায়, ভগবান ওকে আর আমাকে দয়া করো।'

আবার ভাবে, 'তোমার কি বিশ্বাস, যে আমি যতক্ষণ এই মাছটার সঙ্গে থাকব, মহান দি মাজ্জিও অতক্ষণ থাকতে পারবে? আমি নিশ্চিত যে দি মাজ্জিও নিশ্চয়ই পারবে, কারণ ওর তো বয়স কম আর ওর গায়েও খুব জোর। তাছাড়া ওর বাবাও তো মেছুড়ে ছিল। কিন্তু ওর গোড়ালির বেড়ে যাওয়া হাড় কি ওকে খুব কষ্ট দেবে?'

'জানি না, কারণ আমার তো কখনও গোড়ালির হাড় বেড়ে যায়নি।' ও বলে উঠল।

সূর্য যখন ডুবছে, তখন নিজেকে ভরসা দেবার জন্য ও স্মৃতি-চারণ শুরু করল, সেই সব দিনের কথা, যখন ও ক্যাসাব্লাঙ্কার সরাইখানায় সিয়েন ফুয়েগোস থেকে আসা সেই বিশাল নিগ্রো, যে কিনা জাহাজঘাটার সবচেয়ে শক্তিশালী লোক ছিল, তার সাথে পাঞ্জা লড়েছিল। টেবিলের ওপর চক দিয়ে লাইন কাটা ছিল, আর তার উপরে কনুই রেখে হাত সোজা ওপরে তুলে জোরালো মুঠিতে পরস্পরের হাত চেপে ধরে ওরা পুরো একদিন একরাত লড়েছিল। একজন অপরজনের হাত টেবিলের ওপর নামিয়ে ফেলার চেষ্টায় ছিল। সবাই ওদের ওপর প্রচুর বাজি ধরছিল আর কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় দর্শকেরা ঘরে ঢুকছিল, বেরোচ্ছিল। ও কেবল ওই নিগ্রোর বাহু, হাত আর ওর মুখ দেখছিল। প্রথম আট ঘণ্টা কেটে যাবার পর ওরা প্রতি চারঘণ্টা অন্তর রেফারি পাল্টাচ্ছিল, যাতে রেফারিরা ঘুমিয়ে নিতে পারে। ওদের দুজনেরই হাতের নখ ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরছিল আর ওরা পরস্পরের বাহু, হাত ও চোখের দিকে তাকিয়েছিল। জুয়াড়িরা হয় ঘর বার করছিল অথবা দেয়াল ঘেঁষা উঁচু চেয়ারগুলোয় বসে ওদের লড়াই দেখছিল। দেয়ালগুলো ছিল কাঠের, উজ্জ্বল নীল রঙ করা আর ল্যাম্পের আলোয় ওদের ছায়াগুলো দেয়ালে পড়ছিল। নিগ্রোটার ছায়াটা ছিল বিশাল আর হাওয়াতে ল্যাম্পগুলোর দুলুনিতে, ওর ছায়াটাও দেয়ালে নড়ছিল।

সারা রাত ধরে ওদের দর বাড়ছিল, কমছিল। ওরা নিগ্রোটাকে মাঝে মাঝে রাম খাওয়াচ্ছিল আর বুড়োর মুখের সিগারেট জ্বালিয়ে দিচ্ছিল।

www.pathagar.com

রাম খাওয়ার পরেই নিগ্রোটা একটা প্রচণ্ড প্রচেষ্টায় বুড়োকে একবার প্রায় কায়দা করে ফেলেছিল। আর ওর হাত প্রায় তিন ইঞ্চি নামিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য বুড়ো তখন বুড়ো ছিল না, ও ছিল 'সান্তিয়াগো দি চ্যাম্পিয়ন'। কিন্তু বুড়ো আবার ওর নিজের হাত সোজা করে আগের জায়গায় এনে ফেলেছিল। তখনই ও প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে ওই নিগ্রোকে, যে কিনা একজন চমৎকার মানুষ আর একজন বড় খেলোয়াড়, ওকে ঠিক হারাতে পারবে। আর ঠিক ভোরের আলো যখন ফুটেছে আর জুয়াড়িরা বলতে শুরু করেছে যে ম্যাচটা অমীমাংসিত বলে ঘোষণা করা হোক, আর রেফারি মাথা নাড়ছে, ঠিক তখনই ওর শেষশক্তি সংহত করে বুড়ো নিগ্রোর হাতটা নামাতে নামাতে একেবারে টেবিলের কাঠের ওপর নামিয়ে দিল। ম্যাচটা শুরু হয়েছিল এক রবিবারের সকালে আর শেষ হলো সোমবারের সকালে। অনেক জুয়াড়ি, যাদের জাহাজঘাটায় চিনির বস্তা বোঝাই করার কাজে অথবা হাভানার কয়লা কোম্পানিতে কাজে যাবার তাড়া ছিল, তারা ম্যাচটা অমীমাংসিত হোক, সেটাই চেয়েছিল। ওরা ছাড়া বাকি সবাই ম্যাচটা হার-জিতে শেষ হোক সেটাই চেয়েছিল। কিন্তু কারো কাজে যাবার সময় হবার আগেই ও লড়াইটা শেষ করে দিল।

এরপর অনেক দিন পর্যন্ত লোকেরা ওকে 'দি চ্যাম্পিয়ন' বলে ডাকত আর পরের বসন্তকালে একটা ফিরতি লড়াইও হয়েছিল। কিন্তু এবারে আর বেশি টাকা বাজি ধরা হয়নি আর ও নিতান্ত সহজেই লড়াইটা জিতে গিয়েছিল কারণ ও সিয়েন ফুয়েগোস-এর নিগ্রোর মনোবল প্রথম লড়াইয়ে ভেঙে দিয়েছিল। তারপরে ও অবশ্য আরো কয়েকটা ম্যাচ লড়ে জিতেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ও খেলা ছেড়ে দিল। কারণ ও ভেবে দেখল যে, পাঞ্জা লড়াইয়ে ও যে কোনো খেলোয়াড়কেই হারাতে পারবে। কিন্তু যে মাছ ধরার কাজে ওর ডান হাত লাগে, সেই হাতটার ক্ষতি হতে পারে। কয়েকটা অনুশীলনী ম্যাচে ও বাঁ হাত দিয়ে খেলেছিল। কিন্তু ওর বাঁ হাতটা তো সব সময়েই বিশ্বাসঘাতক আর যা করতে বলা হবে, কিছুতেই করবে না আর তাই ও বাঁ হাতকে একদম বিশ্বাস করে না।

ও ভাবল, 'রোদে পুড়ে এবার হাতটা ঠিক হয়ে যাবে। রাত্রে যদি খুব ঠাণ্ডা না পড়ে, তাহলে ওর আর টান ধরে যাওয়া উচিত নয়। কি জানি, এই রাতটা কেমন হবে'

www.pathagar.com

মাথার ওপর দিয়ে একটা উড়োজাহাজ মিয়ামির দিকে উড়ে গেল আর উড়োজাহাজটার ছায়া জলের ওপর পড়ায় এক ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ ভয় পেয়ে ছিটিয়ে গেল।

'এত উড়ুক্কু মাছ যেখানে আছে, সেখানে নিশ্চয়ই ডলফিন থাকবে,' ও বলল। তারপর সুতোটার ওপর চাপ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল, সুতোটা টেনে মাছটাকে কাছে আনা যায় কিনা। কিন্তু ও একটুও টেনে আনতে পারল না, সুতো একেবারে শক্ত টানটান হয়ে আছে, আর সুতো ছিঁড়ে যাবার আগের মুহূর্তে যে সুতোর ওপর জলের ফোঁটা কাঁপতে থাকে, সেই জায়গায় এসে গেছে। নৌকা ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে আর ও যতক্ষণ চোখ যায়, উড়োজাহাজটাকে দেখতে থাকল।

ও ভাবল, 'উড়োজাহাজের মধ্যে থাকলে খুব অদ্ভুত লাগে বোধ হয়। অত উঁচু থেকে সমুদ্রকে দেখতে কেমন লাগে, কে জানে। যদি খুব বেশি উঁচুতে না ওড়ে, তাহলে উড়োজাহাজ থেকে মাছটাকে নিশ্চয়ই ভালোই দেখা যাবে। চারশ' গজ ওপরে খুব ধীর গতিতে উড়তে উড়তে ওপর থেকে মাছটাকে দেখতে ইচ্ছে করে। যখন কাছিম ধরার নৌকায় যেতাম, তখন মাস্তুলের ডগা থেকে আমি অনেক কিছু পরিষ্কার দেখতে পেতাম। অত ওপর থেকে ডলফিনগুলোকে সবুজ দেখাত আর ওদের গায়ের ওপরকার রঙিন ডোরা, লালচে নীল দাগ সব পরিষ্কার দেখা যেত এমনকি পুরো ঝাঁকটাকেও সাঁতার কাটতে দেখা যেত। আচ্ছা এটা কেন হয় যে, অন্ধকার স্রোতের গভীরে দ্রুতগামী মাছেদের সবারই লালচে নীল পিঠ আর লালচে নীল ডোরা বা দাগ থাকে? ডলফিনগুলোর রঙ সোনালি বলেই ওগুলোকে জলের মধ্যে সবুজ দেখায়। কিন্তু যখন ওরা খুব খিদে পেলে খেতে আসে, তখন ওদের দু'পাশে মার্লিন মাছের মতোই লালচে নীল ডোরাগুলো দেখা যায়। রেগে গেলে কিংবা খুব দ্রুতগতিতে চললে কি ওদের এই ডোরা কাটা দাগগুলো ফুটে ওঠে?'

ঠিক সন্ধ্যে হবার মুখে যখন ওরা সারগাসো গুল্মের এক বিশাল চাপড়া পার হচ্ছিল, যেগুলো সমুদ্রের হাল্কা ঢেউয়ে দুলছিল, উঠছিল, নামছিল, যেন সমুদ্র একটা হলুদ চাদরের তলায় কারো সঙ্গে রতিক্রিয়া করছে, ঠিক সেই সময় ওর ছোট সুতোর টোপটা একটা ডলফিন ধরল। যখন ডলফিনটা বাতাসে লাফিয়ে উঠল আর সূর্যের শেষ রশ্মিতে ওর শরীরটা

www.pathagar.com

সত্যিকারের সোনার মতো দেখাচ্ছিল, আর ও বেঁকেচুরে বাতাসে পাখনা ঝাপটাচ্ছিল, তখনই ও ওটাকে প্রথম দেখল। ওটা ভয়ের চোটে বার বার জলের ওপর লাফাতে লাগল আর বুড়ো নিচু হয়ে ডান হাত দিয়ে বড় মাছের সুতোটা সামলে রেখে কোনো রকমে পাছ গলুইয়ে নিয়ে বাঁ হাত

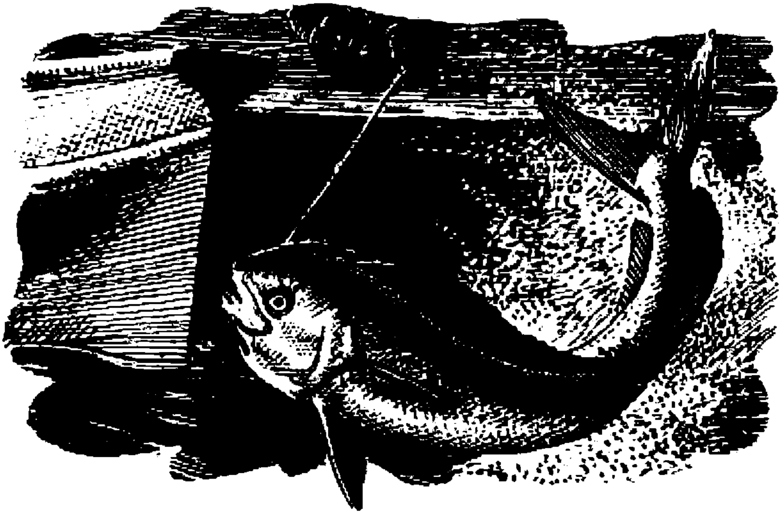

দিয়ে ডলফিনটাকে টেনে আনতে লাগল। ও সুতো একটু একটু টানছে আর খালি পা দিয়ে টেনে আনা সুতোটাকে চেপে চেপে ধরছে। তারপর মাছটা যখন এপাশে ও পাশে ঝাপটা মারতে মারতে একেবারে পাছ-গলুইয়ের কাছে চলে এল, তখন ও পাছ-গলুইয়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ওই গায়ে লালচে নীল দাগওয়ালা চকচকে সোনালি মাছটাকে একটানে নৌকার ওপর তুলে ফেলল। ওটার চোয়াল প্রবল আক্ষেপে নড়ছে, বড়শিটার ওপর ক্রমাগত কামড় দিচ্ছে, ওর লম্বাটে মসৃণ শরীর, লেজ আর মাথাটা নৌকার তলার কাঠে ক্রমাগত ঝাপটা মারছে। বুড়ো ওটার চকচকে সোনালি মাথাটায় ডাণ্ডার বাড়ি মেরে ওটার ছটফটানি থামিয়ে দিল।

বুড়ো এরপর মাছটার মুখ থেকে বড়শিটা খুলে ওটাকে আবার একটা সার্ডিন মাছের টোপ গেঁথে সুতোটাকে জলে ফেলল। তারপর আবার ধীরে ধীরে সাবধানে নৌকার গলুইতে চলে এল। বাঁ হাতটা ভালো করে জলে ধুয়ে নিয়ে প্যান্টে মুছে ফেলল। তারপর বড় মাছের ভারী সুতোটাকে ডান

www.pathagar.com

হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে নিল আর সমুদ্রে সূর্যের ডুবে যাওয়া আর ভারী সুতোটার ঢল দেখতে দেখতে ও ডান হাতটা সমুদ্রের জলে ধুয়ে নিল।

'ও এখনও একটুও বদলায়নি', বুড়ো বলল। কিন্তু হাত দিলে জলের ধাক্কা পরখ করে বুঝতে পারল, মাছটার চলার গতি বেশ কিছুটা মন্থর হয়েছে।

'পাছ-গলুইয়ে আড়াআড়ি করে দুটো বৈঠা এক সঙ্গে বেঁধে রাখতে হবে, তাহলে রাত্রে মাছটাকে আরো মন্থর করে দেওয়া যাবে,' ও বলল, 'রাত্রে ও যেমন ঠিক থাকবে, তেমনি আমিও ভালোই থাকব।'

'আর একটু পরে ছোট মাছটার পেটটা কেটে ফেলে দিতে হবে। তাহলে ওর মাংসের মধ্যে রক্তটা ঠিক থাকবে।' ও ভাবল, 'আর কিছুক্ষণ বাদে এটাও করতে হবে আর বৈঠা দুটোকে এক সঙ্গে বেঁধেও ফেলতে হবে, যাতে টানটা কমিয়ে দেওয়া যায়। এখন এই সূর্যাস্তের সময় মাছটাকে বেশি উত্তেজিত করা উচিত নয়, ওকে এখন ঠাণ্ডা রাখাই ভালো। সূর্যাস্তের সময়টা সব মাছের পক্ষেই একটা কঠিন সময়।'

ও ওর হাতটাকে হাওয়ায় শুকিয়ে নিল তারপর হাত দিয়ে সুতোটা শক্ত করে ধরে যতটা সম্ভব আরাম করে বসল আর নৌকার কাঠে শরীরের ঠেকনো দিয়ে রাখল, যাতে সুতোর ভারী টানটা বেশির ভাগ নৌকাটার ওপর দিয়েই যায়।

ও ভাবল, 'কিভাবে এসব করতে হবে আমি এখন শিখছি। অন্তত নৌকার ওপর মাছের টানটা চাপানোর ব্যাপারটা। অবশ্য মনে রাখতে হবে, টোপটা ধরবার পর থেকে এখন পর্যন্ত ও কিন্তু কিছুই খায়নি অথচ ও এত প্রকাণ্ড আর ওর প্রচুর খাদ্য দরকার। আমি তো পুরো বনিতো মাছটাই খেয়েছি। কাল আবার ডলফিনটাও খাব।' ও অবশ্য ডলফিনটাকে 'ডোরাডো' বলল। 'ওটাকে যখন পরিষ্কার করব তখন ওর কিছুটা খেয়ে নিতে হবে। বনিতো মাছটার চেয়ে এটাকে খাওয়া কঠিন হবে। তবে কিছুই তো আর সহজে হয় না।'

ও জোরে জোরে বলে উঠল, 'মাছ, তুমি কী রকম বোধ করছ? আমি কিন্তু ভালোই বোধ করছি আর আমার বাঁ হাতটাও ঠিক হয়ে গেছে আর আমার আরও এক রাত্রি একদিনের খাবার মজুত আছে। নৌকাটাকে টানো মাছ।'

www.pathagar.com

সত্যি কথা বলতে কি, ও কিন্তু মোটেই ভালো বোধ করছিল না, কারণ পিঠের ওপর ওই ভারী সুতোর টান ও ঘষার যে যন্ত্রণা, সেটা এই সুদীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকায় যন্ত্রণাটা পরিবর্তিত হয়েছে একটা অসাড় ব্যথায় যেটা ও মোটেই পছন্দ করছিল না। 'কিন্তু এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় আমি পড়েছি,' ও ভাবল, আমার ডানহাতটা খালি একটু কেটে গেছে আর বাঁ হাতটায় যে টান ধরেছিল, সেটাও ঠিক হয়ে গেছে। আমার পা দুটো ঠিক আছে। সবচেয়ে বড় কথা, খাওয়ার প্রশ্নে আমি ওর থেকে এগিয়ে আছি।'

সেপ্টেম্বর মাসে সূর্য ডোবার পর খুব তাড়াতাড়ি যেমন অন্ধকার হয়ে যায়, এখন তেমনই অন্ধকার। ও গলুইয়ের ক্ষয়ে যাওয়া কাঠের ওপর শুয়ে পড়ে যতটা পারা যায় বিশাম নেবার চেষ্টা করল। আকাশে প্রথম তারারা ফুটে উঠল। ও 'রিগেল' নক্ষত্রের নাম জানে না, কিন্তু ওটাকে দেখে চিনতে পারল আর বুঝল, খুব তাড়াতাড়িই বাকি নক্ষত্রেরা একে একে স্পষ্ট হবে আর তখন ওই দূরবর্তী বন্ধুদের কাছে পাব।

আর ও স্বগতোক্তি করল, 'মাছটাও তো আমার বন্ধু। আমি জীবনে কখনও এই রকম মাছ দেখিওনি বা এই রকম মাছের কথা শুনিওনি। তবু আমার ওকে মারতেই হবে। নক্ষত্রদের যে আমরা মেরে ফেলার চেষ্টা করি না, সেটাই আমার আনন্দ।'

'ভাবো তো, প্রতিদিনই একটা লোক চাঁদকে মারবার চেষ্টা করছে।' ও ভাবল 'চাঁদ তো পালিয়ে যায়। কিন্তু ভাবো তো, যদি একটা লোক প্রতিদিনই সূর্যকে মারার চেষ্টা করেই যায়? আমরা ভালো কপাল নিয়ে জন্মেছি', তারপরই ওর দুঃখ হল মাছটা কিছুই খায়নি ভেবে যদিও মাছটাকে মারবার দৃঢ়সংকল্প একটুও কমেনি ওর জন্যে দুঃখ সত্ত্বেও। ও ভাবে, 'এই মাছটার মাংস কতগুলো লোক খেতে পারবে? কিন্তু ওই লোকগুলো কি মাছটা খাবার যোগ্য? না, নিশ্চয়ই না। ওর এই অপূর্ব মর্যাদাসম্পন্ন ব্যবহারের দরুন, কেউই এই মাছটা খাবার যোগ্য নয়'।

'এসব ব্যাপার আমি ঠিক বুঝি না,' ও ভাবে- 'কিন্তু আমরা যে সূর্য, চাঁদ অথবা নক্ষত্রদের মারবার চেষ্টা করি না, সেটা ভালো জিনিস। সমুদ্রে বাস করে আমাদের সত্যিকার ভাইদের বধ করাই যথেষ্ট।'

www.pathagar.com

'এখন কিন্তু আমাকে এই টানটার কথা চিন্তা করতে হবে। এটার ভালো মন্দ দুটো দিকই আছে। যদি মাছটা জোর খাটায়, আর বৈঠা দুটোর প্রতিকূল বাধার ফলে নৌকাটা ভারী হয়ে পড়ে, তাহলে আমার সুতো এত বেরিয়ে যাবে যে, হয়তো মাছটাকে আর ধরে রাখতে পারব না। নৌকাটা হালকা থাকলে আমাদের দুজনেরই কষ্ট বেশি হবে ঠিকই, কিন্তু আমার পক্ষে এটাই নিরাপদ, কেননা মাছটা যে প্রচণ্ড গতির অধিকারী, সেটা সে এখনও প্রয়োগ করেনি। যাই হোক না কেন, নষ্ট হওয়ার আগেই ডলফিনটার পেটটা পরিষ্কার করে ওর কিছুটা অংশ আমার খেয়ে নেওয়া উচিত। যাতে আমার গায়ের জোর ঠিক থাকে।'

'এখন আমি এক ঘণ্টা বিশ্রাম নেব আর পাছ গলুইয়ে গিয়ে কাজগুলো করবার আগে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মাছটা এখনও একভাবে একই গতিতে চলছে কিনা বুঝে নেব। ও কী করে, ওর চলার গতি বদলাচ্ছে কিনা, সেটাও দেখব বৈঠা দুটো বেঁধে আড়াআড়ি জলে ফেলার কৌশলটা ভালোই কিন্তু এখন সাবধান হবার সময় এসেছে। ও এখনও যথেষ্ট বলবাল আর আমি তো দেখেছি ওর মুখের কোণার দিকে বড়শিটা বিঁধে আছে আর ও মুখটা শক্ত করে বন্ধ করে রেখেছে। বড়শির যন্ত্রণা ওর কাছে এমন কিছু নয় কিন্তু অনাহারের যন্ত্রণা আর এমন কিছুর বিরুদ্ধে ও লড়ছে যেটা ওর বোধগম্য নয়, সেটার যন্ত্রণা ওর কাছে এখন সব কিছু। বুড়ো, এখন বিশ্রাম নাও, আর যতক্ষণ না তোমার পরবর্তী কাজের সময় আসে, ওকে কাজ করতে দাও।'

ওর বিশ্বাস মতো প্রায় দু'ঘণ্টা ও বিশ্রাম নিল। চাঁদ দেরি করে উঠবে, কাজেই সময়টা বুঝবার কোনো উপায়ই নেই। অবশ্য তুলনামূলক বিচারের কথা না ধরলে, ওর প্রকৃতই কোনো বিশ্রাম হয়নি। ওর কাঁধের ওপর মাছটার প্রচণ্ড ভারী টান ওকে এখনও সহ্য করতে হচ্ছে। ও বাঁ হাতটা গলুইয়ের ধারের তক্তার ওপর ভর দিয়ে নৌকাটার ওপরই বেশি বেশি করে মাছের টানের ভারটা চাপিয়ে দিল।

'কী সোজা উপায়ই না ছিল, যদি আমি সুতোটা নৌকার সাথে বেঁধে রাখতে পারতাম,' ও ভাবছিল, 'কিন্তু তাহলে একটা ছোট ঝটকা মারলেই ও সুতোটা ছিঁড়ে ফেলতে পারত। আমার শরীর দিয়ে আমি ওর

www.pathagar.com

টানের ওজনকে আটকাচ্ছি আর সব সময় দুহাতে আর সুতো ছাড়তে তৈরি আছি।'

'কিন্তু বুড়ো তুমি তো এখনও ঘুমোওনি', ও জোরে জোরে বলে উঠল- 'একটা আদ্ধেক দিন আর একটা গোটা রাত্রি পার হয়ে গেছে আর এখন আরও একটা পুরো দিন তুমি ঘুমোওনি। এমন একটা উপায় বার কর, যাতে মাছটা যখন চুপচাপ অবিচল, তখন একটু ঘুমোতে পার। যদি তুমি না ঘুমোও, তাহলে কিন্তু মাথা পরিষ্কার থাকবে না।'

'আমার মাথা যথেষ্ট পরিষ্কার আছে', ও ভাবে, 'খুবই পরিষ্কার। আমার ভাই, ওই তারাদের মতোই পরিষ্কার। তবু আমাকে ঘুমোতে হবে। তারারা ঘুমোয়, চাঁদ, সূর্য, ওরাও ঘুমোয়, এমনকি কোনো কোনো সময়, যখন কোনো স্রোত থাকে না আর সমুদ্র সমতল, শান্ত, তখন সমুদ্রও ঘুমোয়।'

'কিন্তু মনে করে ঘুমোতে হবে। সুতোটার ব্যাপারে একটা কোনো সহজ আর নিশ্চিত উপায় বার করে ঘুমের ব্যবস্থা কর। এখন গিয়ে ডলফিনটাকে কেটে কুটে তৈরি কর। তুমি যদি ঘুমোতে চাও, তাহলে ওই বৈঠা বাঁধাবাঁধির ব্যাপারটা একটু ঝুঁকি হয়ে যাবে।' ও নিজেকে বলল, 'আমার না ঘুমোলেও চলবে। কিন্তু তাহলে ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে।' মাছটার সুতোয় যাতে কোনো ঝাঁকি না পড়ে, সেদিকে সাবধান হয়ে ও হাতের তালু আর হাঁটুতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে পাছ গলুইয়ে গেল। 'মাছটা হয়তো এখন আধ ঘুমন্ত', ও

www.pathagar.com

ভাবে, 'কিন্তু আমি চাই না, যে ও বিশ্রাম নিক। যতক্ষণ না ওর মৃত্যু হয়, ততক্ষণ ওকে টেনে যেতেই হবে।'

পাছ গলুইয়ে এসে ও শরীরটা ঘোরালো, যাতে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে সুতোর টানটা ও বাঁ হাত দিয়ে ধরতে পারে। তারপর ও ডান হাত দিয়ে খাপের মধ্যে থেকে ছুরিটা বার করল। নক্ষত্রেরা এখন অনেক উজ্জ্বল আর ও ডলফিনটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল পাছগলুইয়ের তলায় পড়ে আছে। ও ছুরিটা ওর মাথায় বিঁধিয়ে মাছটাকে টেনে বার করে আনল, তারপর এক পা দিয়ে মাছটাকে চেপে ধরে পেট থেকে নিচের চোয়াল পর্যন্ত একটানে ফেড়ে ফেলল। তারপর ছুরিটা নিচে রেখে ডান হাতটা ওর পেটের ভেতর ঢুকিয়ে নাড়িভুঁড়ি আর কানকো বার করে ভেতরটা পরিষ্কার করে ফেলল। পাকস্থলীটা পিচ্ছিল আর ভারী ভারী মনে হতে ওটাকেও কেটে দেখে, ভেতরে দুটো উড়ুক্কু মাছ। মাছ দুটো একেবারে টাটকা আর শক্ত আছে। ওগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে ও এবার নাড়িভুঁড়ি ও কানকো নৌকার পাশ দিয়ে জলে ফেলে দিল। জলের মধ্যে ফসফরাসের জ্বলজ্বলে রেখা টেনে ওগুলো ডুবে গেল। ডলফিন মাছটার শরীরটা এনে ঠাণ্ডা আর তারার আলোয় পাশুটে সাদা লাগছিল। ডান পা দিয়ে মাছের মাথাটা চেপে ধরে বুড়ো মাছটার একদিককার চামড়া ছাড়িয়ে ফেলল। তারপর মাছটাকে উল্টে নিয়ে অন্য দিককার চামড়াও ছাড়াল। আর মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত দুধারের মাংস কেটে নিল।

মাছের শরীরের বাকি অংশটা জলে ফেলে দিয়ে ও দেখতে চেষ্টা করল জলের মধ্যে কোনো আলোড়ন হয় কিনা। কিন্তু ওটার ধীরে ধীরে ডুবে যাওয়ার হাল্কা আভাই কেবল দেখা গেল। এরপর ও ঘুরে দাঁড়িয়ে উড়ুক্কু মাছ দুটোকে দু ফালি মাংসের মধ্যে রেখে আর ছুরিটাকে খাপে গুঁজে দিয়ে আবার খুব আস্তে আস্তে গলুইয়ে ফিরে এল। পিঠের ওপর ওজনদার সুতোর ভারে ওর পিঠ বেঁকে গেছে আর ও ডান হাতে মাছগুলোকে নিয়ে এল।

গলুইয়ে এসে ও মাছের ফালি দুটোকে আর উড়ুক্কু মাছ দুটোকে তক্তার ওপর পাশাপাশি বিছিয়ে রাখল। তারপর পিঠের ওপর সুতোটাকে সরিয়ে নতুন জায়গায় এনে গলুইয়ের তক্তার ওপর বাঁ হাতের ভর রেখে

www.pathagar.com

সুতোটাকে ধরে থাকল। তারপর নৌকার ধারে ঝুঁকে উড়ুক্কু মাছ দুটোকে ধুয়ে নিল আর হাতে জলের ধাক্কায় জলের গতিটা দেখে নিল। মাছটার চামড়া ছাড়াবার দরুন ওর হাতটা ফসফরাসে জ্বলজ্বল করছিল আর ও জলের প্রবাহ দেখতে থাকল। গতি এখন অনেক ধীর আর ও যখন নৌকার কাঠের গায়ে হাতটা ঘষছিল, তখন ফসফরাসের কণা ও হাত থেকে ঝরে ঝরে নৌকার পেছনদিকে ভেসে যাচ্ছিল।

বুড়ো বলল, 'ও হয় বিশ্রাম নিচ্ছে, নয়তো আধা ঘুমন্ত। এখন তাহলে ডলফিন মাছটাকে খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর কিছু বিশ্রাম আর একটু ঘুম।'

খোলা আকাশের নক্ষত্রের নিচে রাতের ঠাণ্ডা ক্রমশ বাড়ছে। ও ডলফিনের এক ফালি মাংস আর একটা উড়ুক্কু মাছের মাথাটা কেটে ফেলে দিয়ে আর পেটটা পরিষ্কার করে খেয়ে নিল।

'রান্না করা ডলফিন মাছ খেতে কী ভালো আর কাঁচা খেতে কী খারাপ। লেবু বা নুন না নিয়ে আর কখনও নৌকায় উঠব না', ও বলে উঠল।

ও ভাবে, 'একটু বুদ্ধি করে যদি সারাদিন গলুইয়ের তক্তার ওপর জল ছিটাতাম, তাহলে জল শুকিয়ে গেলে নুন তৈরি হত। অবশ্য ডলফিনটা তো ধরলাম প্রায় সন্ধের মুখে মুখে। যাই হোক, এটা ঘটনা যে আমি মোটেই প্রস্তুতি নিইনি। তবে এটাও ঠিক যে, আমি মাছটা কাঁচা হলেও ভালোই খেয়েছি আর বমি বমি ভাবও হয়নি।'

www.pathagar.com

আকাশে পুব দিকটাতে মেঘ জমতে শুরু করল আর তারারা একে একে মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল। মনে হচ্ছিল, যেন ও এক বিশাল মেঘের গিরিখাতে ঢুকে পড়ছে আর বাতাসও পড়ে গেল।

ও বলল, 'আর তিনচার দিনের মধ্যেই আবহাওয়া খারাপ হয়ে পড়বে। তবে আজ রাত্রে তো নয়ই, কালও নয়। বুড়ো, এখন মাছটা ঠাণ্ডা চুপচাপ আর একই রকম আছে, একটু ঘুমিয়ে নাও।'

শরীরের সমস্ত ভার গলুইয়ের কাঠের ওপর রেখে আধশোয়া হয়ে ও ডান হাত দিয়ে সুতোটা শক্ত মুঠোয় ধরে থাকল আর উরু দিয়ে হাতটা চেপে থাকল। তারপর কাঁধের ওপর সুতোর টানটাকে আরো একটু নিচের দিকে নামিয়ে এনে বাঁ হাতটা দিয়ে সুতোটা বেড় দিয়ে নিল।

ও ভাবল 'যতক্ষণ বাঁ হাতের বেড় দিয়ে সুতোটা আটকে রাখবে, ততক্ষণ আমার ডান হাত সুতোটাকে ধরে থাকতে পারবে। যদি আমার ঘুমের মধ্যে ডান হাতের মুঠি আলগা হয়ে যায়, তাহলে সুতোটা হুড়হুড় করে বেরিয়ে গেলে আমার বাঁ হাতই আমায় জাগিয়ে দেবে। ডান হাতের ওপর বেশি চাপ পড়ছে বটে, কিন্তু ও খুব শক্ত আছে আর খাটাখাটিনিতে অভ্যস্ত। তারপর ও সুতোর সঙ্গে সমস্ত শরীরটা লাগিয়ে ডান হাতের ওপর সুতোর সমস্ত টানটা রেখে গুড়িসুড়ি হয়ে শুয়ে পড়ল আর পরমুহূর্তেই ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল।

এবার আর ওর স্বপ্নের মধ্যে সিংহ এল না, এল সামুদ্রিক কচ্ছপের একটা বিরাট ঝাঁক, প্রায় আট দশ মাইল লম্বা। কচ্ছপগুলোর এটা জোড় লাগার সময় আর ওরা জল থেকে অনেকটা ওপরে লাফিয়ে উঠছে আবার সেই জলের গর্ততেই পড়ছে।

তারপর ও স্বপ্নে দেখল যে, ও গ্রামে ওর নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছে, উত্তুরে হাওয়া বইছে, ওর খুব শীত শীত করছে আর বালিশের বদলে ডান হাতের ওপর মাথা রেখে শোয়ার দরুন ওর ডান হাতটা ঝিঁঝি ধরে অবশ হয়ে গেছে।

এরপর ওর স্বপ্নে আবার সেই দীর্ঘ হলুদ তটভূমি এসে গেল আর ও দেখল প্রথম সিংহটা সন্ধ্যার মুখে মুখে তটভূমিতে নেমে এল, তারপর আরো সিংহ এসে গেল। ও যেন ডাঙার দিক থেকে বয়ে আসা মৃদু বাতাসে নোঙর ফেলা জাহাজের গলুইয়ের তক্তার ওপর থুতনি রেখে

www.pathagar.com

প্রতীক্ষায় আছে, কখন আরো, আরো সিংহ আসবে। ওর মনটা প্রশান্ত হয়ে আছে। চাঁদ অনেকক্ষণ ওপরে উঠে এসেছে আর ও ঘুমিয়েই চলেছে। মাছটা একইভাবে অবিরাম টেনে নিয়ে চলেছে আর নৌকাটা মেঘের সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

ওর ডান হাতের মুঠিটা সজোরে ওর মুখে লাগতেই একটা ঝাঁকুনি খেয়ে ওর ঘুম ভেঙে গেল, সুতোটা তখন ওর ডান হাতের মুঠি থেকে হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে আগুনের মতো জ্বালা ধরিয়ে। ওর বাঁ হাতটার অস্তিত্বই ও টের পেল না, ডান হাত দিয়েই সুতোটা আটকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিন্তু সুতো বেরিয়েই যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ওর বাঁ হাতই সুতোটা ধরল আর ও সুতোর ওপর সমস্ত শরীরের ভার ছেড়ে দিল। এবার সুতোর প্রবল টানে ওর পিঠ আর বাঁ হাত যে জ্বলতে লাগল আর বাঁ হাতের ওপর সুতোর সমস্ত টানটা পড়ায়, বিশ্রীভাবে হাতের তালুর মাংস কেটে যেতে লাগল। ও সুতোর বান্ডিলগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল, সুতো স্বচ্ছন্দ গতিতে অবিরাম বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তেই মাছটা সমুদ্রের জল লণ্ডভণ্ড করে একটা লাফ দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে আবার জলে পড়ল। তারপর ও ক্রমাগত লাফের পর লাফ দিতেই থাকল, আর সুতোটা হু হু করে বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নৌকা দ্রুতবেগে চলতে থাকল। বুড়ো সুতোটা যতটা সম্ভব টেনে রেখে প্রায় ছেড়ে ছেড়ে অবস্থায় আনতে লাগল। টানের চোটে ও গলুইয়ের ওপর রাখা ডলফিনটার বাকি মাংসের ফালির ওপর এমন মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল যে, নড়তে পর্যন্ত পারছিল না।

'তাহলে এরই অপেক্ষায় এতক্ষণ ছিলাম,' ও ভাবল, 'ঠিক আছে, তাহলে হয়ে যাক। যত বেশি সুতো টানবে, তত বেশি মূল্য দিতে হবে। ওকে বাধ্য করতে হবে মূল্য দিতে।'

মাছটার লাফগুলো ও অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু সমুদ্রের জল তোলপাড় হওয়ার আর ওর ভারী শরীরের জলের ওপর আছাড় খাওয়ার শব্দগুলো শুনতে পাচ্ছিল। সুতোটা এত জোরে ওর হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল যে, ওর হাত কেটে যাচ্ছিল কিন্তু ও তো জানত যে এমনটা হতে পারে, তাই ও চেষ্টা করছিল, যাতে সুতোর ধারে ওপর হাতের কড়া পরা জায়গাগুলোই কেটে যায় আর তাই সুতোটায় যাতে ওর হাতের তালুর নরম জায়গা অথবা আঙ্গুলগুলো না কাটে, সেই চেষ্টা করছিল।

www.pathagar.com

'যদি ছেলেটা এখানে থাকত তাহলে ও সুতোর বান্ডিলগুলো জল দিয়ে ভিজিয়ে দিত,' ও ভাবে, 'হ্যাঁ, যদি ছেলেটা এখানে থাকত, যদি ছেলেটা এখানে থাকত।'

সুতোটা ক্রমাগত বেরিয়েই যাচ্ছে, কিন্তু এখন সুতো বেরিয়ে যাওয়ার গতিটা কমে এসেছে আর প্রতি ইঞ্চি সুতো টানার জন্য মাছটাকে ও যথেষ্ট পরিশ্রম করতে বাধ্য করছে। এইবার ও কাঠের ওপর থেকে মাথাটা তুলতে পারল যেখানে ও মাছের ফালিটার ওপর মুখ থুবড়ে গাল চেপে পড়েছিল। তারপর প্রথমে হাঁটুর ওপর ভর দিল আর আস্তে আস্তে পায়ের ওপর ভর দিয়ে সোজা হল। সুতো কিন্তু সারাক্ষণই বেরিয়ে যাচ্ছে, তবে গতি আরো ধীর হচ্ছে। ও দেখতে পাচ্ছিল না বলে, পা দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করল, সুতোর বান্ডিলগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। এখনও যথেষ্ট সুতো হাতে আছে আর এই যে নতুন করে প্রচুর সুতো বেরিয়ে গেল, জলের মধ্যে দিয়ে সেটার ঘর্ষণের বাধা তো অতিরিক্ত টানের সৃষ্টি করেছে, মাছটাকে তো সেটাও টানতে হচ্ছে।

'হ্যাঁ, এখন যে মাছটা বারো চৌদ্দ বার লাফ দিল আর ওর শরীরের ভেতরে মেরুদণ্ডের দুপাশের থলিগুলোয় হাওয়া ভরে নিল, এর ফলে ও তো আর সমুদ্রের তলায় গিয়ে মরে পড়ে থাকতে পারবে না, নইলে ওখান থেকে ওকে টেনে তোলা তো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না,' ও ভাবে, 'খুব শিগগিরগই ও এবার গোল হয়ে ঘুরতে আরম্ভ করবে আর তখনই আমার ওকে কায়দা করতে হবে। ভাবছি, ও হঠাৎ অমন করে লাফাতে শুরু করল কেন? এটা কি ওর খিদের চোটে বেপরোয়া হয়ে যাওয়া, নাকি রাতের সমুদ্রে কিছু দেখে ভয় পেয়েছে? হতে পারে ও হঠাৎ-ই ভয় পেয়ে গেছে। কিন্তু ওকে তো মনে হয়েছিল, খুব বলশালী, ঠাণ্ডা প্রকৃতির আর একেবারে নির্ভয় আর আত্মবিশ্বাসী। অবাক কাণ্ড।'

ও বলল, 'বুড়ো, তুমি নিজে একটু নির্ভয় আর আত্মবিশ্বাসী হও তো। তুমি ওকে এখন টেনে ধরে আছ বটে, কিন্তু সুতো তো একটুও টেনে আনতে পারছ না। অবশ্য ওকে শিগগিরই গোলাকারে ঘোরা শুরু করতে হবে।'

বুড়ো এখন ওর কাঁধে আর বাঁ হাতের জোরে মাছটাকে টেনে ধরে আছে। ও নিচু হয়ে ডান হাত দিয়ে খানিকটা জল তুলে নিয়ে মুখের

www.pathagar.com

ওপর দিয়ে ডলফিনের মাংসের দলাটা ধুয়ে ফেলল। ওর ভয় হচ্ছিল পাছে বমি না করে বসে, তাহলে ওর শক্তিক্ষয় হবে। যখন গাল মুখ পরিষ্কার করে ধোয়া হয়ে গেল, তখন ও ডান হাতটা নৌকার পাশে জলে ধুয়ে নিয়ে হাতটা কিছুক্ষণ ওই নোনা জলেই ধরে রাখল। সূর্যোদয়ের ঠিক আগে, প্রথম সূর্যের আলো তখন আকাশে ফুটে উঠেছে, ও দেখল,মাছটা প্রায় পুব দিকেই চলেছে। তার মানে ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর স্রোতের অনুকূলেই সাঁতরে চলেছে। 'এবার ও শিগগিরই ঘুরতে শুরু করবে আর তখনই আমাদের আসল কাজ শুরু হবে,' ও ভাবল। ও বিবেচনা করে দেখল, যে ডান হাতটা যথেষ্ট সময় জলের ভেতর রাখা হয়েছে। তখন ও হাতটা তুলে দেখল, আর বলে উঠল, 'হাতটার অবস্থা খুব একটা খারাপ নয়, আর তাছাড়া একটা পুরুষ মানুষের এই ব্যথা, যন্ত্রণাতে কিছুই যায় আসে না?'

ও এবার সাবধানে সুতোটাকে ডান হাত দিয়ে ধরল যাতে হাতে নতুন করে যে সব জায়গা কেটে গেছে, সেখানে সুতোর ঘষা না লাগে, তারপর দুপায়ের ওপর শরীরের ভার এমনভাবে বিন্যস্ত করল, যাতে এবার নৌকার অন্য দিকে বাঁ হাতটাকে জলে ডোবানো যায়।

ও বাঁ হাতকে বলল, 'তোমার মতো অপদার্থের পক্ষে তুমি খুব একটা খারাপ করনি। কিন্তু একটা অসময়ে আমি তোমাকে খুঁজেই পাইনি।

ও ভাবল, 'আচ্ছা, দুটো ভালো হাত নিয়ে আমার জন্ম হল না কেন? হয়তো আমারই দোষ, ওকে ঠিক মতো শেখাতে পারিনি। ভগবান জানেন, শিখবার মতো যথেষ্ট সুযোগ ওকে দেওয়া হয়েছে। যদিও রাত্তিরে ও খুব একটা খারাপ করেনি, কেবল একবার খিল ধরেছিল। যদি আবার ওর খিল ধরে, সুতোটা যেন ওকে কেটে ফেলে দেয়।'

ও বুঝতে পারছে, যে ওর মাথাটা ঠিকঠাক পরিষ্কার কাজ করছে না, তবু ভাবছে ডলফিনের মাংসটা আরও কিছুটা খেলে হত। আবার নিজেই নিজেকে বলছে, 'না ওটা খাওয়া ঠিক হবে না। বমি করে শক্তিক্ষয় করার চাইতে মাথাটা হাল্কা থাকা বাঞ্ছনীয়। আমি জানি যে, ওটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম আর ওটা খেলেও আমি পেটে ধরে রাখতে পারব না। তার চেয়ে বরং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যে ওটা রেখে দেওয়া যাক,

www.pathagar.com

অবশ্য যতক্ষণ না নষ্ট হয়ে যায়। এখন ওটা খেয়ে শক্তি সঞ্চার করার পক্ষে বড় দেরি হয়ে গেছে।' ও নিজেকেই বলছে, 'তুমি একটা মূর্খ, অন্য উড়ুক্কু মাছটা খাও না কেন।'

উড়ুক্কু মাছটা কেটে পরিষ্কার করে রাখা আছে। ও ওটা বাঁ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে সাবধানে কাঁটা ফাটা সমেত পুরো মাছটা লেজ পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিল। 'অন্য মাছের চাইতে এটা অনেক পুষ্টিকর', ও ভাবে, 'অন্তত আমার যে রকম শক্তি চাই, সেটা পাব। এখন আমার যা করার দরকার তা করলাম, এবার ও যদি গোল হয়ে ঘুরতে আরম্ভ করে তাহলেই আসল লড়াই শুরু হবে।'

সমুদ্রে ডিঙি ভাসানোর পর এই নিয়ে তৃতীয়বার সূর্য উঠল আর তখনই মাছটা গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল।

মাছটা যে ঘুরছে, সেটা অবশ্য ও সুতোর ঢল দেখে বুঝতে পারছিল না। এত তাড়াতাড়ি ওটা চোখে দেখা যাবে না। ও খালি সুতোর ওপর চাপটা একটু হাল্কা হয়েছে সেটা বুঝতে পেরে ডান হাত দিয়ে খুব ধীরে ধীরে সুতো টেনে আনতে আরম্ভ করল। মাঝে মাঝেই সুতো আটকে আটকে যাচ্ছিল, কিন্তু সুতো ছিঁড়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় আসার আগেই আবার ও মাছটাকে টেনে আনতে পারছিল না। ও সুতোর তলা থেকে ওর কাঁধ আর মাথা সরিয়ে নিল আর আস্তে আস্তে সমান ভাবে সুতো টেনে আনতে লাগল। ও দুই হাত দুলিয়ে দুলিয়ে এমনভাবে সুতো টানতে থাকল, যাতে ওর পুরো শরীর আর দুটো পা-এর ওপর ওই টানের বেশির ভাগ চাপটা পড়ে, যাতে ওর বুড়ো পা আর কাঁধ টানের দুলুনিতে পুরো ভর রাখে।

'বেশ বড় গোলাকার বৃত্তে ও ঘুরছে। কিন্তু ঘুরছে তো!' ও বলল।

তারপরেই ও আর সুতো টেনে আনতে পারছে না, বেশি জোর করতে গেলে সুতো থেকে সূর্যের আলোয় জলের ফোটা ঝরতে দেখল। তারপরেই আবার ওর হাত থেকে সুতো বেরিয়ে যেতে শুরু করল আর বুড়ো হাঁটু মুড়ে বসে একান্ত অনিচ্ছায় কালো জলের ভেতর সুতোটা চলে যেতে দিল।

'ও এখন ঘুরতে ঘুরতে দূরে চলে যাচ্ছে। যতটা সম্ভব ওকে টেনে রাখতে হবে। কষে টেনে রাখলে ওর ঘোরার বৃত্তটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে

www.pathagar.com

আসবে। মনে হচ্ছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি ওকে দেখতে পাব। এখন ওকে আশ্বস্ত রাখতে হবে আর তারপরেই আমার হাতে ওর মৃত্যু।'

কিন্তু মাছটা ধীরে ধীরে ক্রমাগত ঘুরেই চলেছে আর দু'ঘণ্টা বাদে বুড়ো শরীরের ভেতরে হাড় পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে, ঘেমে নেয়ে ভিজে একাকার। তবে ওর ঘোরার বৃত্তগুলো আরো ছোট হয়ে এসেছে আর সুতোর ঢল দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, মাছটা সাঁতরাতে সাঁতরাতে জলের ভেতর অনেকটা ওপরের দিকে উঠে এসেছে।

গত ঘণ্টাখানেক ধরে বুড়ো চোখের সামনে কালো কালো ছোপ দেখতে পাচ্ছে আর ওর ঘামের নুন চোখের ভেতর ঢুকে গেছে আর ওর কপালে চোখের ওপর কাটা জায়গায় ঢুকে গেছে আর জ্বলছে। ওই কালো কালো ছোপের জন্য ওর ভয় নেই। কারণ ও জানে যে সুতোর টান ধরে রাখার জন্য যে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে, তাতে এটা হওয়া স্বাভাবিক। তবে অন্তত বার দুয়েক যে ওর মাথা ঝিমঝিম করে মূর্ছা যাবার মতো অবস্থা হয়েছিল, তার জন্যে ওর একটু উদ্বেগ রয়েছে।

'আমি নিজের কাছে হেরে যাব আর এই রকম একটা মাছের জন্যে মরে যাব, তা হয় না' ও বলল, 'এখন যখন ওকে সুন্দরভাবে টেনে আনতে পারছি, তখন ভগবান আমাকে আরও সহ্য করার শক্তি দেবেন। আমি আরও একশবার 'আমাদের পিতা' আর 'হেইল মেরী' প্রার্থনা করব। কিন্তু এখনই অবশ্য তা করতে পারছি না।'

ও ভাবল, 'আমি প্রার্থনাগুলো করে নিয়েছি, মনে করে নাও ভগবান। আমি পরে নিশ্চয়ই করব।'

ঠিক এই সময় ওর দু'হাত দিয়ে ধরে থাকা সুতোয় ও হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে হ্যাঁচকা টান টের পেল। টানটা তীব্র, ওজনদার আর শক্ত।

নিশ্চয়ই ওর মুখের বর্শা দিয়ে ও সুতোয় বাঁধা সিসেগুলোকে আঘাত করছে,' ও ভাবল। 'এ তো হতেই হবে, ওকে তো এটা করতেই হবে। অবশ্য এরপরে ও হয়তো লাফও দিতে পারে। কিন্তু আমি চাই যে ও ঘুরতে থাকুক। বাতাস নেবার জন্য লাফ দেওয়া ওর দরকার কিন্তু প্রতিটি লাফের পর ওর মুখে সেখানে বড়শি বিঁধে আছে, সেখানকার কাটাটা আরও চওড়া হয়ে যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত ওর মুখ থেকেবড়শি খুলেও যেতে পারে।'

www.pathagar.com

ও বলে উঠল, 'লাফিও না মাছ, লাফ দিও না।'

মাছটা আরও বার কয়েক সুতোটাকে ঝাপটা মারল আর প্রতিবারই ওর মাথা নাড়ার সাথে সাথেই বুড়ো আরও সুতো ছাড়তে লাগল।

'ওর মুখের যন্ত্রণাটা ধরে রাখতে হবে,' বুড়ো ভাবে, 'আমার যন্ত্রণায় কিছু যায় আসে না। আমারটা আমি দমন করতে পারব। কিন্তু ওর যন্ত্রণা ওকে পাগল করে দিতে পারে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাছটা সুতোয় ঝাপটা মারা বন্ধ করে আবার বৃত্তাকারে আস্তে আস্তে ঘুরতে আরম্ভ করল। এখন বুড়ো ক্রমাগত সুতো টেনে মাছটাকে কাছে নিয়ে আসছে। কিন্তু আবার ওর মাথা ঘুরে জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা হলো। ও বাঁ হাত দিয়ে সমুদ্রের জল তুলে মাথায় দিয়ে থাবড়াতে লাগল, তারপর আরও জল নিয়ে ঘাড়ের পেছনে ঘষতে লাগল।

'আমার তো কোনো খিঁচ ধরেনি,' ও বিড়বিড় করল, 'মাছটা শিগগিরই ভেসে উঠবে আর আমি ঠিক চাঙ্গা থাকব। তোমাকে টিকে থাকতেই হবে। একথা একদম বলবে না পর্যন্ত।'

ও গলুইয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল আর একটু সময়ের জন্য সুতোটাকে ফের পিঠের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল। 'ও যতক্ষণ গোল হয়ে ঘুরতে থাকবে বাইরের দিকে যাবে, ততক্ষণ একটু বিশ্রাম নিয়ে নিই, তারপর ও যখন কাছে আসতে থাকবে, তখন দাঁড়িয়ে ওঠে সুতো টেনে ওকে আরও কাছে নিয়ে আসব,' ও ঠিক করল।

ওর খুব লোভ হচ্ছিল যে, গলুইয়ে বসে আরও একটু বিশ্রাম নেয়, ততক্ষণে মাছটা নিচে থেকে পুরো একটা বৃত্ত গোল হয়ে ঘুরুক আর সুতো টানা না হোক। কিন্তু যখন সুতোর টান থেকে বোঝা গেল যে, মাছটা ঘুরে ফের নৌকার দিকে আসছে, তখন বুড়ো দাঁড়িয়ে উঠে পায়ের ওপর শক্ত করে ভর রেখে যতখানি পারা যায় সুতো টেনে টেনে নিয়ে আসতে লাগল।

'আগে কখনও আমি এত ক্লান্ত বোধ করিনি,' ও ভাবছে, 'এখন আবার বাণিজ্য বায়ু বইতে শুরু করেছে আর এর ফলে ওকে টেনে আনা সুবিধেজনক হবে। এটা আমার অত্যন্ত দরকার।'

www.pathagar.com

'এবার ও যখন গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে বাইরের দিকে যাবে, তখন আবার একটু বিশ্রাব নেব' ও বিড়বিড় করল, 'এখন একটু ভালো লাগছে, আর দুতিনবার ঘুরলেই ওকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাব।'

ওর খড়ের টুপিটা ওর মাথার অনেক পেছন দিকে হেলে পড়েছে আর ও মাছটা ঘুরে বাইরের দিকে যেতেই সুতোর টানটা শক্ত রেখে গলুইয়ে বসে পড়ল।

'মাছ, এখন তুমি তোমার কাজ করে যাও, এর পরের বার ঘুরে এলে আমি তোমাকে ধরে নেব।' ও ভাবে।

সমুদ্র অনেকটা ফুলে উঠেছে। কিন্তু এটা অনুকূল বায়ু আর বাড়ি ফিরতে হলে, এই বাতাসটা দরকার।

ও বিড়বিড় করল, 'আমি দক্ষিণ-পশ্চিমে নৌকা বাইব। সমুদ্রে কেউ কখনও হারিয়ে যায় না আর আমাদের দ্বীপটা তো অনেক লম্বা।'

যখন তৃতীয়বার ঘুরছে, তখনই ও মাছটাকে প্রথম দেখতে পেল।

প্রথমে ও একটা কালো আবছায়া দেখতে পেল, যেটা নৌকার তলা দিয়ে এত সময় ধরে অতিক্রম করল যে, ও মাছটার দৈর্ঘ্য বিশ্বাসই করতে পারছিল না। 'না'- ও বলতে লাগল, 'ও এত বড় হতেই পারে না।' কিন্তু মাছটা সত্যিই বিশালাকৃতি আর পুরো বৃত্ত ঘোরার পরে ও মাত্র ত্রিশ গজ দূরে জলের ওপর ভেসে উঠল আর বুড়ো জলের ওপর ওর লেজটাকে দেখতে পেল। একটা বড় হাঁসুয়ার ফলার চাইতেও বড় আর খুব ফিকে নীল রঙের লেজটা ঘন নীল জলের ওপর উঁচু হয়ে আছে। লেজটা ফের জলের ভেতর আছড়ে পড়ল আর মাছটা যখন জলের ঠিক নিচ দিয়ে সাঁতরে যাচ্ছিল, বুড়ো ওর সুবিশাল আকৃতি আর ওর শরীরের নীল বেগুনি লম্বা দাগগুলো দেখতে পাচ্ছিল। ওর পিঠের পাখনাটা মোড়া আর বুকের দু'পাশের বিশাল দুটো পাখনা ছড়ানো।

এই বারের ঘোরার সময় বুড়ো মাছটার চোখ আর দুটো ধূসর রঙের চোষক মাছ ওর পাশে পাশে সাঁতার কাটছে, দেখতে পেল। কখনও কখনও ওই চোষক মাছ দুটো ওর গায়েও সেঁটে থাকছে আবার কখনও ছিটকে যাচ্ছে। কখনও ওরা ওর শরীরের ছায়ায় ছায়ায় সাঁতার কেটে চলেছে। ও দুটো তিনফুটের ওপর লম্বা আর যখন খুব দ্রুত সাঁতার কাটছে, তখন ওদের সারা শরীর বানমাছের মতো মোচড়াচ্ছে।

www.pathagar.com

বুড়ো এখন খুব ঘামছে, কিন্তু রোদ ছাড়াও অন্য কিছু এর জন্য দায়ী। মাছটা যতবার স্থির শান্তভাবে ঘুরে ভেতরের দিকে আসছে,

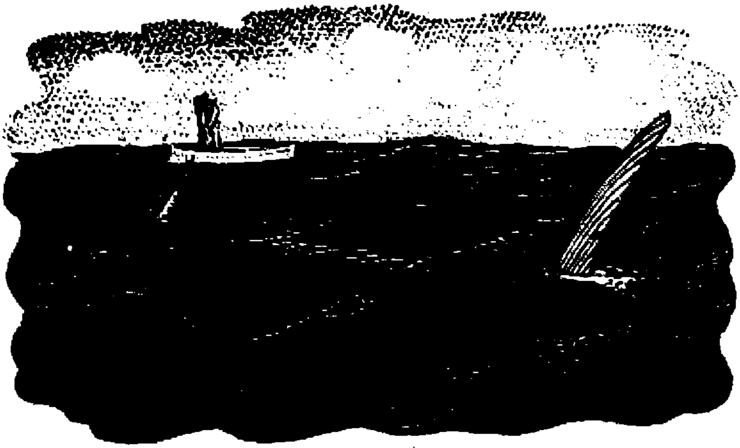

ততবারই ও সুতো টেনেটেনে মাছটাকে আরও কাছে নিয়ে আসছে আর ও প্রায় নিশ্চিত যে আর বার দুয়েক ঘুরে এলেই ও হারপুন ছুঁড়ে ওকে গেঁথে ফেরার মতো সুযোগ পেয়ে যাবে।

'কিন্তু ওকে কাছে, আরো কাছে খুব কাছে এনে ফেলতে হবে।' ও ভাবল, 'ওর মাথায় তাক করে মারলে হবে না, ওর হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে হারপুন গাঁথতে হবে।'

ও জোরে জোরে বলে উঠল, 'বুড়ো মাথা ঠাণ্ডা রাখ, দৃঢ় হয়ে থাক।'

এরপরের বার মাছটা ঘুরে আসতে ওর পিঠটা জলের ওপর ভেসে উঠল, কিন্তু এখনও ও নৌকা থেকে বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে। তারপরের বার ও তখনও অনেকটাই দূরে তবে জলের ওপরে ওর শরীর আরও উঁচুতে ভেসে উঠেছে। বুড়ো এবার স্থির নিশ্চিত হল যে, আরো খানিকটা সুতো টেনে আনলে ও মাছটাকে একেবারে নৌকার পাশে নিয়ে আসতে পারবে।

ও হারপুনটাকে অনেক আগেই দড়ি-টড়ি বেঁধে তৈরি রেখেছিল। হালকা দড়ির বান্ডিলটা একটা গোল ঝুড়ির মধ্যে রাখা আর গড়ির শেষ প্রান্তটা গলুইয়ের একটা কড়ার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা।

www.pathagar.com

মাছটা এবার ওর ঘোরার বৃত্তে ঘুরে আসছে, কি শান্ত আর সুন্দর দেখতে। ওর বিশাল লেজটা কেবল নড়ছে। বুড়ো ওকে আরো কাছে আনার জন্যে যত পারে সুতো টানতে লাগল। এক পলকের জন্যে মাছটা একটু কাত হল। তারপরেই আবার সোজা হয়ে আরেকটা বৃত্তে ঘুরতে শুরু করল।

'আমি ওকে নড়াতে পেরেছি', বুড়ো বলে উঠল, 'আমি ওকে তাহলে নড়িয়েছি।'

বুড়োর আবার মূর্ছা যাবার মতো মাথাটা ঘুরে উঠল, কিন্তু ও যতটা পারে চাপ রেখে ঐ অসাধারণ মাছটার টানটা ধরে রাখল 'আমি ওকে নড়াতে পেরেছি', ও ভাবল, 'হয়তো এইবার আমি ওকে উল্টে ফেলতে পারব। হাত, টানো, টানো; পা শক্ত হয়ে থাকো; মাথা আমার জন্যে আরো কিছুক্ষণ কাজ করো। আমার জন্য আরো কিছুক্ষণ; তোমার কখনোই কিছু হয়নি। এবার আমি ঠিক ওকে টেনে নিয়ে আসতে পারব।'

কিন্ত যখন ও মাছটা কাছাকাছি আসবার আগেই সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়ে, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে টানতে চেষ্টা করল, মাছটা একটু কাত হয়েই ফের সোজা হয়ে গেল আর সাঁতরে দূরে চলে গেল।

'মাছ,' বুড়ো বলে উঠল, 'মাছ, তোমাকে তো শেষ পর্যন্ত মরতেই হবে। তুমি কি আমাকেও মারতে চাও?'

'এভাবে কিছুই করা যাবে না' বুড়ো ভাবল। ওর মুখের ভেতরটা পর্যন্ত এমন শুকিয়ে গেছে যে ও কথা বলতে পারছে না। কিন্তু এখন জলের বোতলের দিকে হাত বাড়ানো যাবে না। 'এবার আমি ওকে ঠিক নৌকার পাশে টেনে আনব,' ও ভাবল, 'আরও কয়েক পাক সহ্য করার মতো গায়ের জোর আর নেই। না না, আছে, ' ও নিজেকে বলল, 'তুমি চিরকাল এইভাবে চালিয়ে যেতে পারবে।'

এরপরের পাকে ও মাছটাকে প্রায় হাতে পেয়ে গেছিল। কিন্তু মাছটা আবার সোজা হয়ে আস্তে আস্তে সাঁতরে দূরে চলে গেল।

'তুমি আমাকে মেরে ফেলছ, মাছ', বুড়ো ভাবে, 'অবশ্য তোমার সে অধিকার আছে। ভাই, তোমার চেয়েও অসাধারণ, সুন্দর, ধীর-ঠাণ্ডা আর মহান মাছ আমি কখনও দেখিনি। এস আমাকে মার। এখন আর কে কাকে মারবে, তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।'

www.pathagar.com

'এবার কিন্তু তোমার মাথায় গণ্ডগোল হচ্ছে,' বুড়ো ভাবে, ' তোমার মাথা ঠিক রাখতে হবে। মাথা পরিষ্কার রাখো, আর কী করে মানুষের মতো সহ্য করতে হয় ভাবো। অথবা মাছের মতো।

'মাথা, পরিষ্কার হও'- বুড়ো এমন সুরে বলে উঠল, যে ও নিজেই প্রায় নিজের কথা শুনতে পেল না,' 'পরিষ্কার হও।'

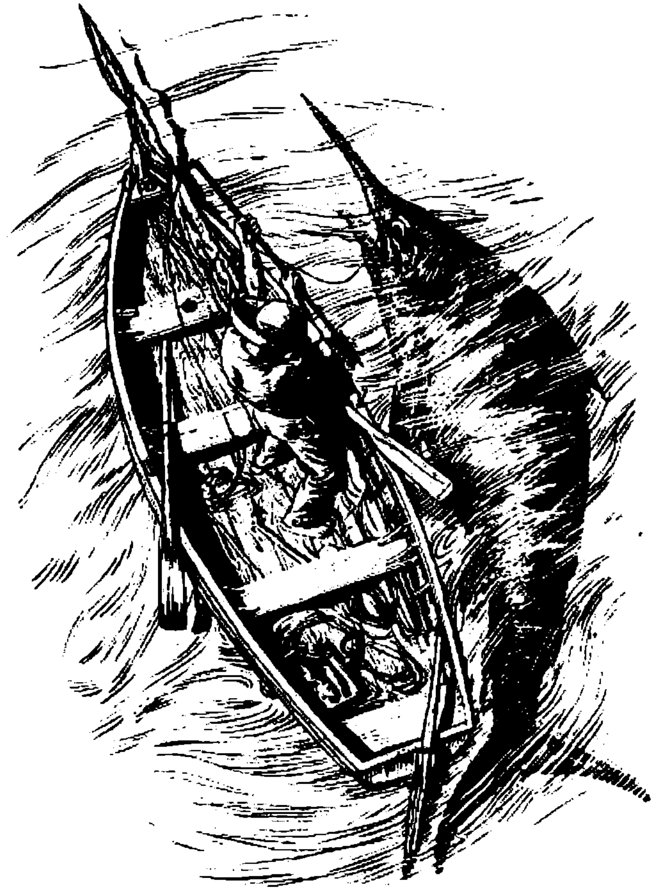

আরও দুবারের পাকে ওই একই পুনরাবৃত্তি হল। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' বুড়ো ভাবে, 'প্রতিবারই মনে হচ্ছে, বুঝি এবারেই অজ্ঞান হয়ে যাব। জানি না, কিন্তু আরও একবার চেষ্টা করি।' ও আরও একবার

www.pathagar.com

টেনে টেনে মাছটাকে আরো কাছে আনবার চেষ্টা করল। আর মাছটা যখন টানের চোটে কাত হয়ে পড়েছে, তখনই মনে হল, এবার বুঝি ও মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। কিন্তু মাছটা আবার সোজা হল আর বাতাসে বিশাল লেজ নাড়িয়ে খুব ধীরে সাঁতরে দূরে চলে গেল।

বুড়ো মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, 'আমি আবার চেষ্টা করব।' ওর হাত দুটো এখন মণ্ডের মতো নরম হয়ে গেছে আর মাঝে মাঝে কেবল কয়েক পলকের জন্য ও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

ও আবার চেষ্টা করল, কিন্তু ফল একই। 'তাহলে'- ও ভাবছে, আর প্রায় জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থায় এসে আবার ভাবছে, 'আমি আরো একবার চেষ্টা করব।'

ও ওর সমস্ত যন্ত্রণা, ওর শরীরের অবশিষ্ট শক্তি আর ওর বহুক্ষণ আগে ফুরিয়ে যাওয়া আত্মাভিমানের শেষ বিন্দুটুকু একত্র করে মাছটার নিদারুণ যন্ত্রণাকাতরতার বিরুদ্ধে শেষ লড়াই চালাল। মাছটা একপাশে পুরো কাত হয়ে ওইভাবেই ভেসে থেকে সাঁতারাতে লাগল, ওর ছুরির ফলার মতো চঞ্চু নৌকার কাঠে প্রায় ঠেকেছে আর ওইভাবেই জলের মধ্যে ওর বিশাল, লম্বা চওড়া রূপোর মতো শরীরটা নীল বেগুনি ডোরা দাগ নিয়ে সীমাহীনের মতো নৌকাটা অতিক্রম করে চলেছে।

বুড়ো সুতোটা নিচে নামিয়ে পা দিয়ে চেপে ধরল আর হারপুনটা তুলে নিয়ে যতটা সম্ভব উঁচু করে ধরে শরীরের সমস্ত শক্তি আর শেষ মুহূর্তের ভেতর থেকে আরো শক্তি জড় করে মাছটার বুকের পাখনা, যেটা প্রায় ওর বুকের কাছ পর্যন্ত উঁচু হয়ে রয়েছে, তার ঠিক পাশে আমূল ঢুকিয়ে দিল। ও টের পাচ্ছে, লোহার ফলাটা গভীরে ঢুকে যাচ্ছে আর ও ওটার ওপর পুরো শরীরের ভর রেখে নিজের সমস্ত ওজনটা চাপিয়ে প্রাণপণে ফলাটা আরো ভেতরে ঠেলে দিল।

এই সময় মাছটা যেন সজীব হয়ে উঠল, ওর শরীরের মধ্যে মৃত্যুর পদধ্বনি আর ও ওর সুবিশাল লম্বা চওড়া শরীর, ওর সমস্ত শক্তি আর সৌন্দর্য নিয়ে জলের ওপর শেষ লাফ দিল। মনে হল নৌকায় বুড়োর মাথার ওপরে শূন্যে ওর শরীরটা কিছুক্ষণের জন্য ভেসে রয়েছে। তারপরেই ও প্রচণ্ড শব্দ করে জলের ভেতর পড়ল, জল ছিটকে উঠে বুড়োর সারা শরীর, পুরো নৌকা ভিজিয়ে দিল।

www.pathagar.com

বুড়োর চেতনা প্রায় লুপ্ত, অবসন্ন, ভালো করে দেখতেও পাচ্ছে না। কিন্তু সেই অবস্থাতেই ও হারপুনের দড়িটা ঠিক করে দুটো ক্ষতবিক্ষত হাতের মাঝখানে দিয়ে দড়িটা ছাড়তে লাগল। তারপর যখন ওর দৃষ্টি একটু স্বচ্ছ হয়ে এল, তখন দেখল, মাছটা চিত হয়ে আসছে, ওর বড় রূপালি পেটটা উঁচু হয়ে রয়েছে। মাছটার ঘাড় থেকে হারপুনের ডাণ্ডাটা কোনাকুনি বেরিয়ে রয়েছে আর ওর হৃৎপিণ্ডের রক্ত সমুদ্রের জল লাল করে তুলছে। এক মাইল গভীর ওই জায়গায় নীলজলটা প্রথমে জলের তলার অগভীর চড়ার মতো কালচে লাগছিল, তারপর ওটা আস্তে আস্তে মেঘের মতো ছড়িয়ে গেল। মাছটা তখন ওর ঠাণ্ডা, রূপালি শরীরটা নিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে ভাসছে।

বুড়োর যেটুকু দৃষ্টিশক্তি অবশিষ্ট আছে, তাই দিয়ে সাবধানে ও তাকিয়ে দেখল। তারপরে হারপুনের দড়িটা নৌকার পাশের আংটায় দু'পাক ঘুরিয়ে বেঁধে ফেলে, হাতের ওপর মাথা রাখল।

'মাথাটা পরিষ্কার রেখ।' ও গলুইয়ের কাঠের ওপর মুখ রেখে বিড়বিড় করছে, 'আমি একটা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত বুড়ো। কিন্তু আমি, আমার ভাই এই মাছটাকে মেরে ফেললাম। আর এখন আমাকে ক্রীতদাসের মতো খাটতে হবে।'

'এখন মাছটাকে নৌকার পাশে বেঁধে ফেলার জন্য আমাকে ফাঁস, দড়ি এইসব তৈরি করতে হবে।' ও ভাবল, 'আমরা দুজনও যদি থাকতাম, তাহলেও নৌকাটা জলে ভরে মাছটাকে নৌকায় তুলে তারপর জল ছেঁচে ফেললেও হতো না, কারণ, এই নৌকায় মাছটা ধরতই না। আমাকেই সব করতে হবে, তারপর মাছটাকে কাছে টেনে এনে নৌকার সঙ্গে ভালো করে বেঁধে ফেলতে হবে, তারপর মাস্তুলটা বসিয়ে পাল খাটিয়ে বাড়ির দিকে নৌকা বাইতে হবে।'

ও মাছটাকে নৌকার ঠিক পাশে টেনে আনতে শুরু করল, যাতে ওর কানকোর মধ্যে দিয়ে একটা দড়ি ঢুকিয়ে ওর মুখের ভেতর দিয়ে বার করে এনে ওর মাথাটা নৌকার গলুইয়ের পাশে বেঁধে ফেলা যায়। 'আমি ওকে এবার ভালো করে দেখতে চাই, ওকে ছুঁতে চাই, ওকে অনুভব করতে চাই,' ও ভাবল, 'ও তো আমার সৌভাগ্য। অবশ্য সে জন্যেই ওকে ছুঁতে চাইছি না। মনে হয় ওর হৃৎপিণ্ডটা আমি অনুভব করেছি।

www.pathagar.com

যখন আমি দ্বিতীয়বার হারপুনের ডাণ্ডাটায় চাপ দিয়ে আরো ভেতরে ঠেলেছি, তখন। এবার মাছটাকে টেনে নিয়ে এসো, আর বেঁধে ফেলো। একটা ফাঁস দিয়ে ওর লেজটা আর একটা ফাঁস দিয়ে ওর মাঝখানটা জড়িয়ে নৌকার সঙ্গে বেঁধে ফেলো।'

'কাজে লেগে পড়ো বুড়ো', ও বলে উঠল, আর একটুখানি জল খেয়ে নিল, 'লড়াই শেষ, এখন ভূতের মতো খাটতে হবে।'

ও ওপরে আকাশের দিকে তাকাল, তারপর মাছটার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। খুব নিবিষ্টভাবে সূর্যের দিকেও দেখল। 'এখনও বেলা দুপুর গড়ায়নি,' ও ভাবল, 'আর বাণিজ্য বায়ুও উঠছে। সুতোগুলোর এখন আর কোনো গুরুত্ব নেই। বাড়ি ফিরে ছেলেটা আর আমি, দু'জনে মিলে ওগুলো পাকিয়ে ফেলব।'

'মাছ, এবার কাছে এসো,' ও বলল। কিন্তু মাছটা কাছে আসে না, সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ওঠানামা করে। তখন বুড়ো নৌকাটাকেই ওর পাশে নিয়ে এল। যখন ও মাছটার সঙ্গে নৌকাটাকে সমান্তরাল করে মাছটার মাথাটা গলুইয়ের গায়ে লাগাল, তখন ও বিশ্বাসই করতে পারছে না মাছটার বিশালতা। যাই হোক, ও গলুইয়ের আংটা থেকে হারপুনের দড়িটা খুরে নিয়ে মাছটার কানকোর মধ্যে ঢুকিয়ে মুখ দিয়ে টেনে বার করে নিল, তারপর ওর বিশাল ঠোঁট দুটোকে একপাক জড়িয়ে নিয়ে অন্য দিকের কানকোর মধ্য দিয়ে বার করে আবার ঠোঁট দুটোকে এক পাক জড়িয়ে নিয়ে দড়ির দুই প্রান্ত কষে গিট বেঁধে গলুইয়ের আংটার সঙ্গে ফের শক্ত করে বেঁধে দিল। তারপর বাকি দড়িটা কেটে নিয়ে পাছ-গলুইয়ে গেল লেজটা ফাঁস দিতে। মাছটার গায়ের রঙ এখন আর আগেকার নীল বেগুনি আর রূপালি নেই। পুরো রূপালি সাদা হয়ে গেছে আর ওর গায়ের ডোরাগুলো ওর লেজের মতো হাল্কা বেগুনি রঙ হয়ে গেছে। ডোরাগুলো মানুষের আঙুল ছড়ানো হাতের চেয়েও চওড়া আর মাছটার চোখ দুটো এখন পেরিস্কোপের আয়নার মতো অথবা শোভাযাত্রায় হেঁটে যাওয়া কোনো সাধুসন্তের মতো নির্লিপ্ত, উদাসীন।

'ওকে এভাবে মারা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না,' ও বলল। মাথায় জল চাপড়ানোর পর থেকে ওর এখন একটু সুস্থ লাগছে আর ও জানে যে, এখন আর মাছটা পালাতে পারবে না, তাই ওর মাথাও এখন

www.pathagar.com

পরিষ্কার কাজ করছে। ও ভাবল, মাছটার পনেরোশো পাউন্ড এর ওপর ওজন হবে, হয়তো আরো অনেক বেশি। যদি প্রতি পাউন্ড মাংস তিরিশ সেন্ট দরে মাছটার দুই-তৃতীয়াংশ বেচতে পারি?

'একটা পেন্সিল দরকার,' ও বলে উঠল, 'আমার মাথাটা এখনও তত পরিষ্কার নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, মহান দি মাজ্জিও আমার জন্যে আজ নিশ্চয়ই গর্বিত হতেন। আমার তো পায়ের গোড়ালির হাড় বাড়েনি। কিন্তু দুটো হাত আর পিঠ সত্যিই বড় কষ্ট দিচ্ছে।' 'গোড়ালির হার বাড়াটা কী যে ব্যাপার আমি জানি না,' ও ভাবল, 'বোধহয় আমরা জানতেও পারি না, যে ওটা আমাদের হয়েছে।'

ও মাছটাকে গলুইয়ের সাথে পাছ-গলুইয়ে আর নৌকার মাঝখানকার কাঠের সঙ্গে ভালো করে বাঁধল। মাছটা এত বিশাল, যে মনে হচ্ছিল ওর নৌকার চাইতেও অনেক বড়। আরেকটা নৌকাকে ও পাশাপাশি বাঁধছে। ও একটুকরো ছোট দড়ি কেটে নিয়ে মাছটার মুখের নিচের চোয়ালটার আর ওপরের লম্বা ঠোঁটটা এক সঙ্গে বেঁধে দিল, যাতে মুখটা না খোলে আ নৌকা বাওয়াটা সহজ হয়। তারপর ও মাস্তুলটা তুলল আর ওর কোঁচের লাঠিটা দিয়ে তালিমারা পালটা খাটিয়ে ফেলল। নৌকা চলতে শুরু করল আর ও পাছ-গলুইয়ে অর্ধশায়িত হয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে নৌকা ভাসিয়ে দিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম কোন দিকটা, সেটা জানার জন্য ওর কোনো কম্পাস প্রয়োজন হয় না। কেবল বাণিজ্যবায়ুর বওয়া থেকে আর পালের ফুলে ওঠা দেখেই ওর বোঝা হয়ে যায়। 'ছোট্ট করে একটা সুতো বড়শি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া যাক, কিছু খাদ্যের আর পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, শরীরের জল শুকিয়ে গেছে,' কিন্তু কোনো বড়শিই ও খুঁজে পেল না, আর টোপের সার্ডিন মাছগুলো তো পচেই গেছে। তাই ও নৌকার পাশ দিয়ে ভেসে যাওয়া কিছু হলদে রঙের উপসাগরের আগাছা ওও কোঁচ দিয়ে গেঁথে তুলে ফেলল আর ওগুলো ঝাঁকাতেই নৌকার পাটাতনের ওপর বেশ কিছু কুচো চিংড়ি ঝরে পড়ল। প্রায়বারো চৌদ্দটা কুচো চিংড়ি পাটাতনের ওপর লাফাচ্ছে, ছটকাচ্ছে। বুড়ো, বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে ওগুলোর মাথা ছিঁড়ে ফেলে, খোসা লেজসমেত চিবিয়ে খেল। যদিও ওগুলো খুবই ছোট ছোট, কিন্তু ও জানে যে, ওগুলো খুব পুষ্টিদায়ক, সুস্বাদু তো বটেই।

www.pathagar.com

ওর বেতালে এখনও দুবার খাবার মতো জল আছে আর চিংড়ি মাছগুলো খাবার পর ও আধ চুমুক মাত্র জেল খেল। অতিরিক্ত বোঝা সত্ত্বেও নৌকাটা কিন্তু ভালোই এগোচ্ছে আর ও বগলের তলায় হালটা

www.pathagar.com

চেপে ধরে নৌকা চালাতে লাগল। ও মাছটা দেখতে পাচ্ছে আর ওর নিজের হাত দুটোর এবং কাঠে ঠেসান দেওয়া পিঠের অবস্থা দেখে ও এখন বুঝতে পারছে, যে ব্যাপারটা সতিই ঘটেছে এবং এটা একটা স্বপ্ন নয়। শেষের দিকে যখন ওর শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ, তখন এক সময় ওর মনে হয়েছিল যে, বোধহয় সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে। তারপর যখন ও দেখল, যে মাছটা জলের ওপরে উঠেছে, লাফ দিয়ে ওপরে উঠে পলকের জন্যে যেন আকাশে ঝুলে রইল তারপর শব্দ করে জলে আছড়ে পড়ল, তখন ওর ধারণা হল, যে অলৌকিক কিছু যেন ঘটছে আর ও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপরেই ও আর ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। অবশ্য এখন ও আবার আগের মতোই সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

এখন ও জানে যে মাছটাও আছে আর ওর হাতের আর পিঠের যন্ত্রণাও স্বপ্ন নয়। 'হাত খুব শিগগিরই ঠিক হয়ে যাবে,' ও ভাবল, 'আমি রক্ত বের করে হাত দুটো পরিষ্কার করে নিয়েছি আর সাগরের নোনা জল কাটাগুলো সারিয়ে তুলবে। উপসাগরের এই কালো জল সবচেয়ে নিরাময়কারী। এখন কেবল মাথাটা ঠিক রাখতে হবে। হাত দুটো তাদের কাজ করেছে আর আমাদের নৌকা ভালোই চলছে। মাছটার মুখটা বেঁধে রেখেছি আর ওর লেজটা সোজা ওপর নিচে খাড়া রয়েছে, তাই আমরা দুই ভাই এর মতো নৌকা বেয়ে চলেছি।' এরপরেই ওর চিন্তাটা আবার ঘোলাটে হয়ে গেল আর ও ভাবল, 'আমি মাছটাকে নিয়ে যাচ্ছি, না মাছটাই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে? আমি যদি ওকে পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যাই তাহলে কোনো কথা নেই। অথবা মাছটা যদি নৌকাতে থাকত, ওর সমস্ত মান-মর্যাদা হারিয়ে, তাহলেও কোনো কথা ছিল না।' কিন্তু ওরা দুজনেই তো পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা হয়ে এক সঙ্গে চলছে, তাই বুড়ো ভাবে, 'ঠিক আছে, ও যদি খুশি হয়, তাহলে আমাকে টেনে নিয়ে চলুক। আমি কেবল কৌশল অবলম্বন করে ওর চেয়ে ভালো জায়গায় আছি, অথচ ও তো আমার কোনো ক্ষতি চায়নি।'

ওরা বেশ ভালভাবেই এগোচ্ছিল। বুড়ো সাগরের নোনা জলে হাত দুটো ফের ভিজিয়ে নিল আর মাথাটা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করল। আকাশে পুঞ্জ মেঘের উঁচু উঁচু স্তূপ আর আরো ওপরে ঘন মেঘের ঘটা

www.pathagar.com

দেখে বুড়ো বুঝতে পারল যে, সারা রাত বাতাস বইবে। বুড়ো বারবার মাছটার দিকে চোখ ফেলে নিশ্চিত হতে চাইছিল যে, ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছে। প্রথম হাঙরটা আক্রমণ করার এক ঘন্টা আগের ঘটনা এটা।

হাঙরটা কোনো দুর্ঘটনা নয়। প্রায় এক মাইল গভীর সমুদ্রের জলে মাছটার রক্ত ঘন মেঘের মতো ছড়িয়ে গিয়েছিল আর হাঙরটা গভীর জল থেকে রক্তের গন্ধে ওপরে উঠে এসেছিল। কোনো সতর্কতা অবলম্বন না করেই ও এত দ্রুতগতিতে উঠে এসেছিল যে জলের উপরিভাগ ভেদ করে একেবারে শূন্যে রোদের মধ্যে উঠে পড়েছিল। তারপরে ফের জলে পড়ে রক্তের গন্ধ শুকে শুকে নৌকা আর তার সাথে বাধা মাছটার পেছন পেছন সাঁতরে এসেছিল। কখনও কখনও ও গন্ধটা হারিয়ে ফেলছিল, কিন্তু আবার ঠিক গন্ধটা অথবা তার একটু আভাস পেয়েই পূর্ণগতিতে দ্রুত নৌকার দিকে এগিয়ে আসছিল। ওটা একটা মস্ত বড় ম্যাকো হাঙর ছিল। ওর শরীরের গড়নটা এমন যে, সমুদ্রের দ্রুততম মাছের সঙ্গে সাঁতারে পাল্লা দিতে পারে, আর ওর সবকিছুই সুন্দর, কেবল ওর চোয়াল ছাড়া। ওর পিঠটা ছুরিমাছের পিঠের মতোই নীল, ওর পেটটা রূপালি আর গায়ের চামড়াটা মসৃণ, দেখতেও সুন্দর। ওর মস্ত চোয়ালটা বাদ দিলে ছুরিমাছের মতোই ওর শরীরের গড়ন। ওর চোয়ালের হাঁ এখন শক্ত করে বন্ধ আর ও জলের ঠিক নিচ দিয়ে দ্রুতগতিতে সাঁতরে আসছে, ওর পিঠের উঁচু পাখনা সোজা তীরের মতো জল কেটে চলেছে। ওর চোয়ালের বন্ধ দুই ঠোঁটের ভেতর আট সারি তীক্ষ্ণ দাঁত ভেতর থেকে বাঁকানো। বেশির ভাগ হাঙরের মতো ওর দাঁতগুলো কিন্তু সাধারণ পিরামিড আকৃতির নয়। থাবার বাঁকানো আঙ্গুলের মতো বাঁকা। বুড়োর হাতের আঙ্গুলের মতোই প্রায় লম্বা আর দাঁতের দুপাশেই ক্ষুরের মতো ধার। সমুদ্রের সব মাছকে খাবার জন্যেই যেন এদের সৃষ্টি করা হয়েছে আর এগুলো এত দ্রুতগতি, এত শক্তিশালী আর এমন অস্ত্র-সজ্জিত যে, ওদের কোনো শত্রু নেই। এখন ও মাছটার রক্তের টাটকা গন্ধ পেয়ে গতি বাড়িয়েছে আর পিঠের নীল পাখনা দ্রুত জল কেটে এগিয়ে আসছে।

যখন বুড়ো ওকে আসতে দেখল তখন বুঝল যে, এই হাঙরটার কোনো ভয় ডর নেই। আর ও যা চায় ঠিক তাই করবে। বুড়ো হাঙরটার

www.pathagar.com

এগিয়ে আসা দেখতে দেখতে হারপুনটা দড়ি বেঁধে তৈরি রাখল। মাছটাকে বাঁধার জন্য দড়িটা কাটতে হয়েছিল বলে হারপুনের দড়িটা ছোট হয়ে গেছে।

বুড়োর মাথাটা এখন একদম পরিষ্কার আর মনকে দৃঢ় সংকল্প করে নিয়েছে, কিন্তু জানে যে কোনো আশা নেই। ও ভাবলো, 'কোনো ভালো জিনিসই চিরকাল থাকে না।' হাঙরটা একদম কাছে এসে পড়েছে, ও শেষবারের মতো ওই বিশাল অসাধারণ মাছটাকে একবার দেখে নিল। ভাবল, 'এটা যদি একটা স্বপ্ন হত। ওর আক্রমণ করা আটকাতে পারব না, কিন্তু ওকে হয়তো মারতে পারব। 'দেন্তুসো, তোর মায়ের ভাগ্য খারাপ।'

হাঙরটা দ্রুত পাছ-গলুইয়ের কাছে এগিয়ে এল আর যখন ও মাছটাকে আক্রমণ করল, বুড়ো দেখল ওর বিরাট হাঁ করা মুখ, ওর দুটো অদ্ভুত চোখ, আর মাছটার লেজের ঠিক ওপরের মাংসের ওপর বসে যাওয়া ওর দু'সারি তীক্ষ্ণ দাঁতের আওয়াজ। হাঙরটার মাথাটা জলের ওপর রয়েছে আর পেছনটা জলের ওপরে উঠে আসছে আর বুড়ো শুনতে পাচ্ছে ওর ওই বিশাল মাছের শরীর থেকে চামড়া সমেত মাংস ছিঁড়ে নেওয়ার শব্দ, ঠিক এমনি সময় ও হাঙরটার মাথায়, যেখানে দু'চোখের মধ্যবর্তী রেখাটা নাক থেকে সোজা পেছনে চলে যাওয়া রেখাটার সঙ্গে কাটাকুটি করেছে, সেই বিন্দুতে হারপুনটা আমূল বসিয়ে দিল। আসলে এ রকম কোনো রেখারই অস্তিত্ব নেই। কেবল হাঙরটার বিরাট ভারী মাথাটা, আর বড় বড় দুটো চোখ আর সবকিছু গিলে খাবার রাক্ষুসে হাঁ। কিন্তু ওর মস্তিষ্কটা ঠিক ওই জায়গায় আর বুড়ো ঠিক ঐ জায়গায় হারপুনের ফলাটা ঢুকিয়ে দিল। ওর দুই রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হাত দিয়ে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। কোনো আশা নেই। দৃঢ় সংকল্প মনে চরম বিদ্বেষে ও হারপুনটা গেঁথে দিল।

হাঙরটা উল্টে গেল আর বুড়ো দেখল ওর চোখ দুটোতে প্রাণের সাড়া নেই। তারপরেই হাঙরটা আবার ওলোটা-পালোট খেল আর দড়িটা ওর শরীরে দু পাক জড়িয়ে গেল। বুড়ো বুঝতে পারছে যে, হাঙরটা মরেই গেছে, কিন্তু হাঙরটা বোধহয় মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছে না। তারপর চিৎ হয়ে, লেজ আছড়াতে আছড়াতে আর হাঁ চোয়াল

www.pathagar.com

খোলা-বন্ধ করতে করতে হাঙরটা একটা স্পীডবোটের মতো জলটাকে যেন চষে ফেলতে লাগল। যেখানে ও লৈজ আছড়াচ্ছে, সেখানে জল সাদা হয়ে উঠছে আর শরীরের তিন-চতুর্থাংশ জলের একেবারে ওপরে, এমন সময় দড়িটা টানটান হয়ে, কাঁপতে কাঁপতে পট করে ছিঁড়ে গেল। হাঙরটা কিছুক্ষণ জলের ওপর স্থির হয়ে ভেসে রইল আর বুড়ো ওকে দেখতে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে জলের নিচে তলিয়ে গেল।

বুড়ো জোরে জোরে বলে উঠল, 'প্রায় চল্লিশ পাউন্ড মাংস নিয়ে গেল।' 'আমার হারপুনটা আর বাকি দড়িটাও নিয়ে গেল,' বুড়ো ভাবল, 'আর এখন আমার মাছটার শরীর থেকে আবার রক্তঝরা শুরু হয়েছে আর এবার আরো হাঙর আসবে।'

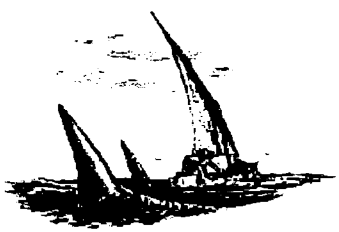

মাছটার অঙ্গহানির বিকৃতিটা দেখতে হবে বলে ও আর মাছটার দিকে তাকাচ্ছে না। যখন হাঙরটা মাছটাকে আক্রমণ করেছিল, ওর মনে হয়েছিল,বুঝি ওকেই আক্রমণ করছে।

'কিন্তু আমার মাছকে আক্রমণ করেছে বলে হাঙরটাকে আমি মেরে ফেলেছি' ও ভাবছে, 'যত হাঙর আমি দেখেছি, তার মধ্যে এই দেন্তুসোটাই সবচেয়ে বিশাল, আর ভগবান জানেন, আমি সত্যিই বড় বড় হাঙর দেখেছি।'

'কোনো ভালো জিনিসই শেষপর্যন্ত থাকে না', ও ভাবছে, 'এখন মনে হচ্ছে, এটা একটা স্বপ্ন হলেই ভালো হত, আমি মাছটাকে কখনোই গাঁথিনি আর আমার খবরের কাগজ-পাতা বিছানায় একা একা শুয়ে আছি, এটাই বোধ হয় ভালো ছিল।'

'কিন্তু মানুষ তো হারার জন্য জন্মায়নি,' ও বলল, 'একটা মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিন্তু কক্ষনো হারবে না।' 'অবশ্য আমি মাছটাকে মারার জন্যে দুঃখিত' ও ভাবে, 'এখন দুঃসময় আসছে, আর আমার হাতে হারপুনটা পর্যন্ত নেই।' 'দেন্তুসোটা বড় শক্তিশালী, বুদ্ধিমান, দক্ষ এবং নৃশংস ছিল। কিন্তু আমি ওর চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান। না, তা হয়তো নয়।হয়তো আমার হাতে ওর চেয়েও ভালো অস্ত্র ছিল।'

www.pathagar.com

ও বলে উঠল, 'বুড়ো, বেশি ভেবো না, যে গতিপথে এগোচ্ছ, সেই পথেই চল আর যখন বিপদ আসবে, তখন তাকে প্রতিহত করো।'

আবার ও ভাবছে, 'কিন্তু আমাকে তো ভাবতেই হবে। কারণ ভাবনা ছাড়া আমার হাতে তো এখন আর কিছুই নেই। এই ভাবনা, আর বেসবল, এই দুটো। আমি যে ভাবে হাঙরটার ঠিক মগজের মধ্যে হারপুনটা ঢুকিয়ে ছিলাম, সেটা মহান মাজ্জিওর পছন্দ হতো কিনা, জানি না। এটা এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়। যে কোনো লোকই এটা করতে পারত। কিন্তু গোড়ালির হাড় বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটার চাইতে আমার এই ক্ষতবিক্ষত হাতের ব্যাপারটা কি আরো বড় বোঝা? আমি বুঝতে পারি না। আমার তো গোড়ালি নিয়ে কখনো কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি, অবশ্য একবার ছাড়া যেবার আমি সাঁতার কাটতে কাটতে একটা কাঁটাওয়ালা মাছের (স্টিং-রে) ওপর পা চাপিয়ে ছিলাম আর ওটা তৎক্ষণাৎ আমার গোড়ালিতে কাঁটা বিঁধিয়ে আমার পায়ের হাঁটুর নিচে থেকে একেবারে অবশ করে দিয়েছিল আর কি অসহ্য যন্ত্রণাই না সহ্য করতে হয়েছিল।'

ও বলে উঠল, 'বুড়ো, কিছু হাসি-খুশির কথা ভাব, প্রতিটি মিনিটে তুমি বাড়ির কাছাকাছি হচ্ছ। আরে চল্লিশ পাউন্ড চলে যাওয়া মানে তুমি তো আরো হাল্কা হয়ে নৌকা চালাচ্ছ।'

স্রোতের ভেতর দিকটায় এসে গেলে কী ঘটতে পারে, সেটা ও ভালোই জানে। কিন্তু এখন তো আর কিছু করার নেই।

কিন্তু ও জোরে জোরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, কিছু করা যায় বৈ কি! আমি একটা বৈঠার ডগায় আমার ছুরিটা বেঁধে নিতে পারি।'

অতএব ও হালটা বগলের তলায় আর পালের দড়িটা পায়ের তলায় চেপে ধরে ছুরিটা বৈঠার ডগায় শক্ত করে বেঁধে নিল।

'এখন-' ও বলল, 'আমি এখনও একটা বুড়ো লোক, কিন্তু এখন আমি আর নিরস্ত্র নই।'

বাতাস এখন জোর বইছে আর নৌকা পালের হাওয়ায় ভালোই চলছে। ও মাছটার সামনের দিকটা কেবল দেখছে আর মনে আশার সঞ্চার হচ্ছে।

ও ভাবছে, 'আশা না করাটাই তো মূর্খামি। তাছাড়া আমি তো বিশ্বাস করি যে, আশা হারিয়ে ফেলা পাপ। আঃ, পাপের কথা ভেবো না। পাপ

www.pathagar.com

ছাড়াও এখনও প্রচুর সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া এই পাপ-টাপের ব্যাপার আমি কী-ই বা বুঝি।'

'এই ব্যাপারে আমার কোনো জ্ঞান নেই, আর আমি ঠিক জানি না এসব বিশ্বাস করি কি না। হয়তো মাছটাকে মারাতে আমার পাপ হয়েছে। আমার মনে হয় এটা পাপ, যদিও আমি এটা করতে বাধ্য হয়েছি নিজে বেঁচে থাকার জন্যে আর অনেক লোকের মুখে খাদ্য জোগানোর জন্যে। কিন্তু তাহলে তো সবকিছুতেই পাপ আছে। না, পাপের কথা ভেবো না। এসব কথা ভাবার জন্যে বড় দেরি হয়ে গেছে আর তাছাড়া পাপের কথা ভাবার লোক তো টাকা দিয়ে রাখাই আছে। তাদেরই পাপের কথা ভাবতে দাও। তোমার জন্ম হয়েছে মেছুড়ে হবার জন্যে, যেমন মাছের জন্ম হয়েছে মাছ হবার জন্যে। সান পেদ্রো মেছুড়ে ছিল, মহান দি মাজ্জিও-র বাবাও মেছুড়ে ছিল।'

কিন্তু ওর জীবনে যা কিছুর সঙ্গে ও জড়িয়ে ছিল, সে সব জিনিস সম্পর্কেই ও চিন্তা করতে ভালোবাসত আর যেহেতু, পড়ার কিছু ছিল না বা ওর কাছে রেডিও-ও ছিল না, ও ভাবতে লাগল, 'তুমি কেবল বেঁচে থাকার জন্যে আর খাদ্য হিসেবে বেচার জন্যেই মাছটাকে মারনি। তুমি যেহেতু একজন মেছুড়ে, সেই জন্যে আর নিজের অহমিকা বজায় রাখবার জন্যেই মাছটাকে মেরেছ। যখন মাছটা বেঁচে ছিল, তখন তুমি ওকে ভালোবেসেছিলে আর পরেও ভালোবেসেছিলে। যদি তুমি ওকে ভালোবাস, তাহলে ওকে মারাটা পাপ নয়। নাকি, বেশি পাপ?'

ও বলে উঠল, 'বুড়ো, তুমি বড় বেশি ভাবছ।' তারপরেই আবার ভাবছে, 'কিন্তু তুমি ওই 'দেন্তুসো'-কে মারাটা খুব উপভোগ করেছ। তুমি যেমন জ্যান্ত মাছ খেয়ে বেঁচে থাক, ও-ও তো তেমনি। ও তো সমুদ্রের ধাঙর নয় অথবা কিছু হাঙরের মতো সর্বগ্রাসী রাক্ষসও নয়। ও তো সুন্দর, রাজকীয়, আর কোনোকিছুকেই ভয় পেত না।'

'আমি ওকে আত্মরক্ষার্থে মেরেছি', বুড়ো জোরে জোরে বলে উঠল, 'আর আমি ওকে ভালোভাবেই মেরেছি।'

'তাছাড়া'- ও আবার ভাবছে, 'সবাই সবাইকে কোনো না কোনো ভাবে মারছে। মাছ ধরার পেশাটাও আমাকে যেমন বাঁচিয়ে রাখে, তেমনি মেরেও ফেলে। ছেলেটা আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। আমি অন্তত

www.pathagar.com

নিজেকে এ ব্যাপারে ঠকাব না।' ও নৌকার পাশে ঝুঁকে পড়ল, আর হাঙরটা মাছটার শরীরের যে জায়গা থেকে মাংস কেটে খেয়েছে, সেখান থেকে এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিয়ে চিবুতে লাগল। ওটার অপূর্ব স্বাদ ও উৎকর্ষ ওর মনে ধরল। ওটা পশুর মাংসের মতোই পুষ্ট আর রসালো, অথচ ওটা লাল-মাংস নয়। ওটাতে কোনো আঁশ নেই আর ও বুঝল যে, বাজারে এটা সবচেয়ে চড়া দামে বিকোবে। কিন্তু জলের মধ্যে এটার গন্ধ ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করার কোনো উপায় নেই আর বুড়ো জানে যে, এবার দুঃসময় আসছে।

বাতাস একভাবে বয়ে চলেছে। একটু উত্তর-পুবে সরে গেছে বটে, তবে বুড়ো জানে, যে তার মানে বাতাস থেমে যাবে না। বুড়ো সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, তাকিয়ে দেখল, কিন্তু কোনো নৌকার পাল, অথবা কোনো জাহাজের হাল কিংবা ধোঁয়া কিছুই চোখে পড়ল না। কেবল ওর নৌকার গলুইয়ের দুই পাশে ছিটকে যাওয়া উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক আর মাঝে মাঝে হলুদ রঙের উপসাগরীয় আগাছা। এমনকি একটা পাখিও ওর চোখে পড়ল না।

ইতোমধ্যে দু'ঘণ্টা কেটে গেছে ওর নৌকা চলছে, ও পাছ গলুইয়ে ঠেসান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে আর মাঝে মাঝে মার্লিন মাছটার এক টুকরো মাংস নিয়ে চিবোচ্ছে যাতে বিশ্রামও পায় আর গায়ে জোর-ও হয়। ঠিক এমনি সময় ও দুটো হাঙরের প্রথমটাকে দেখতে পেল।

'আই'- ও জোরে জোরে বলে উঠল। এই কথাটার কোনো অনুবাদ হয়না আর এটা বোধহয় এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত আওয়াজ যেটা হাত ফুটো করে কাঠে গেঁথে যাওয়া পেরেক ঢুকলে গলা দিয়ে বের হয়।

'গালানোস', ও আবার জোরে জোরে বলে উঠল। প্রথমটার পেছনে দ্বিতীয় পাখনাটাকেও এবার দেখতে পেল আর ওগুলোর বাদামি তিনকোণা পাখনা আর লেজের ঝাপটানি দেখে বুঝতে পারল, ওগুলো বেলচা-নাক হাঙর। ওরা গন্ধ পেয়েছে আর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড খিদের বোকামিতে আর উত্তেজনায় গন্ধটা বার বার হারিয়ে ফেলছে আবার খুঁজে পাচ্ছে। কিন্তু ওরা বরাবর নৌকার কাছেই চলে আসছে।

বুড়ো পালটা গুটিয়ে ফেলল আর হালটাকেও শক্ত করে আটকে দিল। তারপর ছুরি বাঁধা বৈঠাটা হাতে তুলে নিল। ওর দুই হাত ব্যথার

www.pathagar.com

চোটে বিদ্রোহ করছে, তাই খুব হাল্কা হাতেই ও বৈঠাটা তুলল। তারপর বৈঠা ধরা হাত দুটো হালকাভাবে খোলা বন্ধ করে করে হাত দুটোকে ঢিলা করে নিল। শেষে বৈঠাটা শক্ত করে হাত মুঠো করে ধরল যাতে হাত দুটো ব্যথা সইতে পারে আর না কাঁপে। এইভাবে ও হাঙর দুটোর কাছে এগিয়ে আসা লক্ষ্য করতে লাগল। ও এখন ওদের চওড়া, থ্যাবড়ানো, বেলচার মতো মাথা আর বুকের দুপাশের চওড়া ডগা-সাদা পাখনাগুলো দেখতে পাচ্ছে। এগুলো অত্যন্ত ঘৃণ্য জীব, দুর্গন্ধ-যুক্ত, জলের জাডুদার, খুনি তো বটেই, আর যখন এগুলো ক্ষুধার্ত থাকে, তখন নৌকার বৈঠা, হাল যে কোনো কিছুই কামড়ে খেয়ে ফেলতে চায়।

এগুলো সেই জাতের হাঙর, যারা জলের ওপরে ভাসমান, ঘুমন্ত কচ্ছপগুলোর পাগুলো কেটে নেয় আর ক্ষুধার্ত থাকলে জলের ভেতর কোনো মানুষকে পেলেও আক্রমণ আক্রমণ করে, যদিও মানুষের গায়ে মাছের রক্তের গন্ধ অথবা রস কিছুই নেই।

'আই'- ও বলে উঠল, 'গালানোস। আয় চলে আয় গালানোস।' ওরা এলো কিন্তু ম্যাকো হাঙরটা যেভাবে এসেছিল, সে ভাবে নয়। একটা উল্টে গিয়ে নৌকার তলায় দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, আর নৌকার ঝাঁকুনি থেকে বুড়ো বুঝতে পারল, ওটা মাছটাকে কামড়ে টানাটানি করছে। অন্যটা ওর হলদে চেরা চোখে বুড়োকে দেখতে দেখতে প্রচণ্ড

www.pathagar.com

গতিতে ওর অর্ধবৃত্তাকার চোয়াল হাঁ করে মাছটাকে আক্রমণ করল, ঠিক সেইখানে, যেখানে থেকে ইতোমধ্যেই প্রথম হাঙরটা মাংস কেটে নিয়েছে। ওর বাদামি মাথার ওপর দিক থেকে পেছন দিক পর্যন্ত যেখানে ওর মস্তিষ্ক আর মেরুদণ্ডের যোগ, সেখানকার রেখা বরাবর ওই সংযোগ স্থলে বুড়ো বৈঠায় বাঁধা ছুরিটা সবেগে ঢুকিয়েই বার করে নিল আর সঙ্গে সঙ্গে হাঙরটার বিড়ালের মতো হলদে চোখের ভেতর আমূল বসিয়ে দিল। হাঙরটার মাছের গায়ের কামড় আলগা হয়ে গেল আর যেটুকু মাংস ও কামড়ে তুলে নিতে পেরেছিল, মরতে মরতেও সেটুকু গিলে নিয়ে জলের অতলে তলিয়ে গেল।

নৌকাটা তখনও ঝাঁকানি খাচ্ছে, কারণ অন্য হাঙরটা নৌকার তলা থেকে মাছটার মাংস কামড়ে কামড়ে খেয়ে শেষ করছে। বুড়ো পাল্টা খুলে দিল, যাতে নৌকাটা ঘুরে যায় আর তলা থেকে হাঙরটা বেরিয়ে আসে। যখন ও হাঙরটাকে দেখতে পেল ও নৌকার পাশে ঝুঁকে হাঙরটাকে খোঁচা মারল। কিন্তু ছুরিটা ওর গায়ের শক্ত চামড়া ভেদ করে ওর মাংসে গিঁথতেই পারল না। এইভাবে গাঁথতে গিয়ে ওর হাত দুটো আর কাঁধে বেশ চোট লাগল। কিন্তু হাঙরটা জলের ওপর মাথা তুলে দ্রুত বেগে ফিরে এল আর যখন ওর নাকটা জলের ওপর ভেসে উঠে মাছটার গায়ে ঠেকেছে, তখনই বুড়ো ওর চ্যাপটা মাথার ঠিক মাঝখানে ছুরিটা বসিয়ে দিল। তারপর ছুরিটা বের করে নিয়ে আবার ঠিক একই জায়গায় ছুরি বিঁধিয়ে দিল। হাঙরটা তখনও মাছটাকে কামড়ে ধরে ঝুলছে। বুড়ো এবার ওর বাঁ চোখের মধ্যে ছুরি বসিয়ে দিল। তখনও হাঙরটা কামড় আলগা করেনি।

'এতেও হল না?' বুড়ো বলল আর এবার ও মেরুদণ্ড আর মস্তিষ্কের মাঝামাঝি জায়গায় ছুরিটা আমূল বিঁধিয়ে দিল। ওই মোক্ষম মারটা এখন বেশ সহজেই করা গেল আর বুড়ো টের পেল, হাঙরটার কোমলাস্থি দু টুকরো হয়ে গেছে। তারপর বুড়ো বৈঠাটা ঘুরিয়ে নিয়ে হাঙরটার বন্ধ চোয়াল খুলবার জন্যে ওর মুখের মধ্যে ছুরিটা ঢুকিয়ে মোচড় দিল। তখন হাঙরটার কামড় আলগা হয়ে,হাঙরটার তলিয়ে যেতে বুড়ো বলে উঠল, 'যা গালানোস, এক মাইল নিচে নেমে যান। ওখানে তোর বন্ধুকে দেখতে পাবি, কিংবা তোর মা-ও হতে পারে।'

www.pathagar.com

'ওরা মাছটার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ খেয়ে নিয়েছে, আর ওই মাংসটাই সবচেয়ে ভালো ছিল,' বুড়ো বলে উঠল, 'এটা একটা স্বপ্ন হলেই ভালো হতো। আর আমি যদি মাছটাকে না ধরতাম। মাছ, এসব কিছুর জন্য আমি খুব দুঃখিত, সব ব্যাপারটাই কেমন যেন অন্যায় হয়ে গেল।' ও থামল আর এখন মাছটার দিকে তাকাতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। রক্ত ঝরে গিয়ে, জলে পড়ে থেকে মাছটার গায়ের রঙ এখন আয়নার পেছন দিককার রূপালি ফ্যাকাশে সাদা, অথচ ওর গায়ের ডোরা দাগগুলো এখনও দেখা যাচ্ছে। 'আমার এত দূরে আসা উচিত হয়নি, মাছ,' ও বলে উঠল, 'তোমার জন্যেও নয়, আমার নিজের জন্যেও নয়। আমি দুঃখিত, মাছ।' ও এবার নিজেকেই বলল, 'এখন ছুরির বাঁধনটা একবার দেখ আর ওটা কেটে গেছে কিনা দেখে নাও তারপর নিজের হাত দুটোকে ঠিক করো, কারণ আরো দুঃসময় আসছে।'

বৈঠার ডাণ্ডার সাথে ছুরির বাঁধনটা দেখে নিয়ে বুড়ো এবার বলে উঠল, 'একটা পাথর সঙ্গে আনা উচিত ছিল'। 'অনেক কিছুই আনা উচিত ছিল', ও ভাবল, 'কিন্তু বুড়ো, তুমি তো সেসব কিছুই আনোনি। যা তোমার নেই, তা নিয়ে ভাবার সময় এটা নয়। যা তোমার কাছে আছে, সেগুলোকে কিভাবে কাজে লাগাবে, সেটাই ভাবো।'

আবার নিজেই নিজেকে বলে উঠল, 'আমাকে খুব সদুপদেশ দেওয়া হচ্ছে। ও সব শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে গেছি।'

নৌকা সামনে এগিয়ে চলেছে। ও হালটাকে বগলের তলায় চেপে ধরে, দু'হাতের পাতা জলে ভিজিয়ে নিল।

'শেষ হাঙরটা কতটা মাংস খুবলে নিয়েছে, ভগবানই জানেন। তবে এখন নৌকাটা হালকা হয়ে গেছে। মাছটার ক্ষতবিক্ষত পেটের দিকটার কথা ও ভাবতে চাইছে না। ও জানে যে, হাঙরটার প্রতিটি ধাক্কা মানে, মাছটার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নেওয়া আর এখন মাছটার রক্ত-মাংস সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে সমস্ত হাঙরদের জন্যে সড়ক বানিয়ে রেখেছে।

'এই মাছটা আগামী গোটা শীতকালটা একটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখত', ও ভাবছে, 'এখন আর সে কথা ভেবে লাভ নেই। এখন শুধু বিশ্রাম নেওয়া আর মাছটার যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটা রক্ষা করার জন্যে হাত দুটোকে তৈরি রাখা। জলের মধ্যে মাছটার রক্ত-মাংসের যে

www.pathagar.com

গন্ধ ছড়িয়ে গেছে, তার তুলনায় আমার রক্তাক্ত হাতের গন্ধ কিছুই নয়। তাছাড়া হাত থেকে তো রক্ত বেশি ঝরছে না। এমন কিছু বেশি কাটেও নি। বাঁ হাতের রক্ত পড়া ওটাকে খিঁচ ধরা থেকে বাঁচাবে।

'এখন কি নিয়ে চিন্তা করব?' ও ভাবছে, 'কিছুই না। আমি কোনো কিছু নিয়েই চিন্তা করব না, শুধু পরেরগুলোর জন্যে অপেক্ষা করি। মনে হচ্ছে, এটা সত্যিই যদি একটা স্বপ্ন হতো। কিন্তু কে জানে, হয়তো ভালো কিছু হতেও পারত।'

এরপরে যে হাঙরটা এল, ওটা একটাই বেলচা-নাক হাঙর। শুয়োর যেমন জাবনার গামলার দিকে ছুটে আসে, তেমনিভাবেই ওটা এল, অবশ্য শুয়োরের যদি অতবড় হাঁ থাকে, যার মধ্যে তোমার মাথা ঢুকে যেতে পারে। বুড়ো ওটাকে মাছটাকে আক্রমণ করতে দিল, আর সেই সুযোগে ওর মাথায় ঠিক মগজের মধ্যে বৈঠায় বাঁধা ছুরিটা ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু হাঙরটা উল্টে গিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে পেছন দিকে সরে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ছুরির ফলাটা ভেঙে গেল।

বুড়ো নৌকা ঠিক পথে চালানোর জন্য বসে পড়ল। ও দেখতেই চাইল না যে, মস্ত হাঙরটা কিভাবে প্রথমে পূর্ণ চেহারায়, তারপর ছোট, আরো ছোট হতে হতে শেষে জলের মধ্যে তলিয়ে গেল। এই ব্যাপারটা বুড়ো আগে সব সময় মুগ্ধ চোখে দেখত। কিন্তু এখন ও এমনকি তাকাল না পর্যন্ত।

'আমার হাতে এখন খালি কোঁচটা আছে,' ও বলল, 'কিন্তু ওটা দিয়ে বিশেষ কোনো কাজ হবে না। বাকি রইল কেবল দুটো বৈঠা, হালের হাতলটা আর ছোট ডাণ্ডাটা।

'ওরা আমাকে হারিয়ে দিল', ও ভাবছে, 'কোনো হাঙরকে ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলার বয়স আর আমার নেই। কিন্তু যতক্ষণ আমার হাতে বৈঠা দুটো, ছোট ডাণ্ডাটা আর হালের হাতলটা আছে, আমি চেষ্টা চালিয়ে যাব।

ও আবার হাত দুটো ভিজিয়ে নেবার জন্যে জলে ডোবাল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আকাশ আর সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছে না। আগের চেয়ে বাতাসের জোর এখন অনেক বেশি আর ওর মনে আশা হচ্ছে, যে খুব জলদি ডাঙা চোখে পড়বে।

www.pathagar.com

'তুমি খুব ক্লান্ত, বুড়ো', ও বলে উঠল, 'ভেতরে ভেতরে তুমি খুব ক্লান্ত।'

সূর্য ডোবার ঠিক আগে পর্যন্ত কোনো হাঙর মাছটাকে আক্রমণ করেনি। তারপরই বুড়ো বাদামী পাখনাগুলোকে জলের ওপর দিয়ে আসতে দেখল মাছটার রক্তের গন্ধে ভরা জলের পথরেখা ধরে। ওরা গন্ধ খুঁজে খুঁজে এদিকওদিক ঘোরাঘুরি করল না। একেবারে সোজা নৌকার দিকে এগিয়ে এসে সমান্তরালভাবে সাঁতরাতে লাগল।

ও নৌকার হালের হাতলটাকে আটকিয়ে দিয়ে, পালটাও বেঁধে ফেলল আর পাছ-গলুইয়ের নিচ থেকে ছোট ডাণ্ডাটা তুলে নিল। এটা একটা ভাঙা বৈঠার হাতলের অংশটা, করাত দিয়ে কেটে আড়াই ফুট লম্বা করা হয়েছে। এটা কেবল একহাত দিয়ে মুঠিয়ে ধরে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। ও হাঙরগুলোকে দেখতে দেখতে ডান হাত দিয়ে শক্ত মুঠোয় ডাণ্ডাটা চেপে ধরল। দুটো হাঙরই ছিল বেলচা-নাকী, গালানো।

'প্রথমটা মাছটাকে যখন বেশ ভালো করে কামড়ে ধরবে, তখন ওটার নাকের ডগায় অথবা মাথার ওপরে ঠিক আড়াআড়ি ডাণ্ডা মারতে হবে,' ও ভাবল।

হাঙর দুটো এক সঙ্গেই এসে পড়ল। যখন ও কাছেরটাকে মুখ হাঁ করে মাছটার রূপালি গায়ে দাঁত বসাতে দেখল, ও ডাণ্ডা উঁচিয়ে ধরে একদম সোজা প্রচণ্ড জোরে হাঙরটার চওড়া মাথার ওপর মারল। মনে হল যেন ডাণ্ডাটা রবারের মতো অথচ শক্ত কিছুতে আঘাত করেছে।কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথার হাড়ের কাঠিন্যও ও টের পেল। ও এবার হাঙরটার নাকের ডগায় প্রচণ্ড জোরে ডাণ্ডা মারল আর হাঙরটা মাছের কামড় ছেড়ে নিচে তলিয়ে গেল।

অন্য হাঙরটা ততক্ষণে আসছে, যাচ্ছে আর এখন পুরো চোয়াল হাঁ করে আবার এগিয়ে এল। ও যখন মাছটাকে এক ধাক্কায় কামড়ে ধরে হাঁ বন্ধ করছে তখন বুড়ো দেখল ওর চোয়ালের কোণায় মাছটার মাংসের টুকরোটাকরা সাদা সাদা লেগে রয়েছে। ও ডাণ্ডাটা ঘুরিয়ে হাঙরটার মাথায় মারল। হাঙরটা ওর দিকে তাকিয়ে মুচড়ে মাংস ছিঁড়ে নিল। বুড়ো আবার ওকে ডাণ্ডাটা দিয়ে মারল, কিন্তু শক্ত রবারের ওপর মারল বলে মনে হয়। হাঙরটা ততক্ষণে সরে গিয়ে মাংসটা গিলে নিয়েছে।

www.pathagar.com

‘আয় গালানো, আয়,’ বুড়ো বলে উঠল, ‘আর একবার আয়।’ হাঙরটা প্রচণ্ড বেগে এসে মাছটার মাংসে কামড় বসাতেই বুড়ো ওকে ডাণ্ডা মারল। যত উঁচুতে পারে, ডাণ্ডাটা তুলে একেবারে মোক্ষম মার। বুড়ো টের পেল, এবারের মারটা ওর মগজের গোড়ার হাড়টায় লেগেছে আর মারের চোটে হাঙরটা কামড় আলগা করে যখন মাংস তুলে নিয়েছে, তখন ঠিক একই জায়গায় আবার মারল। হাঙরটা মাছটাকে ছেড়ে তলিয়ে গেল।

বুড়ো লক্ষ্য করতে লাগল হাঙরটা আবার ওপরে উঠে আসে কিনা। কিন্তু দুটো হাঙরের কোনোটাকেই ও আর দেখতে পেল না। তারপরই ও একটাকে দেখল বৃত্তাকারে জলের ওপর ঘুরছে। আর একটার পাখনা ওর চোখে পড়ল না।

‘ওগুলোকে মেরে ফেলার আশা আমি করিনি।’ ও ভাবল। ‘অবশ্য বয়সকালে পারতাম। কিন্তু দুটোকেই মোক্ষম চোট দিয়েছি আর ওরা মোটেই সুস্থ বোধ করছে না। যদি দুহাত দিয়ে ধরে ডাণ্ডা চালাতে পারতাম, তাহলে এই বয়সে এখনও অন্তত প্রথমটাকে মেরে ফেলতে পারতাম।’ ও মাছটার দিকে আর তাকাতে চাইছে না।ও জানে যে, মাছটার প্রায় অর্ধেকটা ওরা খেয়ে ফেলেছে। ইতোমধ্যে হাঙরগুলোর সাথে লড়াই এর সময় কখন যেন সূর্য অস্ত গেছে।

‘খুব শিগগিরই অন্ধকার হয়ে যাবে’, ও বলে উঠল, ‘তখন আমি হাভানার আলোর আভা দেখতে পাব। যদি খুব বেশি পুবের দিকে চলে গিয়ে থাকি, তাহলে ওই নতুন বেলাভূমিগুলোর কোনো একটার আলো দেখতে পাব।

‘এখন খুব একটা বেশি দূরে নেই,’ ও ভাবল, ‘আশা করি, আমার জন্যে কেউ খুব বেশি উদ্বিগ্ন হয়নি। অবশ্য ছেলেটাই কেবল আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করবে। তবে আমি নিশ্চিত, যে আমার ওপর ওর ভরসা আছে।বুড়ো মেছুড়েদের মধ্যে অনেকেই দুশ্চিন্তা করবে। হয়তো, আরো অনেকেই করবে’ ও ভাবল, ‘আমাদের শহরটা ভালো।’

মাছটা একেবারে বিশ্রীভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, তাই ও মাছটার সঙ্গে আর কথা বলতে পারছে না। তখন ওর মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

‘আধা মাছ’ ও বলে উঠল, ‘তুমি পুরো মাছ ছিলে। আমার খুব দুঃখ হচ্ছে যে, আমি বেশি দূরে চলে গিয়েছিলাম। আমি আমাদের দুজনেরই

www.pathagar.com

সর্বনাশ করেছি। কিন্তু আমরা অনেকগুলো হাঙর মেরেছি, তুমি আর আমি দুজনে মিলে, আর অনেকগুলোর সর্বনাশ করেছি। বুড়ো মাছ, তুমি নিজে কতগুলোকে মেরেছ? তোমার মাথার ডগায় ঐ বর্শা ফলকটা তো আর এমনি এমনি নেই।'

ওর এখন মাছটার কথা ভাবতে ভালো লাগছে। মাছটা এখন যদি স্বাধীনভাবে সাঁতার কাটতে পারত তাহলে হাঙরের কী দশা করতে পারত, সে কথা ভাবতেও ওর ভালো লাগছে। ও ভাবতে লাগল, 'আমার উচিত ছিল মাছটার মুখের লম্বা ঠোঁটটা কেটে নিয়ে ওটা দিয়ে হাঙরগুলোর সাথে লড়াই করা। কিন্তু আমার কাছে কোনো কুড়ুল ছিল না, আর এখন তো ছুরিটাও নেই।

'কিন্তু যদি থাকত, তাহলে ওটা কেটে নিয়ে একটা বৈঠার ডাণ্ডার সঙ্গে বাঁধতাম। কি ভালো অস্ত্রই না হতো? তাহলে আমরা দুজনে মিলে ওগুলোর সাথে লড়তে পারতাম। যদি ওরা রাত্রে আসে, তাহলে তুমি কী করবে বুড়ো? কী করতে পার?' 'লড়বো', বুড়ো বলে উঠল, 'ওদের সঙ্গে আমরণ লড়াই চালিয়ে যাব।'

কিন্তু এখন রাতের অন্ধকারে, যখন কোথাও কোনো আলোর আভা দেখা যাচ্ছে না, কোনো লড়াই-ও নেই, কেবল হু হু বাতাস আর পালের টানে নৌকার একভাবে বয়ে চলা, তখন ওর মনে হল, আমি হয়তো ইতোমধ্যেই মরে গেছি। ও হাত দুটো বড় করে হাতের পাতা দুটো পরীক্ষা করল। না, হাত দুটো তো মরেনি, কেবল কয়েকবার হাতের মুঠি খোলা আর বন্ধ করলেই প্রচণ্ড ব্যথার মধ্যে দিয়ে ও জীবনকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। ও পাছ-গলুইয়ে ঠেসান দিয়ে বসে ভাবল, না, ও এখনও মরেনি। ওর কাঁধ দুটোর যন্ত্রণা ওকে তাই বলল।

'মাছটাকে ধরতে পারলে ওই সব প্রার্থনাগুলো করব বলে আমি শপথ করেছিলাম', ও ভাবছে, 'কিন্তু আমি এত ক্লান্ত যে এখন ওগুলো আবৃত্তি করতে পারছি না। এখন বরং বস্তাটা নিয়ে আমার কাঁধের ওপর জড়িয়ে নিই।'

ও পাছ-গলুইয়ে শুয়ে নৌকার গতিপথ ঠিক রেখে চালাতে লাগল আর আকাশের দিকে তাকিয়ে আলোর আভা দেখা যায় কিনা, লক্ষ রাখতে লাগল। এখনও মাছের অর্ধেকটা আছে,' ও ভাবল, 'হয়তা, ওর

www.pathagar.com

সামনের দিকে অর্ধেকটা নিয়ে আমি ডাঙায় পৌঁছতে পারব যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। কিছুটা তো ভাগ্যের সাহায্য দরকার।' 'না, যখন তুমি সমুদ্রের অনেক ভেতরে চলে গিয়েছিলে তখনই তুমি তোমার ভাগ্যকে অমান্য করেছ,' ও মনে মনে বলল।

'মূর্খের মতো চিন্তা করো না', ও জোরে জোরে বলে উঠল, 'জেগে থাক আর নৌকাটা ঠিকভাবে চালাও। হয়তো এখনও তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হতে পারে।' আবার বলল, 'ভাগ্য বিক্রি হয়, এমন কোনো জায়গা যদি থাকত, তাহলে সেখান থেকে আমি কিছুটা সৌভাগ্য কিনতাম।' আবার নিজেকেই জিজ্ঞেস করল, 'কিসের বিনিময়ে আমি সৌভাগ্য কিনতাম? একটা হারিয়ে যাওয়া হারপুন, একটা ভাঙা ছুরি আর দুটো ক্ষত-বিক্ষত হাতের বিনিময়ে?'

'হয়তো তাই করতে,' ও বলে উঠল, 'সমুদ্রে চুরাশি দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা দিয়ে তুমি তো ভাগ্যকে কিনতে চেষ্টা করেছিলে। আর তা প্রায় কিনে ফেলেছিলে।'

'আজেবাজে কথা ভাবা উচিত নয়,' ও আবার ভাবল, 'ভাগ্য নানান রূপ ধরে আসে। কিন্তু তাকে কি কেউ চিনতে পারে তবে যে চেহারাতেই আসুক না কেন আর যে দামই চাক না কেন, আমি যদি কিছু ভাগ্য কিনতে পারতাম।' আবার ভাবল, 'যদি আলোর আভাটা এখন দেখতে পেতাম। আমি অনেক কিছুই চাই, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমি কেবল আলোই দেখতে চাই।' ও নৌকাটা ঠিক করে চালানোর জন্য আর একটু আরামপ্রদভাবে ঠেসান দিয়ে বসার চেষ্টা করল আর তার দরুন, যে যন্ত্রণা টের পেল, তাতে বুঝল যে, ও এখনও মরেনি।

ও যখন শহরের আলোর প্রতিফলিত আভা দেখতে পেল, তখন মনে হয় রাত্রি দশটার কাছাকাছি। চাঁদ ওঠার আগে যেমন আকাশে একটা আভা দেখা যায়, ঠিক সেই রকম হালকা একটা আভা প্রথমে দেখা গেল। জোর হাওয়ায় অশান্ত সমুদ্রের জলের ওপর দিয়ে আলোর আভাটা তারপর পরিষ্কার ছড়িয়ে পড়ল। ও আলোর আভার মধ্যিখান দিয়ে নৌকাটা ঘুরিয়ে নিয়ে চালাতে লাগল আর ভাবল, এখন খুব তাড়াতাড়িই ও স্রোতের মুখে এসে পড়বে।

www.pathagar.com

'তাহলে এতক্ষণে সব শেষ হচ্ছে', ও ভাবল, 'হাঙরগুলো বোধ হয় এখন আবার আক্রমণ করবে।' কিন্তু অন্ধকারে, কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া কি করে একটা মানুষ ওদের সঙ্গে লড়তে পারে?'

ওর সারা শরীর এখন যন্ত্রণাকাতর, শক্ত হয়ে গেছে। ওর শরীরের যত ক্ষত আর শরীরের যে সব জায়গায় মাংসপেশীতে টান পড়েছিল, খিঁচ ধরেছিল, সমস্ত এখন রাতের ঠাণ্ডায় অসহ্য ব্যথায় টনটন করছে। 'আর আমি লড়তে চাই না,; ও ভাবছে, 'আমি কোনোমতেই চাই না, যে আমাকে আবার লড়াই কতে হবে।'

কিন্তু মাঝরাতে ওকে আরও একবার লড়াইয়ে নামতে হলো আর এবারও বুঝতে পারল যে, এই লড়াইটা নিরর্থক। ওরা এবার দল বেঁধে এল আর জলের ওপর ওদের পাখনার রেখাপথ আর ওদের শরীরের ফসফরাসের প্রভাব কেবল ওর চোখে পড়ল। ওদের পুরো দলটাই মাছটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ও ওদের মাথা লক্ষ্য করে ডাণ্ডা চালাল আর শুনল ওগুলো মাছটার নিচের দিকে মাংসে দাঁত বসিয়ে মাংস ছিঁড়ছে তার শব্দ, আর ঝাঁকুনিতে নৌকা দুলছে। ও অন্ধকারেই আন্দাজে বেপরোয়া ডাণ্ডা চালিয়ে গেল কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর ডাণ্ডাটা কোনো একটা হাঙর কামড়ে ধরল আর ডাণ্ডাটা ওর হাত থেকে ছিটকে গেল।

ও হাল থেকে হাতলটা এক ঝটকায় খুলে নিয়ে দুই হাতে ওটা ধরে পাগলের মতো সমানে হাঙরদের ওপর চালাতে লাগল। কিন্তু ওরা তখন নৌকার গলইয়ের দিকে সরে গেছে আর একটার পর একটা মাছটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে। জলের তলায় ওদের মুখে মাংসের টুকরোগুলো জ্বলজ্বল করছে আর ওরা আবার ঘুরে এসে মাছটার ওপর ঝাঁপাচ্ছে।

সবশেষে একটা হাঙর যখন মাছটার মাথাটায় কামড় বসাল, তখন ও বুঝল যে, সব শেষ হয়ে গেছে। মাছটার ভারী মাথাটা হাঙরটা কামড়ে ধরেছে, কিন্তু ছিঁড়ে নিতে পারছে না আর বুড়ো হাঙরটার মাথায় হাতলের ডাণ্ডাটা সপাটে চালাল। একবার, দুবার, আবার। ও শুনতে পেল হাতলটা মড়মড় করে ভেঙে গেল আর ঐ ভাঙা ডাণ্ডার ফাটা চটা ডগা দিয়েই ও হাঙরটার গায়ে আঘাত করল। হাঙরটার গায়ের মাংসে ভাঙা ডাণ্ডার ডগাটা

www.pathagar.com

ঢুকে যেতেই ও বুঝতে পারল, ভাঙা কাঠের ডগা তীক্ষ্ণ ছুঁচের মতো হয়ে আছে আর তাই আবার ওটা হাঙরটার শরীরে সজোরে ঢুকিয়ে দিল। হাঙরটা কামড় ছেড়ে পাক খেয়ে তলিয়ে গেল। ওটাই ছিল ঝাকটার শেষ হাঙর। ওদের খাবার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বুড়োর এখন আর শ্বাস নেবার ক্ষমতাও নেই আর মুখের ভেতর একটা বিশ্রী স্বাদ। কি রকম তামার মতো আর মিষ্টি মিষ্টি, বুড়ো ক্ষণেকের জন্যে বেশ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ ওটা থাকল না।

ও সমুদ্রের জলে থুতু ফেলে বলে উঠল, 'খা ব্যাটারা, থুতু খা আর স্বপ্ন দেখ, যে একটা মানুষ মেরেছিস।'

ও বুঝে গেছে যে, ওর চূড়ান্ত হার হয়েছে যার আর কোনো প্রতিকার নেই। তাই ও পাছ-গলুইয়ে গিয়ে হালের ভাঙা ডাণ্ডাটা হালের খাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, যাতে নৌকটা সঠিকভাবে চালাতে পারে। বস্তাটা কাঁধের চারপাশে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে এবার ও সুস্থিরভাবে নৌকাটা সঠিক পথে চালাতে লাগল। ও এখন নৌকাটা চালাচ্ছে, হালকা মনে, মনের মধ্যে কোনো চিন্তা বা কোনো অনুভূতিই নেই। ও এখন সব কিছুর বাইরে আর তাই ও এখন কেবলমাত্র বাড়ি ফেরার তাগাদায় ঠাণ্ডা মাথায় ভালভাবে বুঝে-শুনে নৌকা চালাচ্ছে। রাতে আর একবার কয়েকটা হাঙর এসে মাছটার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, যেন খাবার টেবিলে পড়ে থাকা রুটির টুকরো ঠোকরাচ্ছে। বুড়ো ওদের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে একমনে নৌকা চালাতে লাগল। ও কেবল অনুভব করতে পারছে নৌকাটা কী হালকা, মসৃণভাবে চলেছে, কেননা ওর গায়ে তো এখন আর ভারী ওজনের বিশাল কিছু নেই।

'নৌকাটা বেশ ভালো' ও ভাবছে, 'এটা বেশ মজবুত আর হালটা ছাড়া আর কোনো ক্ষতিও হয়নি। হালটা সহজেই বদলে ফেলা যাবে।'

ও বুঝতে পারছে, এখন ও স্রোতের মধ্যে এসে পড়েছে আর সমুদ্রের তীর ধরে ছড়ানো লোকালয়ের আলোও দেখা যাচ্ছে। ওর অবস্থানটা এখন ওর জানা আর এ-ও জানে যে, বাড়ি পৌছানোটা এখন আর কোনো ব্যাপারই নয়।

ও ভাবছে, 'বাতাস হচ্ছে আমাদের বন্ধু', তারপরেই ভাবছে, 'অবশ্য সব সময় নয়, কখনো কখনো। সমুদ্রও আমাদের বন্ধু, আর ওর মধ্যেও

www.pathagar.com

কিছু বন্ধু আছে, শত্রুও আছে। আর বিছানা', ও ভেবেই চলেছে, 'বিছানা আমার বন্ধু। কেবল বিছানাই। বিছানাটা একটা অসাধারণ জিনিস।' আবার ভাবছে, 'হেরে যাওয়াটা কী সহজ ব্যাপার। আগে জানতামই না এটা কত সহজ। আর কারা আমাকে হারালো।'

'কিছু না, কিছু না,' ও স্বগতোক্তি করল, 'আমি বড্ড দূরে চলে গিয়েছিলাম।'

যখন ও ছোট জাহাজঘাটায় এসে নৌকা ভিড়াল, তখন চত্বরের আলো নিভে গেছে আর ও জানে যে, সব্বাই তখনও বিছানায়। বাতাসের জোর বেড়ে বেড়ে এখন খুব জোরে বইছে। জাহাজঘাটা একদম চুপচাপ। ও পাথরের স্তূপের নিচে নুড়ি পাথর বিছানো ছোট্ট জায়গাটায় নৌকা ভিড়াল। এ সময় ওকে সাহায্য করার কেউ উপস্থিত নেই, তাই ও নৌকাটাকে যতখানি পারে ওপরদিকে একা একাই টেনে আনল। তারপর একটা পাথরের সঙ্গে নৌকাটাকে বাঁধল।

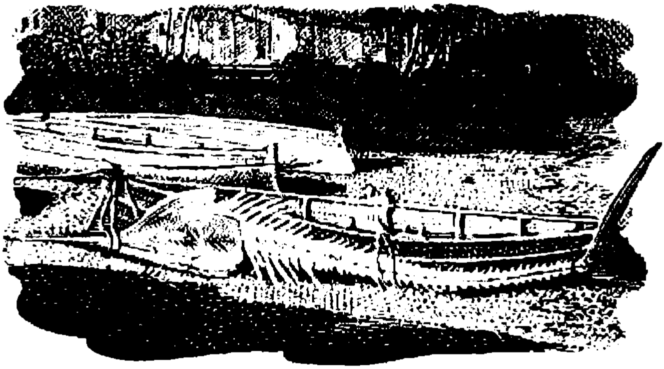

ও মাস্তুলটা খুলে নিয়ে পাল গুটিয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর মাস্তুলটা কাঁধে নিয়ে ওপরদিকে উঠতে শুরু করল। ঠিক তখনই ও বুঝতে পারল যে, ওর শরীরের ওপর দিয়ে কী পরিমাণ ধকল গেছে। এক লহমার জন্যে থেমে ও পেছন ফিরে তাকাল আর রাস্তার আলোর প্রতিফলনে দেখতে পেল, মাছটার বিশাল লেজটা ওর নৌকার পাছ-গলুই অনেকটা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে রয়েছে। ও দেখল, মাছটার বিশাল লম্বা মেরুদণ্ডের সাদা হাড়ের সারি, ওর কালচে হয়ে যাওয়া বিশাল মাথাটা লম্বা সরু ঠোঁটসমেত, আর মাথা আর লেজের মাঝখানের প্রকট সমস্ত উলঙ্গতা।

www.pathagar.com

ও আবার উঠতে শুরু করল আর ওপরে উঠেই ও পড়ে গেল। কিছুক্ষণ কাঁধের ওপর মাস্তুলসমেত ও পড়েই রইল। ও চেষ্টা করছে ওঠে দাঁড়াতে কিন্তু ওঠাটা এখন ওর পক্ষে বড় কঠিন। ও কাঁধের ওপর মাস্তুল নিয়ে খানিকক্ষণ ওখানেই বসে রইল আর রাস্তার দিকে তাকাল। দূরে একটা বিড়াল নিজের কাজে রাস্তা পার হচ্ছে, ও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তারপর শুধু রাস্তার দিকেই তাকিয়ে থাকে। শেষমেষ ও মাস্তুলটাকে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। মাস্তুলটা তারপর তুলে নিয়ে কাঁধে রেখে আবার রাস্তা ধরে চলতে শুরু করে। ওর চালাটায় পৌঁছতে ওকে পাঁচবার বসে বসে বিশ্রাম নিতে হয়।

চালায় পৌঁছে ও ভেতরে দেওয়ালের গায়ে মাস্তুলটা ঠেকিয়ে রাখে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ও জলের বোতলটা খুঁজে নিয়ে এক ঢোক জল খায়। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ে। কাঁধ পর্যন্ত কম্বলটা টেনে নিয়ে পিঠ ও পা ভালো করে ঢেকে নিয়ে ও উপুড় হয়ে খবরের কাগজের বিছানায় ঘুমোয়, ওর হাত সোজা মাথার ওপরদিকে ছড়ানো, হাতের তেলো চিৎ করা।

সকালে যখন ছেলেটা দরজা দিয়ে উঁকি মারল, তখনও ও ঘুমোচ্ছে। বাতাস এখন এত জোরে বইছে যে, কোনো নৌকাই আজ আর সমুদ্রে যেতে পারবে না, তাই ছেলেটা একটু বেলা অব্দি ঘুমিয়েছে আর প্রতিদিন সকালে যেমন আসে, তেমনই আজও বুড়োর চালাঘরে

www.pathagar.com

এসেছে। ছেলেটা দেখল, বুড়োর শ্বাস পড়ছে। তারপরেই ও বুড়োর হাত দুটো দেখেই কাঁদতে আরম্ভ করল। ও কফিন আনবার জন্যে চুপচাপ ঘরে বেরিয়ে এল,. আর সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে গেল।

ততক্ষণে অনেক মেছুড়ে নৌকাটা ঘিরে দাঁড়িয়ে নৌকার সাথে বাঁধা জিনিসটা দেখছে, আর একটা লোক প্যান্ট গুটিয়ে জলে নেমে একগাছা দড়ি দিয়ে কঙ্কালটার মাপ নিচ্ছে।

ছেলেটা নিচে গেল না। ও আগেই ওখানে গিয়ে সব দেখে এসেছে আর একজন মেছুড়েকে নৌকাটার ওপর নজর রাখতে বলে এসেছে।

একজন মেছুড়ে চেচাল, 'ও কেমন আছে?'

'ঘুমোচ্ছে,'- ছেলেটা জবাব দিল। ওরা যে দেখছে ও কাঁদছে, তাতে ওর কিছু যায় আসে না। 'কেউ যেন ওকে বিরক্ত না করে।'

'নাক থেকে লেজ পর্যন্ত আঠারো ফুট লম্বা,'- যে মেছুড়ে মাপ নিচ্ছিল, সে বলল।

'তোমার কথা বিশ্বাস করেছি,'- ছেলেটা বলল।

ও চত্বরে গিয়ে এক পাত্র কফি চাইল। 'কফিটা যেন বেশ গরম হয় আর বেশি করে দুধ আর চিনি দাও।'

'আর কিছু?'

'না। পরে দেখব, ও কিছু খেতে পারে কিনা।'

'ওটা কি বিশাল মাছই না ছিল,'- দোকানের মালিক বলল, 'এ রকম মাছ আর কখনো হয়নি।অবশ্য গতকাল তোমার ধরা মাছ দুটোও ভালোই ছিল।'

'আমার মাছ চুলোয় যাক- ছেলেটা বলে উঠল আর আবার কাঁদতে শুরু করল।

'তুমি কি কোনো রকম পানীয় নেবে?'- মালিক জিজ্ঞাসা করে।

'না আমার কিছুই চাই না। সবাইকে বলে দাও, কেউ যেন সান্তিয়াগোকে বিরক্ত না করে। আমি আবার আসছি।'

'ওকে বলো, আমি খুব দুঃখিত।'

'ধন্যবাদ',- ছেলেটা বলল।

গরম কফি ভরা পাত্রটা নিয়ে ছেলেটা বুড়োর চালায় পৌছে ওর পাশে চুপ করে বসে রইল, যতক্ষণ না জেগে ওঠে। একবার মনে হলো যেন

www.pathagar.com

এবার বুড়ো জাগবে। কিন্তু তারপরেই বুড়ো আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। ছেলেটা বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে কিছু কাঠ ধার করে আনতে গেল কফিটা গরম করবার জন্য।

শেষ পর্যন্ত বুড়ো জেগে ওঠে।

ছেলেটা বলে, 'উঠে বোসোনা। আগে এটা খাও।' ও একটা গ্লসে কিছুটা কফি ঢেলে দিল।

বুড়ো কফিটা নিয়ে খেল।

'ওরা আমায় হারিয়ে দিল, মানোলিন,'– ও বলল, 'ওরা আমায় সত্যিই হারিয়ে দিল।'

'ও তো তোমায় হারায়নি। ওই মাছটা!'

'না, তা নয় সত্যি। এটা হল পরে।'

'পেড্রিকো তোমার নৌকা আর সরঞ্জামগুলো পাহারা দিচ্ছে। তুমি মাথাটা নিয়ে কী করতে চাও?'

'পেড্রিকো ওটা কেটে টুকরো টুকরো করে মাছ ধরার ফাঁদের জন্য কাজে লাগাতে পারে।

'আর মুখের বর্শাটা?'

'তুমি চাইলে ওটা রাখতে পার।'

'হ্যাঁ, আমি ওটা নেব,;' ছেলে বলল, 'এবার অন্যান্য ব্যাপারে আমাদের ছক করতে হবে।'

'ওরা কি আমাকে খুঁজছিল?'

'নিশ্চয়ই। উপকূলরক্ষী বাহিনী দিয়ে, আর উড়োজাহাজ নিয়ে।'

'সমুদ্র তো বিশাল আর তার মাঝে ছোট একটা ডিঙি নৌকা প্রায় চোখেই পড়ে না', – বুড়ো বলল। ও লক্ষ্য করল, নিজের সঙ্গে অথবা সমুদ্রের সঙ্গে কথা বলার চাইতে অন্য কারো সাথে কথা বলাটা কী আনন্দময়।

'আমি তোমার অভাব খুব অনুভব করেছি',- বুড়ো বলল, 'এখন বল, তুমি কেমন মাছ ধরলে।'

'প্রথম দিন একটা, দ্বিতীয় দিনেও একটা, আর তৃতীয় দিনে দুটো।'

'বাঃ, খুব ভালো।'

'এখন তাহলে আমরা দুজনে মিলে মাছ ধরব।'

www.pathagar.com

'না, আমার ভাগ্য ভালো নয়। এখন আর আমার ভাগ্য মোটেই ভালো নয়।'

'ভাগ্য চুলোয় যাক,' ছেলেটা বলে। 'আমার ভাগ্য নিয়ে আমি আসব।'

'তোমার পরিবারের লোকেরা কী বলবে?'

'আমি গ্রাহ্য করি না। কাল দুটো ধরেছিলাম। কিন্তু এখন থেকে আমি তোমার সাথেই মাছ ধরতে যাব, কারণ আমার এখনও অনেক কিছু শেখার আছে।'

'আমাদের একটা ভালো দেখে মারাত্মক বল্লম জোগাড় করতে হবে আর ওটা সব সময়েই নৌকায় রাখা থাকবে। একটা পুরোনো ফোর্ড গাড়ির স্প্রিং দিয়ে তুমি ওটার ফলাটা বানাতে পার। গুয়ানা বাকোয়াতে গিয়ে আমরা ওটা শান দিয়ে নিয়ে আসব। ওটা খুব ধারালো, তীক্ষ্ণ হতে হবে। কিন্তু আগুনে পোড়ানো বা পান দেওয়া চলবে না, তাহলে ভেঙে যাবে। আমার ছুরিটা ভেঙে গিয়েছে।

'আমি আরেকটা ছুরি জোগাড় করব, আর স্প্রিংটা ভালো করে শান দিয়ে নেব। ভারী বাতাসের আর কতদিন আছে?

'বোধহয় তিনদিন। বেশিও হতে পারে।'

'আমি সব কিছু ঠিকঠাক করে রাখব',- ছেলেটা বলল, 'বুড়ো, তোমার হাত দুটো তাড়াতাড়ি সারিয়ে নাও।'

'কী করে হাতের যত্ন নিতে হয়, আমি জানি। রাত্তিরে আমি থুতু ফেলেছিলাম, কী বিশ্রী ধরনের আর মনে হয়েছিল আমার বুকের ভেতর কিছু ভেঙে গেছে।'

'ও সব কিছুও সারিয়ে তোলো,'- ছেলেটা বলল, 'শুয়ে থাক, বুড়ো, আমি তোমার একটা পরিষ্কার জামা নিয়ে আসি আর কিছু খাবার-ও।'

'আমি যে কদিন ছিলাম না, সেই কদিনের কোনো খবরের কাগজ পেলেও নিয়ে আসবে,' -বুড়ো বলল।

'তুমি খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠ, কারণ আমার অনেক কিছুই শিখতে হবে, আর তুমি আমাকে সব শেখাবে। তুমি খুব কষ্ট পেয়েছ, না?'

'খুব,'- বুড়ো বলল।

www.pathagar.com

'আমি তোমার খাবার আর কাগজ নিয়ে আসি',- ছেলেটা বলল, 'ভালো করে বিশ্রাম নাও বুড়ো। আমি ওষুধের দোকান থেকে তোমার হাতের জন্য ওষুধও নিয়ে আসব।'

'পেড্রিকোকে বলতে ভুলো না যে,মাছের মাথাটা ওর।'

'ঠিক আছে, মনে থাকবে।'

যখন ছেলেটা বাইরে বেরিয়ে প্রবাল পাথরের ক্ষয়ে যাওয়া রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তখন ও আবার কাঁদতে শুরু করেছে।

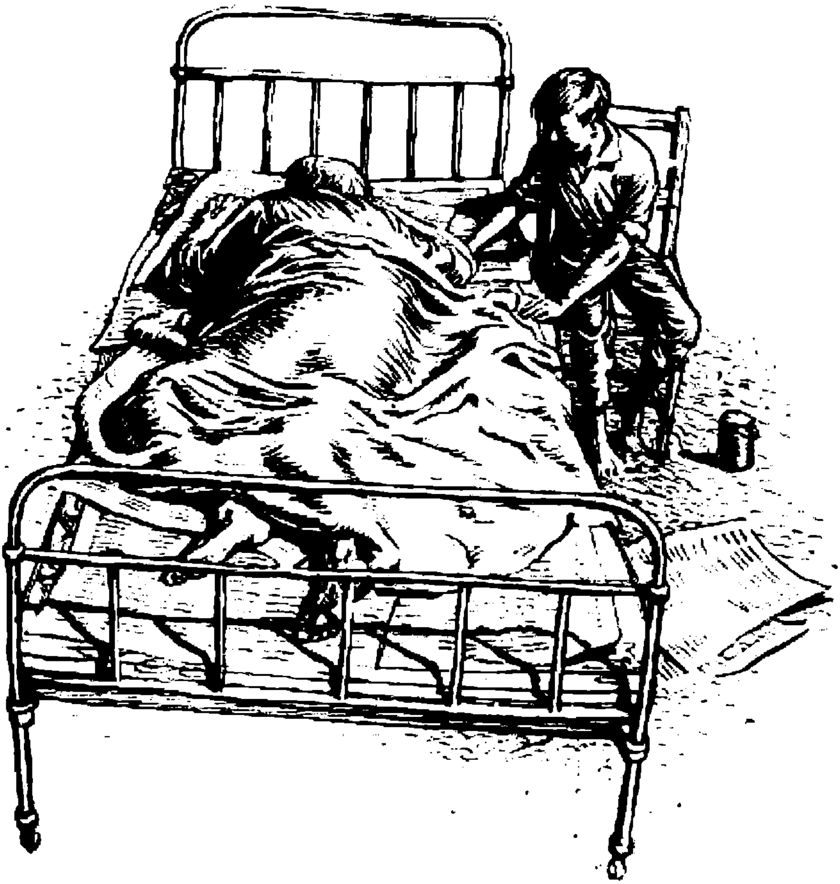

সেদিন বিকেলে চত্বরে একদল পর্যটক এসেছে আর সমুদ্রের জলে যেখানে খালি বিয়ারের কৌটো আর মরা ব্যারাকুডা মাছগুলো ভাসছে,

www.pathagar.com

সেদিকে তাকিয়ে ওদের দলের এক মহিলা দেখতে পেল একটা বিশাল লম্বা সাদা মেরুদণ্ড আর তার শেষপ্রান্তে একটা বিশাল লেজ জোয়ারের ঢেউয়ে উঠছে, নামছে, দুলছে আর জাহাজঘাটায় ঢোকার মুখে বাইরের দিকে পুব হাওয়ায় সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে।

'ওটা কী?- মহিলা একজন পরিচারককে জিজ্ঞাসা করল, আর আঙুল দিয়ে ওই অসাধারণ মাছটার বিশাল লম্বা মেরুদণ্ডের হাড়টা দেখাল, ওটা এখন ভাটার টানে বার সমুদ্রে ভেসে যাবার অপেক্ষায় একটা জঞ্জালমাত্র।

পরিচারকটি বলল, 'তিবুরন', 'এশার্ক'- ঘ গটনাটা বলতে চাইছিল।

'হাঙরের এত সুদর্শন সুগঠিত সুন্দর লেজ হয় জানতাম না তো?'

'আমিও না'- মহিলা সঙ্গীট বলল।

রাস্তার ওপরদিকে ওর চালাঘরে বুড়ো আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। এখনও ও উপুড় হয়েই ঘুমোচ্ছে আর ছেলেটা ওর পাশে বসে ওর দিকে লক্ষ্য রাখছে।বুড়ো এখন সিংহদের স্বপ্ন দেখছে।

www.pathagar.com

যেসব স্প্যানিশ শব্দ বাংলায় অনূদিত হয়েছে, তার সূচি নিচে দেওয়া হলো :

স্প্যানিশ শব্দ	উচ্চারণ	বাংলা ভাবার্থ
Salao	সালাও	অপয়া
Santiago	সান্তিয়াগো	ব্যক্তির নাম
Rogelio	রোহেলিও	ব্যক্তির নাম
Guano	গুয়ানো	তালজাতীয় গাছের বীজের শক্ত ঢাকনা বা ডেকনো
Perico	পেরিকো	ব্যক্তির নাম
Bodega	বোদেগা	শুঁড়িখানা
Di maggio	দি মাজ্জিও	ব্যক্তির নাম
Jota	হোতা	উচ্চারণ
Que Va	কে ভা	কী ব্যাপার
Luque	লুকে	ব্যক্তির নাম
Durocher	দুরোচের	ব্যক্তির নাম
Mike Ganzalez	মাইক গনসালেস	ব্যক্তির নাম
Manolin	মানোলিন	ব্যক্তির নাম
La Mar	লা মার	সমুদ্র(স্ত্রী লিঙ্গ)
El Mar	এলমার	সমুদ্র (পুং লিঙ্গ)
Agua Mala	আগুয়ামালা	খারাপ জল
Albacore	আলবাকোরে	ছুরি মাছ
Catalan	কাতালান	কাতালুনিয়া রাজ্যের তৈরি তাই কাতালান (সুতো)
Cordel	কর্দেল	সূক্ষ্ম সুতো
Bonito	বনিতো	এক ধরনের মাছ
Tunga	তুঙ্গা	এক ধরনের মাছ
Brisa	ব্রিসা	বাতাস
Calambre	কালামব্রে	মাংসপেশির টান
Virgin De Cobre	ভার্জিন দে কোব্রে	কোরের কুমারী মাতা
Gran Ligas	গ্রান লিগা	বড় লিগের খেলা
Juegos	হোয়েগোজ	খেলা
Un espuela de hueso	উন এসপোয়েলা দে ওয়েসো	হাড়ের বৃদ্ধি
Cienfuegos	সিয়েন ফুয়েগোস	জায়গার নাম
El Campeon	এল ক্যাম্পেয়ন	সেরা প্রতিযোগী (চ্যাম্পিয়ন)
Sargasso	সারগাসো	জলজ উদ্ভিদ
Dorado	দোরাদো	সোনালি
Dentuso	দেন্তুসো	দাঁতওয়ালা
San Pedro	সান পেদ্রো	জায়গার নাম
Galanos	গালানোস	বহুরূপী বা বহু রঙের সমন্বয়ে সুন্দর (বহুবচন)
Galano	গালানো	ঐ (এক বচন)
Tuna	তুনা	এক ধরনের গাছ।

www.pathagar.com

বিশ্বখ্যাত

সায়েন্স ফিকশন **ফাউণ্ডেশন** সিরিজ

আইজাক আসিমভ

আইজাক আসিমভ– যাকে বলা হয় গ্র্যাণ্ড মাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন।
যুগ-যুগ ধরে অগনিত পাঠককে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকৃষ্ট করে রেখেছেন।
বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলোকে সহজ-সরল ভঙ্গিতে গদ্যে রূপ দিয়েছেন তিনি।
ফাউণ্ডেশন সিরিজ আইজাক আসিমভের অমর এক কীর্তি। মাত্র ২১ বছর বয়সে
এই সিরিজ লেখা শুরু করেন তিনি। সিরিজের প্রথম ৩টি বই 'ফাউণ্ডেশন,'
'ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার'
এবং 'সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন'কে একত্রে বলা হয় ফাউণ্ডেশন ট্রিলজি।
ফাউণ্ডেশন ট্রিলজি বেস্ট অল টাইম সিরিজ সম্মানে ভূষিত।
প্রথম ৩টি বই লেখার পর আসিমভ ফাউণ্ডেশন সিরিজ লেখা বন্ধ করে দেন।
কিন্তু পাঠক, প্রকাশকের অনুরোধে দীর্ঘ দুই যুগ পরে তিনি আবার ফাউণ্ডেশন সিরিজ
লেখা শুরু করেন এবং আরো ৪টি খণ্ড যথাক্রমে 'ফাউণ্ডেশন্স এজ,' 'ফাউণ্ডেশন
অ্যাণ্ড আর্থ,' 'প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন' ও 'ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন' লিখেন।
সিরিজের শেষ বইটি প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর আগের বছর।
এক সাক্ষাৎকারে তিনি সিরিজটিকে আরো বাড়ানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন।
আসিমভ বেঁচে থাকলে পাঠক হয়তো এ সিরিজের আরো বই পড়ার সুযোগ পেতেন।
আইজাক আসিমভ ফাউণ্ডেশন সিরিজের মোট ৭টি খণ্ড লিখেছেন। বেস্ট সেলিং
সায়েন্স ফিকশন হিসেবে ফাউণ্ডেশন সিরিজ হুগো অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

সায়েন্স ফিকশন ফাউণ্ডেশন সিরিজের সবকটি খণ্ডই প্রকাশ করেছে সন্দেশ

প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন	অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব
ফাউণ্ডেশন	অনুবাদ : জি এইচ হাবীব
ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার	অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব
সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন	অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব
ফাউণ্ডেশন্স এজ	অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব
ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ	অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব
ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন	অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস নিয়ে বিশ্বখ্যাত উপন্যাস

সোফির জগৎ

মূলঃ ইয়স্তেন গার্ডার

অনুবাদঃ জি এইচ হাবীব

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস নিয়ে একটি চমকপ্রদ, অভাবনীয় উপন্যাস।

সোফি অ্যামুন্ডসেন। চোদ্দ বছর বয়েসী এই নরওয়েজিয় বালিকা একদিন তাদের বাসার ডাকবাক্সে উঁকি মেরে দেখতে পায় সেখানে কে যেন অবাক-করার মতো দু'টুকরো কাগজ ফেলে রেখে গেছে। কাগজ দুটোয় স্রেফ দুটো প্রশ্ন লেখা

"তুমি কে?" আর "এই পৃথিবীটা কোথা থেকে এল?"

অ্যালবার্টো নক্স নামের এক রহস্যময় দার্শনিকের লেখা সেই রহস্যময় চিরকূট দুটোর সেই কৌতূহল উস্কে দেয়া প্রশ্ন দুখানিই সূত্রপাত ঘটিয়ে দিল প্রাক-সক্রেটিস যুগ থেকে সার্ত্রে পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনের রাজ্যে এক অসাধারণ অভিযাত্রার। পরপর বেশ কিছু অসাধারণ চিঠিতে আর তারপর সশরীরে, পোষা কুকুর হার্মেসকে সঙ্গে নিয়ে, অ্যালবার্টো নক্স সোফি-র কৌতূহলী মনের সামনে দিনের পর দিন একের পর এক তুলে ধরলেন সেই সব মৌলিক প্রশ্ন। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে যেসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে ফিরছেন বিভিন্ন দার্শনিক আর চিন্তাশীল মানুষ।

কিন্তু সোফি যখন এই চোখ ধাঁধানো আর উত্তেজনায় ভরা আশ্চর্য জগতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই সে আর অ্যালবার্টো নক্স এমন এক ষড়যন্ত্রের জালে নিজেদেরকে বাঁধা পড়তে দেখল যে খোদ সেটাকেই এক যারপরনাই হতবুদ্ধিকর দর্শনগত ধাঁধাঁ ছাড়া অন্য কিছু বলা সাজে না।

> অসাধারণ... তিন হাজার বছরের চিন্তার ইতিহাসকে ইয়স্তেন গার্ডার চারশ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন; সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত জটিল সব বিতর্কিত বিষয়কে, অথচ সেগুলোর গুরুত্ব ক্ষুণ্ন হয়নি এতটুকু। ...সোফির জগৎ এক অসাধারণ কীর্তি। **–সানডে টাইম্‌স**

সকলের পাঠোপযোগি এ বইটি বাংলাসহ ৫০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প-লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জন্ম আমেরিকার ইলিওনিসের ওকপার্কে ১৮৯৯ সালে। চিকিৎসক পিতার ছয় সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। ১৮ বছর বয়সে ১৯১৭ সালে হেমিংওয়ে কানসাস সিটি স্টার পত্রিকায় তরুণ সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন। পরের বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি ইতালিয়ান ফ্রন্টে অ্যাম্বুলেন্স চালক হিসেবে যোগ দেন, কিন্তু সেখানে ১৯১৮ সালে গুরুতর আহত হন। দু-বার তিনি সামরিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১৯১৯ সালে তিনি আমেরিকায় ফিরে আসেন ও ১৯২১ সালে বিয়ে করেন। ১৯২২ সালে কানসাস সিটি স্টার পত্রিকায় গ্রেকো-টার্কিশ যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টিং করেন। দু-বছর পর সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন।

হেমিংওয়ের প্রথম প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ : 'থ্রি স্টোরিজ অ্যান্ড টেন পোয়েমস' এবং 'ইন আওয়ার টাইম।' কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গধর্মী উপন্যাস 'দ্য টরেন্টস অব স্প্রিং' লেখক হিসেবে তাঁর নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করে। পরবর্তী তিনটি বই, 'ফিয়েস্তা,' 'মেন উইদাউট উইমেন' এবং 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। বুল-ফাইটিং, বড় জন্তু শিকার ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা ছিল তার নেশা। তার লেখায় এর প্রতিফলন রয়েছে। 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী' গ্রন্থটি প্রকাশের পর ১৯৫৪ সালে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে সাহিত্যে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

অনুবাদক : **সৌরীন নাগ** কবিতা, ছড়া এবং গান লেখেন। অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত। জন্ম বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলায়। দেশ ছেড়েছেন অনেক ছোটবেলায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায় বাস করেন। অপরাধ ও দুর্নীতি দমন পেশায় কেটেছে কর্মজীবন। এ পর্যন্ত চারটি বই অনুবাদ করেছেন। দুটি ভারতের আগরতলার একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে এবং বাংলাদেশের বুক ক্লাব ও শৈশব থেকে প্রকাশিত হয়েছে। দুটি বাংলাদেশের সন্দেশ থেকে।

www.pathagar.com

হাভানার উপসাগরীয় অঞ্চলে একজন বুড়ো, একজন কিশোর আর একটা দানব আকৃতির মাছকে নিয়ে রচিত হয়েছে হেমিংওয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় উপন্যাস *দ্য ওল্ড ম্যান এণ্ড দ্য সী*। উপন্যাসটির জন্য হেমিংওয়ে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এখানে অঙ্কিত হয়েছে দুঃখ আর সময়োত্তীর্ণ এমন সব সৌন্দর্য যা মানুষের যাপিত জীবনের উপাদানগুলোকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।

ISBN 984 70210 0006 7

www.pathagar.com